ঝিঝিট—তাল আড়া।

সমর করে ওকে রমণী।

কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী॥

ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু বামেতর তরণি।

মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল নূতন জলধর বরণী॥

শব শিব শিরে, মন্দাকিনী রাজত,

ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী।

উরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,

সুচারু নখর নিকর, সুধা ধামিনী॥

কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ি করুণাং,

কুরু হর-মোহিনি।

গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে,

মম জীবনধন, জননী॥ (২৪৩)

——

খাম্বাজ—তিওট।

কে হর হৃদি বিহরে।

তনু রুচির, সজল ঘন নিন্দিত,

চরণে উদিত বিধু নখরে॥

নীল-কমল-দল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু মুকুতাফল,
রচিত কিবা শোভা, মরি মরি রে॥
গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা,
ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর,
কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালী পদ না ভজি,
সুধা ত্যজিয়া বিষ পান করি রে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈববিড়ম্বন,
বিফলে মানব দেহ ধরি রে॥ (২৪৩)

ললিত—তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥

যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধ মানস, ঊর্দ্ধে শোণিত,
পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ,
মবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল।
তা তা থেই থেই, দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি,
ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল॥
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি!
রক্ষ মম পরকাল।
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ,
বারয় কাল করাল॥ (২৪৫)

ললিত—কাওয়ালী।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে॥
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে॥
তনু নব-ধারাধর, রুধির-ধারা নিকর,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসিছে॥

বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তম রাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা কমলপদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে॥ (২৪৬)

ললিত—তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস।
দনুজ-দলনা, ললনা সমরে শবে, বিগলিত কেশ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী,
মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
সঙ্গিনী বড় রঙ্গিণী, নগনা সমান বেশ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর,
নরকর কটীদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবন-পালিকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার,
হরবধু হর ক্লেশ॥ (৩৪৭)

বেহাগ—তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসি।
বিহরে বামা স্মর হরে।
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী, কি মানুষী॥
নাসে মুকুতা ফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি করে! করে করী ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা স্থূনবীনা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী॥
নীল কমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহত গামিনী রূপসী।
—, —, দিতি সুতচয়, সমর প্রচণ্ড,
সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখ রাশি,
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে, একি সর্ব্বনাশী॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জনাশ,
হৃদয় কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।

ইহকালে পরকালে, জয়ী কালে, তুচ্ছ বাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥ (২৪৮)

ছায়ানাট—খয়রা।

সমরে কেরে কাল কামিনী?
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমাপরাজিতা বরণী,
কে রণে রমণী।
সুধাংশু-সুধা কি শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শরদ ইন্দু,
কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধুতনয় এ তিন-নয়নী ॥
আ মরি আ মরি মন্দ মন্দ হাস,
লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী।
ফণী ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দ শ্রেণী ॥
কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, অপরূপ শব শ্রবণে সাজ,
না করে লাজ, কেমন কায,
মম সমাজে তরুণী ॥
আ মরি আ মরি চণ্ডমুণ্ড মাল,
করে কপাল একি বিশাল,
ভাল ভাল কাল-দণ্ড ধারিণী।

ক্ষীণ কটী'পর, নৃকর-নিকর,
আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥

সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত বৃন্তে,
কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে,
চরণোপান্তে, মন দুরন্তে,
রাখ কৃতান্ত দলনী ॥

আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল,
ভাবে ঢল ঢল, হাসে খল খল,
টল টল ধরণী।

ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা,
শিব উরে শিবা আপনি ॥

প্রলয় কারিণী করে প্রমাদ,
পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ,
প্রসাদ বিষাদ নাশিনী ॥ (২৪৯)

ঝিঝিট—একতালা।

কে মোহিনী ভালে শশী,
পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা যার,
চৈতন্য রূপিণী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী॥ (২৫০)

খাম্বাজ—রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা,
বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শ কলা, কুশলা সরলা,
ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতি তলে ব্রহ্মা বিধু,
মনোজ্ঞা মধুর মুখী, মধুর লালসা॥
সোম-মৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম্ম নাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরি হর ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা॥ (২৫১)

কামিনী যামিনী বরণে রণে, এল কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব নিধনে।
পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে॥

দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কিরে ভয়,
অনায়াসে যম জয়,
জীবনে মরণে রণে॥ (২৫২)

বেহাগ—একতালা।

ও কেরে মন মোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণি মরকত কান্তি ছটা,
একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য দলনা,
ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ-প্রিয়নয়নী।
শশী খণ্ড শিরসি, মহেশ উরসি,
হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে,
নাসানলকে বেসরে মণি।
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
সুধা রস কূপ বদনখানি॥

শ্মশানে বাস, অট্ট হাস,
কেশ পাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা,
নিকটে প্রমদা, প্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ,
পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে, ব্রহ্মময়ীরে,
করুণাময়ীরে বল জননী॥ (২৫৩)

কালাঙ্গড়া ঠুংরি।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে, নব নীল জলধর কায় হায় হায়,
কেরে, হর হৃদি হৃদ'পরে দিগবাসে॥
কেরে, নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি,
তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী;
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে,

বাঁধি প্রেম ডোরে, রাখি হৃদি সরোবরে,
হিল্লোলে ভাসে ॥
কেরে, নিন্দিত রাম কদলীতরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষবলে, ভুজঙ্গম দলে,
নাভি-পদ্ম-মূলে, ত্রিবলীর ছলে,
দংশিল এসে ॥
কেরে, উন্নত কুচ-কলি, মুখ শতদলে অলি,
গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়,
যেন বিকসিত সিতাম্ভোজ বনরোহায় ;
কিবা ওষ্ঠশোভা, অতি লোল জিহ্বা,
হর মনোলোভা,
যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে ॥
কেরে, কুন্তল জাল আবৃত মুখ মণ্ডল,
লম্বিত চুম্বি ধরায়, তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা ;
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, সিঁতি মৃদু দোলে,
কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে ॥

কত হুহুঙ্কারা হুহুঙ্কারী, নাচিছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায় অমনি ;
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে,
এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শব ছলে আশুতোষে ॥ (২৫৪)

খাম্বাজ—রূপক।

মা! কত নাচ গো রণে।
নিরুপম-বেশ, বিগলিত-কেশ,
বিবসনা হরহৃদে কত নাচ গো রণে ॥
সদ্য-হত দিতি-তনয়-মস্তক-হার লম্বিত সুজঘনে।
কত রাজিত কটীতটে,
নর কর নিকর, কুণপ শিশু শ্রবণে ॥
অধর সুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত,
কুন্দ বিকশিত, সুদশনে।
শ্রীমুখ মণ্ডল, কমল নিরমল,
সাট্ট হাস সঘনে ॥

সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মন মানস নৃত্যতি,
রূপ কি ধরে নয়নে॥ (২৫৫)

খাম্বাজ—রূপক।

এলো চিকুর নিকর, নর কর কটীতটে,
হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন,
বয়ানবরে বসি শশী॥
শব শিশু ইষু, শ্রুতি তলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা রূপ মসী॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে,
হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা,
সুরেশাসুকুলা ষোড়শী॥

প্রসাদে প্রসন্না ভব ভব-প্রিয়া!
ভবার্ণব ভয় বাসি।
জনুর যন্ত্রণা, হরণে মন্ত্রণা,
চরণে গয়া গঙ্গা কাশী॥ (২৫৬)

বিভাস—তিওট।

এলো চিকুর ভার, এ বামা!
মার মার মার রবে ধায়॥
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপ গতি,
রতি পতি মতি মোহ পায়।
অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়॥
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়,
এ জন্মের মত বিদায়॥
কাল বলে এত কাল, এড়ালেম যে জঞ্জাল,
সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিব পূজার এই ফল, অশিব ঘটায়।

অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়॥
ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব,
কার ভরসায় রব, হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়।
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়,
এ জন্ম কর্ম্ম সায়॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্য রায়।
ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায়॥ (২৫৭)

বিভাস—ত্রিতাল।

নব নীল নীরদ তনু রুচি কে?
ঐ মনোমোহিনী রে।

তিমির শশধর, বাল দিনকর,
সমান চরণে প্রকাশ।
কোটীচন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল,
নিন্দি সুধামৃত ভাস॥
অবতংস সে শ্রবণে,
কিশোর বিধি অরি গলিত কুন্তল পাশ।
গলে সুন্দর বরণ সুহার লম্বিত,
সতত জঘনে নিবাস॥
বামার বাম কর'পর, খড়্গ নরশির,
সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,
ঘোর ঘন ঘন হাস॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষ চয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভবে এ কথা আভাষ॥ (২৫৮)

আগমনী।

গৌরচন্দ্রী।

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥
উঠে বস গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে ॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহা সুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
* * * * * ॥
শ্রীরাম প্রসাদ কয়, কত পুণ্য পুঞ্জ চয়,
জগত জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিত জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ॥ (২৫৯)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয় ॥
স্বপ্নে যা দেখিছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ,
উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়।
ওকে গরুড় বাহন, কালো বরণ,
জোড় হাতেতে করে বিনয় ॥

প্রসাদ ভণে, মুনিগণে,
যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা পেয়েছ,
কি পুণ্য উদয়॥ (২৬০)

মালশ্রী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে॥
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী,
বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।

বলে, জনক তোমার গিরি,
পতি জনম ভিখারী, তোমা হেন সুকুমারী,
দিলাম দিগম্বরে ॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন,
হেসে হেসে এসে ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে,
আনন্দে পাশরে ॥ (২৬১)

মালশ্রী।

ওগো রাণি! নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসো না সঙ্গে আমার গো ॥

জয়া! কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে একি কথা মার গো॥
রথে হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস কবি রঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভ দিন আর কার গো॥ (২৬২)

পরিশিষ্ট।

ভৈরবী—একতালা।

শ্রীদুর্গানাম ভুল না।
ভুল না ভুল না ভুল না॥
শ্রীদুর্গা স্মরণে, সমুদ্র মন্থনে,
বিষপানে, বিশ্বনাথ ম'ল না॥

যদ্যপি কখন বিপদ ঘটে,
শ্রীদুর্গা স্মরণ করগো সঙ্কটে।
তারায় দিয়ে ভার, সুরথ রাজার,
লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না॥

বিভু নামে এক রাজার ছেলে,
যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে।
আসিবার কালে, সমুদ্রের জলে,
ডুবেছিল তাতে (তার) মরণ হ'লনা॥ (২৬৫)

বেহাগ—আড়খ্যাম্‌টা।

আমার কপাল গো তারা!
ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে॥
শিশুকালে পিতা ম'ল, মা গো রাজ্য নিল পরে পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সাগরের জলে॥
স্রোতের সেহালার মত, মা গো ফিরিতেছি ভেসে ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নামে না অগাধ জলে॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মা গো আর দিব আমার মাথা,
রক্ত চন্দন রক্ত জবা, দিব মায়ের চরণ তলে॥ (২৬৬)

রামপ্রসাদী সুর।

মন যদি মোর ভিয়ান করিস।
ওরে কালীনাম কাশীর চিনি বদন খোলাতে ঢালিস॥
বর্ণমালা উড়কি করে, ক্রমে ক্রমে তাতে রাখিস।
আর আলস্য ত্যজিয়ে সদা রসনা তাড়ুতে নাড়িস॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদল চক্রে চন্দ্র বীজের সুধা রাখিস।
সেই সুধাপানে অমর হয়ে অমর নগরে বসিস॥ (২৬৭)

শিব সংগীত।

মিশ্র—কাহাড়বা।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া,
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ বমম্ বমম্;
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দোলিছে হাড়ের মাল;
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি,
নয়ন অনল ধিকি ধিকি ধিকি;
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥

বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ,
তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ,
দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি ;
ধরত তাল দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি,
শ্যামাগুণে হয় নাচিয়া॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল,
শিরে দ্রবময়ী করে টল টল ;
লহরী উঠিছে কল কল কল,
জটা জুট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এভব ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর,
নিজগুণে লহ তারিয়া॥ (২৬৮)

খাম্বাজ—খেমটা।

বব বম্ বম্ ভোলা।

মাগী যেমন, মিন্সে তেমন,

তেমি দুটী চেলা॥

আরোহণ বৃষোপরে, শিঙ্গে ডমরু করে,

মুখে বলে হরে হরে রুদ্রাক্ষ মালা।

জটাতে কুল কুলুধ্বনি, বিরাজিতা সুরধুনী,

মস্তকেতে মণি ফণি অর্দ্ধচন্দ্র ভালা। (২৬৯)

সাধক-সঙ্গীত।

[শ্যামা বিষয়ক পদাবলী।]

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)।

কলিকাতা ;

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রী[illegible]দাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

রামপ্রসাদী সঙ্গীতের পরেই কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রামদুলাল, দেওয়ান নন্দকুমার ও দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পদাবলীসমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এজন্য সাধক সঙ্গীতের দ্বিতীয় ভাগে তাঁহাদের সঙ্গীতগুলি সন্নিবেশিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকৃত সাধক ছিলেন। দেওয়ান রামদুলাল রায় মহাশয়ের গীতে জ্ঞান ও ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনিও সাধক ছিলেন। দেওয়ান নন্দকুমার রায় অল্প কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়া স্বীয় সাধকত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দেওয়ান রঘুনাথ রায় সুপণ্ডিত, কবি ও সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তিনি শ্যামাবিষয়ক ও হরিবিষয়ক অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি পাঠ করিয়া বোধ হয় তিনি মুক্তির পথ ঠিক করিতে না পারিয়া উভয় দিকে হাত রাখিয়াছেন। সাধকশ্রেণীতে তাঁহাকে আমরা উচ্চ আসন প্রদান করিতে পারিলাম না।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত অম্বিকা-কাল্না ইঁহার আদি বাসস্থান। ১২১৬ বঙ্গাব্দে ইনি ঐ জেলার অন্তর্গত কোটালহাট গ্রামে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে বৰ্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর তাঁহাকে স্বীয় সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। উক্ত মহারাজ বাহাদুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর প্রথমতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তদনন্তর তাহা অনেক ব্যক্তি দ্বারা খণ্ড ও অখণ্ড আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার শক্তিবিষয়ক পদাবলী প্রকাশ করিতেছি, অন্যান্য গীত গুলি পরিত্যাগ করা হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া রাধিকার প্রেমের কাঁদুনি কাঁদিয়াছেন। আমরা শক্তিসাধকের মুখে এই সকল কাঁদুনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি

না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ তাহা বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বে কাল-কবলিত হন। তিনি শ্মশানক্ষেত্রে স্বীয় পত্নীর দেহ দাহ করিয়া একটী গীত রচনা করেন। রচনা শেষ হইলে নৃত্য করিয়া গান করিতে লাগিলেন :—

কালি সব ঘুচালি লেঠা—ইত্যাদি।

একদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ওড়গায়ের ডাঙ্গা" নামক স্থানে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি নির্ভীক চিত্তে গান করিতে লাগিলেন :—

আর কিছু নাই শ্যামা তোমার কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
অতেব হইলাম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতিবন্ধু সুতদারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপদ কালে কেউ কোথা নাই,
ঘর বাড়ী ওড় গায়ের ডাঙ্গা॥ ইত্যাদি।

দস্যুগণ এই সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, মহারাজ!

"কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে,
বিমাতার কি স্মরণ লব॥" ইত্যাদি।

ইহা প্রকৃত সাধকের উক্তি। যিনি স্বীয় আরাধ্য দেবতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, মুক্তি তাঁহায় করতলস্থ। তিনি কেন অন্য দেবতার স্মরণ গ্রহণ করিতে যাইবেন। স্বীয় ইষ্ট দেবতার প্রতি যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারাই তেত্রিশকোটী দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অবিশ্বাসীর হৃদয়ে ভক্তি স্থান পায় না; যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের মুক্তির আশা দুরাশা। আমরা

সচরাচর দেখিতে পাই, যখন কোন গ্রামে বা নগরে মড়ক উপস্থিত হয়, তখন কালীপূজা ও হরিসঙ্কীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া যায়। লোকগুলি ভয়ে অস্থির হইয়া একবার বলে, "মা জগজ্জননি রক্ষা কর।" আবার বলে "হে হরি বিপদভঞ্জন মধুসূদন রক্ষা কর।" এই শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস, ভক্তি ও ধর্ম্ম সকলই মিথ্যা, ইহারা ভয়ের তাড়নায় অস্থির হইয়া কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারে না। জগৎজ্জননীর কৃপায় এই সকল লোক বিপদ মুক্ত হইলে, প্রসাদের লোভে কালীপূজা, ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য হরি-সঙ্কীর্ত্তন কিম্বা গৌরাঙ্গ সমাজ করেন। বড়মানুষী দেখাইবার জন্য বাই, খেমটা কিম্বা সাহেব বিবি নাচাইয়া দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন।

সাধুপুরুষগণ এবম্প্রকার লোভ, ভণ্ডামি ও কপটতা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। ইঁহারা বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হইয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া থাকেন। কমলাকান্ত বলিয়াছেন,—

এবার কালী বলে, বাহু তুলে, যাব শ্যামা মায়ের কাছে।
কালী নাম সারাৎসার,
নিঃসরে বদনে যার :
সেজন ভক্ত জীবন্মুক্ত, দোহাই দিয়ে শিব কয়েছে॥
* * * *
এবার নাম জেনেছি, ধাম চিনেছি, পথ বড় সুগম হয়েছে॥

কি দৃঢ় বিশ্বাস! এরূপ বিশ্বাসই মুক্তির প্রশস্ত সোপান।

গুরুর উত্তর শ্রবণ করিয়া মহারাজ তেজশ্চন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মহারাজকে তৎপর দিবস মধ্যাহ্নে তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন। যথা সময়ে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কুশশয্যা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সেই শয্যা প্রস্তুত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাতে শয়ন করিয়া গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করিলেন। অমনি ভূগর্ভ ভেদ করিয়া ভোগবতী তথায় উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই জল পান করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, এক্ষণে বোধ হয় আপনার

ক্ষোভ বিদূরিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি চলিলাম।”
এই বলিয়া তিনি কৈলাস যাত্রা করিলেন। তাঁহার
নশ্বরদেহ কুশশয্যায় পড়িয়া রহিল।

দেওয়ান রায় রামদুলাল নন্দী।

ইনি ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে
১১৯২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কালীকচ্ছের
নন্দীবংশ বিখ্যাত মৌলিক কায়স্থ। ইনি বাঙ্গালা,
সংস্কৃত ও পারসি ভাষা বাল্যকালে অধ্যয়ন করিয়া-
ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ ত্রিপুরার কালেক্টরিতে
মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। এজন্য অদ্যাপি ইনি
সাধারণতঃ “রামদুলাল মুন্সী” আখ্যা দ্বারা পরিচিত
হইয়া থাকেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর
হেলিডে সাহেব যে সময়ে নওয়াখালীর কালেক্টর
ছিলেন, তৎকালে ইনি তাঁহার অধীনে সেরেস্তাদার
ছিলেন। তদনন্তর কিছুকাল শ্রীহট্ট জজ আদা-
লতের সেরেস্তাদারের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সর্ব্ব-
শেষে ইনি ত্রিপুরার মহারাজের জমিদারি চাকলে

বোসনাবাদের দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হন। তিনি ১২৫৮ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দেওয়ান নন্দকুমার রায়
ও
দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চুপীগ্রাম নিবাসী দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার, কনিষ্ঠ রঘুনাথ। চুপীর রায়বংশ পুরুষানুক্রমে দীর্ঘকাল বর্দ্ধমান রাজসংসারে দেওয়ানী করিয়া গিয়াছেন। নন্দকুমার ও রঘুনাথ উভয়েই বাল্যকালে পিতার সহিত বর্দ্ধমানে থাকিয়া সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ও পারসি ভাষা যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার পৈতৃক দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে রঘুনাথ

রায় দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ নিবাসী কলাবতদিগের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার রায় অকালে কালকবলিত হন। তদনন্তর রঘুনাথ রায় সেই দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। তিনি শ্যামাবিষয়ক ও হরিবিষয়ক অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গীতগুলি পশ্চিম বঙ্গে "দেওয়ান মহাশয়ের গীত" বলিয়া পরিচিত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও দেওয়ান মহাশয়ের সঙ্গীতপ্রাচীন সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রীতিজনক ছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দেওয়ান মহাশয়ের সঙ্গীতগুলি বিশেষ উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না। সরল সাধকের যে সরল ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা হৃদয় আকুল হইয়া উঠে, দেওয়ান মহাশয়ের সঙ্গীতে তাহার নিতান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। ইঁহার ভাব ও ভাষা উভয়ই জটিল। তাঁহার বিশ্বাসও ধর্ম্মবল সুদৃঢ় ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি কখন বলিয়াছেন, "হে মূঢ়মন! যদি ভব পারাবার

পার হইবার বাসনা থাকে তবে মায়ের চরণ সার কর।” আবার বলিতেছেন,—

“ভবাংঘ্রি কমলে কর, থাকে যেন নিরন্তর,
রসনা শ্রীকৃষ্ণ নাম করয়ে রটন।
শেষে প্রভু লয়কালে, তোমার পদসলিলে,
অকিঞ্চন হরিবলে ত্যজয়ে জীবন॥”

একবার ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিব “মাগো কালি! আমাকে উদ্ধার কর।” আবার বাঁদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিব “বাবা কেষ্টঠাকুর আমাকে তোমার গোলোকধামে শৃগাল কুকুর করিয়া রাখ।” আমরা এরূপ সাধনের পক্ষপাতী নহি। সাধকের দৃঢ়তা, সাধকের অদ্বৈত ভাব অতি উপাদেয় ও অমূল্য বস্তু। স্বর্গীয় পারিজাত কুসুমের সৌরভে তাহা পরিপূর্ণ।

রামপ্রসাদ একটি সঙ্গীতে বলিয়াছেন :—

“আমি এমন মায়ের ছেলে নইরে,
বিমাতাকে মা বলিব।

(১৫২ পৃষ্ঠা দেখ)

কমলাকান্ত বলিয়াছেন :—

"কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে,
বিমাতারে কি স্মরণ লব।"

জনৈক ব্রাহ্ম সাধক বলিয়াছেন :—

"আর কারে ডাকিব গো মা,
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার,
ডাকিব গো মা যাকে তাকে।"
(ব্রাহ্ম সঙ্গীত, ১২৪ পৃষ্ঠা)

দেওয়ান রঘুনাথের মধ্যে এরূপ দৃঢ়তার নিতান্ত অভাব, এজন্য আমরা তাঁহাকে সাধক শ্রেণীতে উচ্চ আসন প্রদান করিতে পারিলাম না। তাঁহার সঙ্গীত যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রীত্যর্থে তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্যামা সঙ্গীত মাত্র প্রকাশ করিলাম। দেওয়ান রঘুনাথ ১১৪৩ বঙ্গাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

—

কমলাকান্ত-সঙ্গীত।

বিবিধ বিষয়ক।

পরজ—জলদ তেতালা।

দীনে তারিতে, দয়াময়ী নাম ধর ও গো জননি॥
অতিশয় দুরাচার, অন্য গতি নাহি যার,
তারে নিজ গুণে করুণা বিতর॥
চৈতন্য রূপিণি, চিদানন্দ স্বরূপিণি,
কালি, জননি কিঞ্চিত যদি নয়নে হের॥
কমলাকান্তের এই, নিবেদন কৃপাময়ি,
হে মা অনুগত তনয়ে সম্বর, গো॥ (১)

পরজ—জলদ তেতালা।

মা! চরণারবিন্দে হরমোহিনি,
রাখিও করুণায় গিরি তনয়ে॥
মায়াতে মোহিত আমি, পতিত পাবনী তুমি,
হর তম মম বিষয়ে॥

সংসারার্ণব তারণ তরণী, চরণ চরম সময়ে।

কালকলুষ কলিকল্মিষনাশিনি,

করুণাঙ্কুরু অভয়ে॥

ত্রিভুবন জননি, জন্ম প্রতিপালিনি,

সংহারিণি প্রলয়ে।

কমলাকান্ত কৃতান্তবারিণি, নৃপতেজশ্চন্দ্র সদয়ে॥ (২)

পরজ—জলদ তেতালা।

মা! আমারে তারিতে হবে,

আমি অতি হীন দুরাচার।

না ভাবিয়া কারণ মজিলাম ভবে॥

পতিত দেখিয়া যদি, না তার ভব জলধি,

পতিতপাবনী নামে কলঙ্ক রবে॥

কমলাকান্তের মন! বিষয় না ত্যজ কেন,

বৃথা জনম মম ধিক্ মানবে॥ (৩)

পরজ—জলদ তেতালা।

কি আগো শ্যামাসুন্দরী মন মোহিলে।
অপরূপ দেখ ভূপ বামা কে সমরে।
ষোড়শী মনসি নিবসন্তে বামা,
গুণময়ি গুণে বান্ধিলে॥
কমলাকান্ত তিমির কুল আকুল,
দিবানিশি সম করিলে।
কিমপর সুরগণ, হরিলে হরের মন,
চরণ হৃদয়ে ধরিলে॥ (৪)

পরজ কালাংড়া—জলদ তেতালা।

কেন মন ভুলিল, শ্যামারূপ হেরিয়ে,
আমিত কিছুই না জানি।
ধন পরিজন, সুখ বাসনা যত,
আমার ঘুচিল হেন অনুমানি॥
সহজে উলঙ্গ অঙ্গ, নাহি সম্বরে,
বামা সজল জলদ তনুখানি।

না জানি কি তন্ত্র মন্ত্র গুণ জানে বামা,
কি গুণে স্ববশ করে প্রাণী ॥
যদি মন চিন্ত্য, চারু চরণাম্বুজ,
সে ধন লইল শূলপাণি।
কমলাকান্ত কিঞ্চিত মন আশা,
কালী নামামৃত মধুরস বাণী ॥ (৫)

পরজ—একতালা।

ইন্দীবর নিন্দি তনু সজল জলদ জিনি কায়া।
নীলাম্বুজ নীল মরকত হিমকর
দিনকর কিবা হরজায়া ॥
অঞ্জন দলিত স্থগিত জঘনা,
যেন অপরা কুসুম সম নীলকায়া।
কমলাকান্ত আশ মন মানসে,
শীতল চরণ যুগল ছায়া ॥ (৬)

পরজ—একতালা।

শ্যামা আজু ধীর,
কলেবরে নৃত্যয়ি মম হৃদয়ে মা গো॥
নূতন জলধর, রূপ মনোহর,
দোলিত মন্দ সমীরে গো॥
বিগলিত কুন্তল, জলে ভালে বিধু,
ভূষণ নর কর শির।
ত্রিপুরারি তনু তরণী অবলম্বনে,
সুধাময় সিন্ধু গভীরে গো॥
তরুণ-বয়সী তরুণ-শিব সঙ্গে,
পুলকিত শ্যামা শরীর।
কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি,
বরিষয়ে আনন্দ নীর॥ (৭)

পরজ—জলদ তেতালা।

কেহ কি আপনার আছেরে,
শ্যামাধন মিলায়ে দেয় আমারে।
তেজিয়া তনুর আশা, প্রাণ দিয়ে তুষিব তাঁরে॥

আমি ত ইন্দ্রিয় বশে, ভুলে আছি মায়া পাশে,
এমন সুহৃদ কেবা মনো দুঃখ কব কারে ॥
মন রে! ইন্দ্রিয় রাজ, এ নহে অন্যের কাজ,
কমলাকান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে ॥ (৮)

পরজ—একতালা।

তনুতরি ভাসিল আমার ভব-সাগরে ॥
মনরে সুজন নেয়ে, সাবধানে যাও বেয়ে,
দেখ যেন ডুবাও না পাথারে ॥
দশেন্দ্রিয় দাঁড়ি তায়, কুপথে তরণী বায়,
যতনে দমনে রাখ সবারে ॥
কালী নামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল,
বেয়ে দে ভাই, সুধাময় সমীরে ॥
কামাদি জগাতি ছয়, মহামন্ত্রে কর জয়,
পথে যেন বিড়ম্বনা না করে।
কমলাকান্তের লয়ে, কালী নামের সারি গেয়ে,
সুখে চল সদানন্দ নগরে ॥ (৯)

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

তুমি কার ঘরের মেয়ে কালি গো!
আপনার রঙ্গরসে মগনা আপনি॥
কে জানে কেমন তব, রূপ নিরুপম,
নিরক্ষিয়ে না বুঝি মা! দিন কি যামিনী॥
দলিত অঞ্জন জিনি, চিকণ বরণ খানি,
না পর অম্বর হেমমণি।
আলিয়ে চিকুর পাশ, সদাই শ্মশানে বাস,
তথাপি যে মন ভুলে কি লাগি না জানি॥
পুরুষ রতন এক, চরণাভিরত দেখ,
তাঁর শিরে জটাজূট ফণী।
তুমি কে তোমার ওকে, হেরি অসম্ভব লোকে,
হেন অনুমানি যে ত্রিদশ চূড়ামণি॥
অশরণ শরণ, জগত মনোরঞ্জন,
অতি ধন চরণ দুখানি।
কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ,
তব রূপে আলো করে গগন ধরণী॥ (১০)

পরজ—জলদ তেতালা।

কত রঙ্গ জান গো শ্যামা!
সুমতি কুমতি গতি, তুমি সে কারণ॥
প্রকৃতি পুরুষাকারে, নিরঞ্জনী নিরাধারে,
যেরূপে যে জনা ভাবে, সে পাবে তেমন, গো॥
কমলাকান্তের মনে, কি আছে তারিণী বিনে,
যা কর আপনার গুণে, লইলাম শরণ॥ (১১)

খাম্বাজ—একতালা।

তোমার গুণ তুমি জান,
আর কে জানে গো!
কিঞ্চিৎ জানে অনাদি,
সদাশিব শরণ লইল চরণে॥
বিধি চতুরানন, সহস্রবদন,
হরি তব গুণ যশ কথনে।
তথাপি নথর সীমা মহিমা না পাইয়ে,
দীনসুত কোন গণনে॥

ত্বং বিষ্ণু মায়া বিশ্ব বন্ধন কারণ,
বিষ্ণুময়ী বিশ্ব পালনে।
কমলাকান্ত আরাধিত তব পদ,
ভব জলনিধি তরণে॥ (১২)

খাম্বাজ বাহার—জলদ তেতালা।

ওগো তারা সুন্দরি!
তব যশ শুনি কত, ভরসা আমার মনে।
অশেষ পাতকী জনে, তুমি তার নিজ গুণে॥
কদাচিত ভ্রম ভয়, যদি তব নাম লয়,
তবে তার কি করে শমনে।
দূরে তজি অঘচয়, সদা নিত্যানন্দ ময়,
সেই জীব শিব সম, ভ্রম বিনে॥
এ বড় বিষম কাল, প্রবল সে রিপুজাল,
ইথে গতি হইবে কেমনে।
দেখি ভব বিড়ম্বন, কমলাকান্তের মন,
হৈয়া ভীত অনুগত শ্রীচরণে॥ (১৩)

সুরট মল্লার—তিওট।

শ্যামা নামের মহিমা অপার, কেনে মন!
মিছে ভ্রম বারে বার, রে মন! ॥
চঞ্চলরে মানসা মধু আশে, অভয় চরণ কর সার রে!
মন রে সুকৃতি বট, সদা শ্যামা নাম রট,
রে অনায়াসে নাশ ভব ভার।
কমলাকান্তের মন! মিছে ফেরে ফের কেন,
কালী বিনা কে আছে তোমার, রে ॥ (১৪)

সুরট মল্লার—তিওট।

সংসার জলনিধি অনিবার,
তরণী শ্যামাপদ কর সার রে, মন ॥
দুরিত ভবার্ণব পারাবারে, শ্রীগুরুদেব কর্ণধার, রে।
ভুলেছ কি ভ্রান্তিবশে, দিন গেল মিছে আশে,
মন! না চিন্তিলে হিত আপনার।
নিয়ত চঞ্চল তুমি, যন্ত্রণা ভাজন আমি,
অনুচিত তোমার বিচার ॥

মন রে! মিনতি রাখ, কালী কালী বলি ডাক,
মন! অনায়াসে হবে ভব পার।
কমলাকান্তের ইহকালে পরকালে,
কালী বিনা গতি নাহি আর রে॥ (১৫)

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

তুমি আর কেন কর বিষয় বাসনা রে।
মিছে কাজে গেল দিন, দিনে দিনে তনু ক্ষীণ,
দূর কর মনের বাসনা রে॥
চারিপাশে মায়াজাল, কেশাগ্র ধরিয়ে কাল,
ইহা তুমি জানিয়ে জান না।
কমলাকান্তের কাছে, এখন উপায় আছে,
কালী ভাব পূরিবে কামনা রে॥ (১৬)

সুরট-মল্লার—জলদ তেতালা।

কেমনে তরিব বল, ওদুটি চরণ বিনে।
ভয়ে চিত কম্পিত, বারে হের ত্রিনয়নে॥

আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
ভরসা করেছি তব কৃপাময়ী নাম শুনে॥
অপার বিষম ভবে, তোমা বিনা কে তারিবে,
কমল চকোর লোভে, শ্রীচরণ সুধাপানে॥ (১৭)

সুরট—জলদ্‌তেতালা।

মন! ভ্রম কেন মিছা, মায়াময় মধু আশে।
দেখনা! করুণাময়ী, সুধাংশু বরিষে॥
ত্যজিয়ে সঞ্চিত রত্ন, কাচ উপার্জ্জনে যত্ন,
একি ভ্রান্তি সুধা ভ্রম, কালান্তক বিষে॥
অতুল চরণারবিন্দ, তাহে কত মকরন্দ,
অন্ধসম না দেখ অলসে।
তুমি ত সুকৃতি বট, তবে কেন কর্ম্ম নট,
কালী রট কমলাকান্তের উদ্দেশে॥ (১৮)

ঝিঁঝিট—একতালা।

নয়ন! কি দেখরে বাহিরে, তুমি আগে দেখ আপনারে।
এখনি জুড়াবে তনু, প্রবিশ অন্তরে॥

তড়িত জড়িত ঘন, বরিষে আনন্দ ধন,
সতত ষোড়শী শশী অমিয় বিতরে।
সে রসে বিরস কেন, কর রে আমারে॥
রবি শশী এক ঠাঁই, দিবস রজনী নাই,
বিনাশে নিবিড় তম, নিবিড় তিমিরে॥
কমলাকান্তের আঁখি!
এমন দেখেছ কোথারে॥ (১৯)

মল্লার—একতালা।

দেখ না! সমর আলো করে কার কামিনী।
কেরে সজল জলদ জিনিয়ে কায়, দশন মধ্যে দামিনী॥
আলিয়ে চাচর চিকুর-পাশ,
সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু,
ঘন তনু ঘেরি কুমুদ বন্ধু,
অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী॥

একি অসম্ভব ভব পরাভব,

পদতলে শবসদৃশ নীরব,

কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজগামিনী॥ (২০)

ঝিঝিট—টিমাতেতালা।

ও নব রূপসী ঘনশ্যামা, মরি রে সকল গুণধামা,

নয়ন ভুলেছে মন বেন্ধেছে বামা কে রে॥

কে বলে উহারে কালো, ত্রিভুবন করেছে আলো,

আ মরি অকলঙ্ক ষোড়শী বামা॥

ক্ষণে ক্ষণে অনুমানি, সুচঞ্চল সৌদামিনী,

ক্ষণে নীল কাদম্বিনী, মহেশ উরসি॥

কমলাকান্তের মন, নিগমন শ্যামা রূপে,

ভুবনমোহিনী মুক্তকেশী বামা॥ (২১)

ঝিঝিট—টিমাতেতালা।

শ্যামা আমার কালো কে বলে, আর মন! কি বল।

ঘোর রূপে ঘোর তিমির নাশে,

কাম রিপু অমনি ভুলিল, রে॥

কালীরে অনন্ত রবি শশী তেজ,
আরে কোটি ইন্দু সমান শীতল।
কমলাকান্ত ওরূপ হেরিয়ে নাহি দেখে সমতুল, রে॥
(২২)

ঝিঁঝিট—ঢিমা তেতালা।

মন প্রাণধন সরবস।
আমার শ্যামা পরমা পরম শিবমোহিনী।
মম হৃদি সরোরুহে সতত নিবস, মা!
সুধাময় শ্যামাতনু, অজ্ঞান তিমির ভানু,
সে জন কেমন যার হৃদয়ে প্রকাশ।
ইন্দ্রাদি সম্পদ তাঁরে অতি উপহাস, গো॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র অজ, সেবি তব পদাম্বুজ,
যার যে বাঞ্ছিত লভে মন অভিলাষ।
কমলাকান্তেরে তার, তবে জানি যশ, গো॥ (২৩)

পরজ—জলদ্ তেতালা।

তারা বল কি হবে বিফলে দিন যায়, মা।
মন যে চঞ্চল অতি নিষেধ না মানে,
তবে আমি কি করি উপায়, গো॥

বিষয়ে আবৃত মন, ভ্রময়ে অকারণ,

সুত দারা ধন, আরাধিতে চায়।

কমলাকান্তের চিত, সদা উন্মত্ত,

শ্যামা! মা যদি রাখ রাঙ্গা পায়, গো॥ (২৪)

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

তোমা বিনা কে আছে আমার, শ্যামা!

মন দুঃখ কারে কব, কিসে প্রাণ জুড়াব, মা॥

বিষয় প্রমোদে, ক্রিয়া অনুরোধে,

উভয় সঙ্কট অতি ভার॥

প্রমত্ত অনিত্য কাজে, অলস চরণাম্বুজে,

কাম ক্রোধ লোভ মোহে, ভ্রমি অহঙ্কারে।

রিপু পরিবারে, দুরিত বিস্তারে,

তেঁই মন হলো দুরাচার॥

কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে,

মা! মোরে ভবার্ণবে করিবে নিস্তার।

অকরণ করণ শঙ্করী সব কারণ,

তেঁই পদ করিয়াছি সার॥ (২৫)

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

মা! আমি গো তোমারই অকৃতি তনয়,
আমার গুণাগুণ সম্বর হরসুন্দরি।
বঞ্চনা অধীন জনে উচিত না হয়, মা॥
মূঢ় জ্ঞানি অচেতন, আরাধিতে মম মন,
মা! অভয়া চরণে মন, কদাচ না রয়॥
কমলাকান্তের মনে, এই আশা নিশি দিনে,
মা হয়ে কি অকিঞ্চনে, না হবে সদয়॥ (২৬)

ঝিঝিট—একতালা।

এতদিনে জানিলাম দয়াময়ী কালী, গো।
কাতর দেখিয়ে দীনে দরশন দিলি, মা॥
এই মনে ছিল ভয়, আমি অতি দুরাশয়,
অধম দেখিয়ে জগতে রাখিলি, গো॥
কমলাকান্তের বাণী, হেন মনে অনুমানি,
বুঝি শ্রীনাথের কথা, সফল করিলি, মা॥ (২৭)

কালাংড়া—ঢিমা তেতালা।

শ্যামা রূপে নয়ন ভুলেছে।
অতি নিরুপম রূপ চিকণ কাল তেঁই॥
তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন,
হৃদয় মাঝারে রেখেছে॥
শশী ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী, এসেছে॥
হারাইয়ে নিজ মণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী,
রূপ নিরখিয়ে রয়েছে॥
হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু,
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।
ওরূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি,
কমলে প্রকাশ করেছে॥ (২৮)

কালাংড়া—ঢিমা তেতালা।

কেরে বামা! হর হৃদিপরে নগনা।
আনন্দে নাচিছে কত বাজিছে বাজনা॥

ভুবন আলো নীল চান্দে, মুক্তকেশ নাহি বান্ধে,
আপনার রঙ্গরসে, আপনি মগনা॥
কে কোথা দেখেছ ভাই, নয় রস এক ঠাঁই,
চঞ্চল কি ধীর কিছু জানা গেল না।
কালো কি উজ্জ্বল তনু, শশী কি নির্ম্মল ভানু,
ওরূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা॥
বিধু [illegible] হাসে, সদা সুধানন্দে ভাসে,
হেরিলে না রহে যম জনু যাতনা।
ওরূপ অন্তরে রাখি, হৃদয় মাঝারে দেখি,
কমলাকান্তের এই মনের বাসনা॥ (২৯)

কালাংড়—কাওয়ালি।

কালীজয় কালীজয় করাল বদনা জয়;
হেই মন! বদনে বলনা।
আমি সদাই তোমার বশে, ভ্রমিতেছি মিছা আশে,
একবার আমার মিনতি রাখনা, রে॥
দায়ামৃত ধন পেয়ে, মিছে উন্মত্ত হয়ে,
আপনি আপনায় চেন না, রে।

বিনি মাহিনার চাকর হয়ে, ভূতের বোঝা মর বয়ে,
এখন চেতন হলো না॥
সংসার পাপের শেষ, সুখের নাহিক লেশ,
তুমি তা জানিয়ে জান না।
কমলাকান্তের গতি, কঠিন হইল অতি,
কেন কর এত বঞ্চনা, রে॥ (৩০)

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

বঞ্চনাতে তোর, আমরি, বাজি হইল ভোর রে মন!
কালীপদ সুধারসে, না হলি চকোর।
হইয়াছ দশের রাজা, দমনে না রাখ প্রজা,
একি অবিচার দেখি সাধুরে বান্ধে চোর।
কত বা বুঝাব তোরে, আমার কেহ না করে,
ভাবিয়ে করেছি সার নামের ডঙ্কা জোর।
কমলাকান্তের মন, তুমি মিছা ফেরে ফের কেন,
ঘরে থাক মারে ডাক মিনতি রাখ মোর॥ (৩১)

জঙ্গলা ঝিঝিট—একতালা।

নিশি জাগিয়ে পোহাও, জননীর গুণ গেয়ে।
কি সুখ চৈতন্য দেহে, অচৈতন্য হইয়ে, রে॥
নিদ্রায় কি আছে ফল, মহানিদ্রা নিকট হইল,
মন! তখনি মনের সাধ, পূরাবে ঘুমায়ে, রে॥
যদি না ঘুমালে নয়, যোগ নিদ্রা উচিত হয়,
[illegible]রূপ স্বপনে দেখ, নয়ন মুদিয়ে॥
কমলাকান্তের চিত, মিছা সুখে অনুগত,
মন! সকল সুখের সুধানিধি,
গিরিরাজের মেয়ে, রে॥ (৩২)

কালাংড়া—একতালা।

ওরে কিছু পথের সম্বল কর ভাই।
ঐহিকের যত সুখ হলো হলো নাই নাই॥
ক্রোশেক দুই ক্রোশ যেতে, গেঁঠে বেন্ধে লও খেতে,
এ বড় দুর্গম পথে, মাথা কুড়্লে পেতে নাই॥
বাণিজ্য ব্যবসায় এসে, মূলে টানাটানি শেষে,
এখন উপায় বল, কল্পতরু মূলে যাই।

কমলাকান্তের মন! তথা আছে মহাধন,
সকল আশায় দিয়ে ছাই,
দৃঢ় করে ধর তাই॥ (৩৩)

মুলতান—একতালা।

আমার অসময় কে আছে করুণাময়ি!
ও পদে বিপদ নাশে, নিতান্ত ভরসা ওই॥
কখন কখন মনে করি, ধন পরিজন;
কোথা রব কোথা রবে, সে ভাব থাকয়ে কৈ॥
মজিয়ে বিষয় বিষে, দিন গেল রিপু বশে,
আপনারি ক্রিয়া দোষে, অশেষ যন্ত্রণা সই॥
সুকৃতি যে জন, সে সাধনে পাবে শ্রীচরণ,
অকৃতি অধম প্রতি, কি গতি তারিণী বই।
কমলাকান্তের আশ, হইতে চায় মা! তব দাস,
কেন হবে মন বশ, আমি ত তাদৃশ নই॥ (৩৪)

ললিত যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

শ্যামা যদি হের নয়নে একবার, গো।
ইথে বল ক্ষতি কি তোমার ॥
জননী হইয়ে, এত যন্ত্রণা দেখিয়ে,
দয়া না করিলে এ কোন বিচার ॥
আগম নিগমে শুনি, পতিত পাবনী তুমি,
আমি যে পতিত দুরাচার।
অধমতারণ যশ, যদি মনে অভিলাষ,
কমলাকান্তেরে কর পার, গো ॥ (৩৫)

খাম্বাজ—একতালা।

উমে! ত্রাণ দে'মা শিবে! ত্রাণ দে।
তৃষিত চাতকী, যেমত নিরখি,
নবঘন তব চরণ গো ॥
আমি দুরাচারী, শরণ তোমারি,
নিস্তার এ ঘোর ভবে।
তুমি জননি, জনম হারিণী,
সৃষ্টি স্থিতি সংহারিণী;

হে কঙ্কালে, শশধর ভালে,
গিরিজা ভবানী ভবে॥
জয় প্রচণ্ডা, শমন দলনী,
কমলাকান্ত কৃতান্ত ভয়ে।
ত্রাহি মহেশি, বিগলিত কেশি,
তরি ভবরাণি তবে॥ (৩৬)

ললিত—একতালা।

এত চঞ্চল হইয়াছ তারা! কি কারণে বল মা।
শ্মশানে মসানে ফের মা! সেখানে কি ফল, গো॥
তারা মোর নয়নের তারা, ক্ষণে ক্ষণে হই হারা,
ক্ষেপা মেয়ে হৃদয় মন্দিরে বসি খেল, গো॥
না বুঝি কারণ, বাস না সম্বর কেন,
তোমার তিলেক অবসর নাই
মা! বান্ধিতে কুন্তল গো!॥
কমলাকান্তের এই, কথা রাখ কৃপাময়ি!
তোমার গুণে বান্ধা নির্গুণ
পালঙ্কে বসি দোল, গো!॥ (৩৭)

ললিত যোগিয়া—জলদ তেতালা।

শ্যামা মা! নয়নে নিবস আমার, গো!।
লোকে জানে অঞ্জন রেখা,
নবঘন ওরূপ তোমার গো! ॥
ত্যজ গো চঞ্চল বেশ, নিবস নয়ন দেশ,
অচঞ্চল হইয়ে একবার।
কমলাকান্তের আশা পূরয় শঙ্করি,
তবে জানি মহিমা তোমার, গো। ॥ (৩৮)

ললিত—একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মারে বল কালো ॥
যদি কালো বটে, তবে কেন ভুবন করে আলো ॥
মা মোর কখন শ্বেত কখন পীত,
কখন নীল লোহিত রে!
আমি জানিতে না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেলো ॥

মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ,
কখন শূন্য মহাকাশ রে,
আরে কমলাকান্ত ওভাব ভাবিয়ে,
সহজে পাগল হলো ॥ (৩৯)

বেহাগ—একতালা।

চরণ দুটি তোর, গো শ্যামা।
তারণ কারণ কলি ঘোর।
দশনখ চন্দ্র নিরখি পরম সুখী,
মানস মম চকোর॥
অশরণ শরণ, ভকত মনোরঞ্জন,
মদন দহন মনচোর।
কমলাকান্ত নিতান্ত তমস,
হৃদি কমল নির্ম্মল কর মোর, গো! ॥ (৪০)

মুলতান—জলদ তেতালা।

কেহ না সম্ভাষে দাসে, অকৃতি বলিয়ে হাসে।
মা! এমন বন্ধন কেন কলি মায়া পাশে॥

ধনলোভী পরিজন, সদা লই গঞ্জন,
তত্ত্ব চিন্তা পরানন্দ
নাশে অনায়াসে।
সতত কুজন সঙ্গ, মন মতি হয় ভঙ্গ,
কমলাকান্তের প্রাণী কাঁপে সদা এই ত্রাসে॥ (৪১)

বেহাগ—জলদ তেতালা।

কালি! আজু নীল কুঞ্জ,
তেজঃপুঞ্জ লতা শোণিত নূতন মুঞ্জরী।
কিঙ্কিণী কলরব, মধুকর গুঞ্জরে,
কোকিল বচন সুমাধুরী॥
মুকুট শিখণ্ডী, শ্রবণ বিহঙ্গী,
নাভি সরোরুহি পুণ্ডরী॥
লোচন খঞ্জন, শ্রীবদন ভ্রমরী,
পিয়ে মকরন্দ কাদম্বরী॥
চরণ তমাল বালদ্বয় নূপুর,
শিব বঞ্জতাচল তদুপরি।

কমলাকান্ত দেখরে পরমাদ্ভুত,
শঙ্কর উর’পরে শঙ্করী ॥ (৪২)

খট—একতালা।

তারা-চরণ কর সার, রে মানসা!
বিষয় বিরলে ত্যজ, কেন মজ মিছা ভ্রমে ॥
এসেছ অসার ভবে, কেন মর মিছা লোভে,
ভেবে দেখ তুমি কার, কে আছে তোমার ॥
এ ধন যৌবন পরিজন কি তোর সঙ্গে যাবে,
এমন রতন কায়া কোথা রব কোথা রবে।
কমলাকান্তেরে যদি এ সঙ্কটে নিস্তারিবে।
এখন যতনে রাখ বচন আমার রে! ॥ (৪৩)

মালকোষ—জলদ তেতালা।

আগো শ্যামা গো! আপনি হয়েছ দিগম্বরী শ্যামা,
দিগম্বর হরোপরে, মা ॥
এ কেমন পাগলীর বেশ, আলায়ে পড়েছে কেশ,
কর্ত্তে নাচ লম্বিত চিকুরে, গো আগো মা ॥

বুঝিলাম ব্যবহার, যত দেখি পরিবার,
উন্মত্ত হইয়ে নাচে, বাস না সম্বরে।
কমলেরে এই বিধি, নিকটে রাখিবে যদি,
তবে দিগম্বর কর মোরে, গো! ॥ (৪৪)

বসন্ত—খাম্বাজ।

ভৈরবী ভৈরব জয় কালী কালী
বলি নাচত সমর সুধীর।
সমর তরঙ্গ বিরাজয়ি শঙ্করী, সুখদ বসন্ত সমীর ॥
যেই ব্রহ্ম ভুমিপতি ব্রহ্মবধূগণ
দেয়ত শ্রীঅঙ্গে আবীর।
সেই তনু শ্যামারূপা যোগিনী সঙ্গে,
খেলত রঙ্গ রুধির ॥
বিপরীত রঙ্গে, শ্রমজল অঙ্গে,
সুধাময় সিন্ধু গভীর।
তরুণ বয়সি তরুণশিব তরিপর
পুলকিত শ্যামা শরীর ॥

ক্ষিতি তল চুম্বিত কেশ দিগম্বরী,
ভূষণ নর কর শির।
কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি,
বরিষয়ে আনন্দ নীর॥ (৪৫)

কানেড়া বাগেশ্রী—একতালা।

দয়াময়ি করুণাময়ি দীনে তার, গো কালি!
এ তনু জীর্ণাতরি স্ববশ নয়,
ভব তরঙ্গ অনিবার, গো॥
সাজাইয়াছি পাপের ভরা, গমনে হইয়াছি ত্বরা,
বিদিত চরণে, যত বাণিজ্য আমার।
কমলাকান্তের গতি ঐ তারা নাম,
ভরসা ভবার্ণবে ভব কর্ণধার গো॥ (৪৬)

অহং খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

অভয়ে দেহি শরণং করুণাময়ি কাতরে,
অনুগত জন প্রতিপালিনি, গো।

ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে,
ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনি ! গো !
ত্রিভুবন সৃজন পালন লয় কারিণি,
শ্রুতি স্মৃতি গতি দায়িনি, গো মা।
কমলাকান্ত প্রমোদ প্রদায়িনি,
চন্দ্রচূড় হৃদি চারিণি, গো॥ (৪৭)

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

শঙ্করি শিবে শ্যামে ভীমে উমে ভবানি
বরদে সারদে আশুতোষ হররাণি॥
দুঃখ হর ভয় হর, রিপু হর স্মর হর,
মনোমোহিনি।
চরাচর নাগ নর সুর পালিনি,
ভবে অম্বিকে, অনুগত সুত বিহিত কারিণি॥
মৃত্যুঞ্জয় হৃদয় চারিণি, শরণাগত কলুষ নাশিনি,
কমলাকান্ত হৃদি বিহারিণি॥ (৪৮)

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

মানব দেহ পেয়েছিলাম ভবে,
তোমার এ তনু তোমারে সঁপিলাম।
যা কর জননি আমি অবসর হইলাম॥
অনিত্য সংসার সুখ, তাহে হইলাম বৈমুখ,
মান অপমান দুখ, দূরে তেয়াগিলাম॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,
ভাবিয়া চরণাম্বুজে শরণ লইলাম॥ (৪৯)

মুলতান—জলদ তেতালা।

মা! তব চরণাম্বুজ হেরিয়ে জীবন আছে।
নতুবা যাতনা যত, ইথে কি মানব বাঁচে॥
জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন, বিরত থাকিতে প্রাণ,
অকৃতি বলিয়ে তারা, করতালি দিয়া নাচে॥
কমলাকান্তের আর, কে আছে ভুবন মাঝে,
আপনার বলিয়ে আমি,
যাব গো মা! কার কাছে॥ (৫০)

খাম্বাজ—একতালা।

তারিণী আমার কেমন,
কে জানে তাঁরে, যেমন তারা তেমনি ভাল।
দুটী অভয় চরণ, ভাব ওরে মন!
অনুমানে তার কি কাজ বল॥

প্রকৃতি পুরুষ অথবা শূন্য,
সেই সে সকলি সকলে ভিন্ন,
ধন্য ধন্য কে জানে অন্য,
ভব যাঁরে ভেবে পাগল হলো॥

নীল পীত শ্বেত লোহিত বর্ণ,
কিরূপ কি গুণ কে জানে মর্ম্ম;
সে সহজে প্রবীণা, অতি সুনবীনা,
স্বভাব নির্ম্মল কথায় কালো॥

যেরূপে যে জনা করয়ে ভাবনা,
সেইরূপে তার পূরয়ে কামনা;
দ্বৈতভাব ত্যজ, নিত্যানন্দে মজ,
অনিত্য ভাবনায় কি আর ফল॥

কমলাকান্ত কি ভাবনা আর,
পেয়েছ যে ধন হেলে হবে পার,
ওপদে বঞ্চিত যে জনা তার,
একুল ওকুল দুকুল গেল ॥ (৫১)

খট্—জলদ তেতালা।

যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে।
সকলই সফল যদি না ভুলি তোমারে ॥
জনম করম দুঃখ, সুখ করি মানি,
জলদ বরণী যদি নিরখি অন্তরে, শ্যামা ॥
বিভূতি ভূষণ কি রতন মণি কাঞ্চন,
তরুতলে বাস কি রাজ সিংহাসন;
কমলাকান্ত উভয় সম সাধন, জননি!
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে, গো মা ॥ (৫২)

অহং মুলতান—একতালা।

কালীর ইচ্ছা যেমন, রে মন! বৃথা কর বাসনা।
মন! তুমি কি করিবে, কোথা পাবে,
কালী না পূরালে কামনা ॥

জন্মান্তর ক্রিয়া অনুচর, জীবের যে কিছু যন্ত্রণা।
তুমি এই কর মন! ভাব শ্রীচরণ,
মহতের এই মন্ত্রণা॥
তুমি যে ভেবেছ দেহ অভিমান,
এ সকলই তাঁরই বঞ্চনা।
সেই সে কর্ত্রী ধাত্রী হর্ত্রী,
আর যত সে বিড়ম্বনা॥
কমলাকান্ত মান অপমান, দূরে ত্যজ গুরু গঞ্জনা।
তুমি ভাব ভব গৃহিণী, ভবানী,
না রবে ভবে ভাবনা॥ (৫৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।
কালী বলে ডাক রে মন!
আর ভার তোমায় দিব না।
তুমি এই কর মন! কথা রাখো,
ঘরের বাহির হইও নাকো॥
ঘরে আছে ছজন কুজন,
তাদের সঙ্গী হইও না মন!

কেবল রসনা রঙ্গিয়া বটে,
যত্নে তায় স্ববশে রাখো॥
ভবের যাতনা যত, তনু আছে তায় অনুগত,
দুঃখ জানে এদেহ জানে, তুমিতো আনন্দে থাকো॥
কমলাকান্তের হৃদি, কমলে অমূল্য নিধি,
আমি আপন বলে তোমায় দিলাম,
জ্ঞান-চক্ষু খুলে দ্যাখো॥ (৫৪)

কাফি—ঢিমাতেতালা।

শিখেছো যতনে যত চাতুরী,
মন! হয়েছ আপনি, রিপু আপনার॥
ধরেছ ভকত বেশ, না দেখি ভকতি লেশ,
কদাচ কপট রীত, গেল না তোমার॥
ওরে মন দুরাচার! তুমি হ'লে কর্ণধার,
ডুবাইতে তরণী আমার।
কমলাকান্তের প্রতি, কঠিন হয়েছ অতি,
না মজিলে সুধাময় চরণে শ্যামার, রে॥ (৫৫)

লুম ঝিঁঝিট—একতালা।

দীন, গো জননি! অতি দীন, ওমা!
আমি অতি ভজন বিহীন॥
অসিত সময় শশী, দিনে দিনে যাদৃশী,
তাদৃশী হতেছি মলিন॥
পুরাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল ভাজন,
ক্ষণে ক্ষণে পরমায়ু ক্ষীণ।
কমলাকান্ত ভরসা ভবমোচিনী, মা!
নাম শুনে হয়েছি অধীন॥ (৫৬)

অহং মুলতান—কাওয়ালী।

করুণাময়ি! দীন অকিঞ্চনে, বারেক হের মা॥
সদা মগনা সুধানন্দে কালী,
তনয় ত্রাসিত ভব বন্ধনে॥
আমি যে শুনেছি তুমি পতিত পাবনী, মা!
দয়াময়ী দীন তারণে।
কমলাকান্ত ক্রিয়া হীন পতিতে,
ত্রাহি কৃপা অবলম্বনে॥ (৫৭)

সিন্ধু কাফি—একতালা।

মনের বাসনা কত আর, কে জানে।
মন পেয়েছে মনের মত অভয় চরণ হেরিয়ে গো॥
ঐহিকের যত সুখ, তৃণ করি মানে॥
ব্রতাদি নিয়ম যত, তাহে নহে অনুগত,
কদাচ না হলো রত তীর্থ গমনে।
কমলাকান্তের মন, এত উন্মত্ত কেন,
চরণ কমল মধুপানে॥ (৫৮)

সিন্ধু কাফি—ঢিমাতেতালা।

ভ্রময়ে মন, তারা! তোমারই বশে।
এই দেহ যন্ত্র তুমি যন্ত্রী,
তব গুণে বাঁধা গুণময়ি, হে মা!
আমি দোষী হই কি দোষে॥
দুর্গম নহে অতি সুধাশ্রয় দুর্গানাম,
তাহে কেন তনু অলসে, মা!
দুর্জ্জয় বিষয় কঠিন, কমলাকান্তের মূঢ় মানসা,
সদা লোভী সেই বিষে॥ (৫৯)

সিন্ধু কাফি—ঢিমাতেতালা।

তারা! বল, কি অপরাধে, অঘ অনুরোধে,
বঞ্চনা করিলে আমায়॥
এ ছার মানব জাতি, সতত চঞ্চলমতি,
তায় ক্রোধ কেমনে জুয়ায়॥
শ্রুতি স্মৃতি পরিহরি, যা মানস তাই করি,
ভরসা দিয়াছি তব দায়।
কমলাকান্তের আর কে আছে ভুবন মাঝে, মা!
এ তনু সঁপেছি রাঙ্গাপায়॥ (৬০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

সদানন্দময়ি কালি!
মহাকালের মনমোহিনী, গো মা!
তুমি আপন্ সুখে আপনি নাচ,
আপনি দেও মা করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশী ভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা!
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।

সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি,
তুমি যেমন্ রাখ তেমনি থাকি,
যেমন্ বলাও তেমনি বলি ॥
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্ব্বনাশি, ধ'রে অসি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটই খেলি ॥ (৬১)

কালাংড়া—ঢিমাতেতালা।

আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দ্যাখ, আমি দেখি,
আর যেন ভাই কেউ না দেখে ॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সেও যেন মা বলে ডাকে ॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে ॥
কমলাকান্তের মন, ভাই—
আমার এক নিবেদন, দরিদ্র পাইলে ধন,
সেও কি অযত্নেরে রাখে ॥ (৬২)

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

কালি! তুমি কামরূপা, কেমনে রহে ধ্যান
আমি কোন কীট মানুষ, মানসে কত জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র পুরাণাদি, কি করিছে সাংখ্যবাদী,
যার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের অসাধ্য অনুমান।
যদি নির্ব্বাণ উত্তম বটে,
তবে অণিমাদি কিসে খাটে,
ইথে বিদ্যা কি অবিদ্যা বটে, কে জানে সন্ধান।
কমলাকান্তের চিত্ত, অনুভবে এক সত্য,
যার যে শ্রীনাথ দত্ত,
সে তত্ত্ব প্রধান, মা! ॥ (৬৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

যন্ত্রণা কত সব, আর গো বল মোরে, মা!
ভবে প্রজ্বলিত, পতঙ্গের মত,
বারে বারে পড়ি বিষয় ঘোরে॥
গমনাগমন করি অকারণ,
অভয় চরণ না ভাবি কখন;

অমৃত ত্যজিয়ে, গরল ভুঞ্জিয়ে,
মৃতপ্রায় ভাসি ভবের নীরে॥
মহামায়া যুক্ত মানব দেহ,
মৃতকায়া হেরি করয়ে স্নেহ।
অসার আপনি না ভাবয়ে প্রাণী,
বিপদে ভাবনা করে অন্তরে॥
নিতান্ত পতিত কমলাকান্ত;
নিবেদন করে চরণোপান্ত।
আমার মন অশান্ত বিষয় ভ্রান্ত,
হেরি কৃতান্ত ভয় না করে॥ (৬৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তেঁই শ্যামারূপ ভালবাসি,
কালি জগমন্ মোহিনী এলোকেশি।
তোমায় সবাই বলে কালো কালি,
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥
বিষম বিষয়ানলে মা! দহে তনু দিবা নিশি।

যখন শ্যামার রূপ অন্তরে জাগে,
আনন্দ সাগরে ভাসি॥
মনের তিমির খণ্ড করে, মায়ের ক
মায়ের বদন শশী, মধুর হাসি
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি॥
কমলাকান্তের মন, নহে অন্য অভিলাষি।
আমার শ্যামা মায়ের যুগল পদে,
গয়া গঙ্গা বারাণসী॥ (৬৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আর কিছু নাই শ্যামা তোমার,
কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি,
অতেব হইলাম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই,
ঘর বাড়ী ওড়্ গাঁয়ের ডাঙ্গা।

নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দ্যাখো,
নইলে জপ্ করি যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা ॥
কান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা ॥ (৬৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তোমার গলে জবা ফুলের মালা,
কে দিয়াছে তোমার গলে।
সমর পথে, নেচে যেতে,
রয়ে রয়ে রয়ে দুলে ॥
রণতরঙ্গ প্রথম সঙ্গ, চিকুর আলায়ে উলঙ্গ,
কি কারণে লাজ ভঙ্গ, শিব তব পদতলে ॥
অভয় বরদ সব্য হস্ত, বাম করে শিরসি অস্ত্র,
দেখে সুরগণ হয়ে ব্যস্ত, রক্ষ রক্ষ রক্ষ বলে ॥
মুকুট গগনে ঘোর বরণ, খল খল হাসি তিমির হরণ,
কমলাকান্ত সতত মগন, শ্রীচরণ কমলে ॥ (৬৭)

র—একতালা।

চিন্তা সদা,
মার নিকটে।
খ যাক্ জেনেছি,
ন্ ললাটে॥
ণ করি মা!
কর্ম্ম বটে॥
গ যদি দয়া কর,
ামটী রটে॥
হলে মা!
ছোটে।
হলে মা!
টে॥
টা,
।
তবে কেন,
(৬৮)

রামপ্রসাদী সুর-

জানিগো! দারুণ শমনে,
তারে দিয়াছ বিষয়
তোমার দে ই
হে মা! আমি জা
বিশেষে কর্ম্মফল
তোমার যা হয় উচিত
। ৮১৮৮ আপন সম্মুখে
দোষে
অন্যথা কে
সে তোম
দীনের
হুজুরে
নাহি য
যেন,
স্বপনে

খাম্বাজ—ঠুংরি ॥

আচার বিচার নিত্য নয়।
সে সাধকের দার্ঢ্য ভাব, সে সত্য ময় ॥
দেখ এক বস্তু নানামত, সে পঞ্চ তত্ত্বে অনুগত,
যাহাতে উপজে পুনঃ, তাহাতেই প্রলয় ॥
ধ্যান স্থির যে জনার, সেই ব্যক্তি সদাচার,
সে ব্রহ্মরূপ ভাবিয়ে, আনে ব্রহ্মময়।
কমলাকান্তের চিত, তটেতে তরণী পাত,
নানা দেশ ভ্রমণ, কেবল দুঃখ চয় ॥ (৭০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা ॥

মন! চল শ্যামা মার নিকটে,
মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা,
সে খানে সকলই ঘটে ॥
অন্ন পুণ্য ভরা, গ.. পশরা,
এনেছ ভবের হাটে।

যা কর উপায়, পাঁচে মেলি খায়,
কলঙ্ক তোমারই রটে॥
কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে,
রাজত্ব করবে পাঠে।
আছে একজনা, লইতে পাওনা,
জমি যে বিকাবে লাটে॥
কমলাকান্ত কি ভাবনা ভাব দাঁড়ায়ে নদীর তটে;
দেখ দুকূল পাথার, নাজান সাঁতার,
তরণী নাই যে ঘাটে॥ (৭১)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তুমি মিছা ভ্রমণ করো নারে, মন-তুরঙ্গ! পথে চ[illegible]
তুমি সুকৃতি সুমন্ত্রী বট, কুমন্ত্রণায় কেন ভোল॥
তুমি যে শুনেছ ভাই, ভোগ মোক্ষ এক ঠাঁই,
[illegible] হলো না ফল পাবে কি,
সে সব আশা শিকায় তোল॥

পথে না দেখ দিঠে, বিপক্ষ চ ছে পিঠে,

তোমার রথ সে সারথি হারা,

কি সঙ্কট ঘটাবে বল॥

লাকান্তের মন, তুমি পরের বশে মর কেন,

কালীনাম ব্রহ্ম তীক্ষ্ণ অস্ত্রে,

মায়ার লাগাম কেটে ফেল॥ (৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন! ভ্রমে ভুলেছো কেনে,

তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।

শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব, দার্ঢ্য কর সেই চরণে॥

যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে।

তোমার দ্বৈত ভাবে দিবস গ্যালো,

চিদানন্দ রয় কেমনে॥

তন্ত্র তন্ত্র করি মোলে, কি পেলে ছয় দরশনে।

তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান, মহাবিদ্যা আরা

কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব, অনুমানে কে

যার আদি অন্ত মধ্য নাই,

সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে॥ (৭৩)

নট বেলোয়াল—ঢিমা তেতালা।

আমার মন! ভুল না,
মন ভুল না লোকেরই কথায়।
ওরে! অনিত্য সংসার,
নিত্যভাব শ্যামা মায়॥
কে বলে মা নিদ্রা গেছে,
নিদ্রার কি নিদ্রা আছে;
যে নিজে অচৈতন্য,
অচৈতন্য ভাবে তাঁয়॥
যুগাচারী যে জন হয়,
তার কাছে কি কলির ভয়;
সত্য আদি চারি যুগ, বান্ধা রাঙ্গা পায়॥
কমলাকান্তের মন! ত্যজ অন্য আলাপন;
তুমি আপন সুখে আপনি মজ,
কারে কে সুধায়॥ (৭৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

পরের কথায় আর কি ভুলি।
কত ভ্রমিয়া দেশ, পেয়েছি শেষ,
যা কর দক্ষিণা কালি॥

যত ইতি নাম, আদি শিব রাম,
সকলের কর্ত্তা মুণ্ডমালী।
মায়ের চরণ কমল, অতি নিরমল,
মন! গিয়ে তায় হওনা অলি॥

কালীনাম সুধাপান কর রে মন!
নাচ গাও দিয়া করতালি।
নীল শশধর করেছে আলো,
মহানিশি প্রায় হয়েছে কলি॥

ত্যজিয়ে বসন, বিভূতি ভূষণ,
মাথায় লও কালীনামের ডালি।
কমল বলে দেখ্ দেখি মন,
কত সুখে সুখী হলি॥ (৭৫)

সিন্ধুকাফি—ঢিমা তেতালা।

আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন! কারু ঘরে।
যা চাবে এই খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশ মণি, যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়ো নারে।
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে,
শীতল হও না মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে।
ওরে! বাজিকরে চিন্‌লে না সে,
তো র ঘটে বিরাজ করে॥ (৭৬)

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে,
শ্যামা মারে পাবে।
এ ছেলের হাতের লাড়ু নয়,
যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥

ন পবনের নৌকা দুর্গা বোলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, [illegible] হলে ॥ ৯৮
মহামন্ত্র কর হাল, [illegible] ;
সুজন কুজন আছে যারা, তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে ॥
কমলাকান্তের নেয়ে, নঙ্গর তোল দুর্গা কোয়ে ;
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে ॥ (৭৯)

---

৯৬ পুরবি—একতালা। ৯৬

মন্ গরিবের কি দোষ আছে।
তারে কেন নিন্দা কর মিছে ॥
বাজিকরের মেয়ে তারে,
যেমন নাচায় তেম্নি নাচে ॥
শুনেছ দীনদয়াময়ী,
লোকে বলে বেদে আছে।

আপনাকে যে আপনি ভোলে,
পরের বেদন কি তার কাছে ॥
আপ্‌নি যেমন শঠের মেয়ে,
তেম্নি সঙ্গ ভাল মিলেছে।
সে লেংটো থাকে, ভস্ম মাখে,
লোকে ভাল বলে পাছে ॥
তবে যে কমলাকান্ত, ও চরণে প্রাণ সঁপেছে।
তাতে ভিন্ন, নাহি অন্য,
নৈলে কেন সার করেছে ॥ (৮০)

বিভাস—একতালা।

এছার দেহের কি ভরসা ভাই!
আরে মন! তোরে আমি সুধাই তাই।
তুমি কি বুঝিতে পার,
এ কথন আছে কথন নাই ॥
তোমায় আমায় ঐক্য হোয়ে, রসনারে সঙ্গে লয়ে।
দেহ যদিন আছে তদিন রোয়ে,
সুখে শ্যামার গুণ গাই ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা পাখি, তারা কেবল মাত্র আছে সাক্ষি।
এসো কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
কল্পতরুর মূলে যাই ॥
কমলাকান্তের ভাষা, মন! পূর্ণ কর আমার আশা।
এসো বিশ্বময়ীর নাম লৈয়ে,
বিশ্বনাথের বিষয় পাই ॥ (৮১)

স্বরট মল্লার—একতালা।

সুখের বাসনা কর আর কদিন।
ত্যজি অন্য বোল, কালী কালী বল,
মানব জনম যদিন ॥
পাবে ব্রহ্মপদ, অক্ষয় সম্পদ,
স্বচ্ছন্দ করিবে এ দীন।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, যা হইতে হয়,
সে হবে তোমার অধীন ॥
যখন যেমন, বিধির লিখন,
সেইরূপে যাবে সেদিন।

ভাবিলে বিষাদ, ঘটিবে প্রমাদ,
কালী না বলিবে যেদিন ॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত,
ভুলেছ নমাস নদিন।
বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি,
যাতনা সবে কত দিন ॥ (৮২)

মুলতান—ঢিমাতেতালা।

কি হইল মোর অন্তরে কালো কামিনী;
আমারে বুঝাও ওরে মন!
তুমিও যে ভুলেছ হেরিয়ে ভামিনী ॥
না ভাবিতে আপনি ভাবিত কর,
হৃদি মাঝে নিবস, দিবস যামিনী ॥
ঐ বামা শম্ভু সাধন করে,
অথচ শম্ভু হৃদে পদ ধরে;
ভ্রময়ে উলঙ্গ গলিত চিকুরে,
তথাপি ত্রিভুবন মন প্রমোহিনী ॥

ঐ মেয়ে ভুবন পালন করে,
অথচ প্রলয়ে পঞ্চম হরে ;
কমলাকান্ত মানস বিহরে,
কুলপথ ধ্যান মানসে মণি ॥ (৮৩)

টোড়ি—কাওয়ালী।

তবে কেন হইল মানব দেহ,
গুরু চরণে মতি হইল না।
যে কারণে এই তনু ধন্য,
কেন সে পথে আমার মন গেলো না ॥
আমার ধন, আমার পরিজন,
আমার সুত দারা ;
এই কোরে হইলাম পথহারা,
সারাৎসারা পরাৎপরা, তারা নাম লইলে না।
কমলাকান্ত হইলে নিতান্ত উন্মত্ত,
কুপথ ভ্রমণে ক্ষমা দিলে না,
সুপথ মনেরে শিখাইলে না ॥ (৮৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

শ্যামা! ভাল ভেবেছো মনে।
যে ওপদে আশ্রয় লয়,
তারে বিষয় বিষে রাখ্‌বে কেনে॥
কিঞ্চিত করুণাময়ি,
কালি যদি চাও নয়নে।
তবে নিরানন্দ দূরে যায় মা!
সদানন্দ সুধাপানে॥
বিষয় পথের পথি যারা,
সে চল্‌বে কেন তাদের সনে।
সে একাকী বিরলে বসে,
হেসে হেসে চায় যাত্রিগণে॥
কমলাকান্তের এই, নিবেদন মা! শ্রীচরণে।
আমার একুল গেল ওকুল রাখ,
সকুল হও নাথের বচনে॥ (৮৫)

আলেয়া—জলদ্ তেতালা।

শঙ্কর মনমোহিনী তারা ত্রাণ কারিণী,
ত্রিভুবন অঘ বিদারিণী, ভব জননী।
ভবানী ভয়ঙ্করী, ভীমে বাণী ভয়হারিণী তারিণী ॥
অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
অসিতা অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী।
বৃন্দাবন রস রসিক বিলাসিনী।
ব্যাস ভাষ খলু রাস প্রকাশিনী,
কমলাকান্ত হৃদি কমলে,
তিমির হর বরজ রমণী ॥ (৮৬)

জোয়ান্ পুরীয়া টোড়ী—আড়া চৌতাল।

তুমি যে আমার, নয়নের নয়ন,
মনেরি মন, প্রাণেরি প্রাণ, শ্যামা!
এ দেহের দেহী, জীবনের জীবন ॥
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ পর ধাম প্রাপ্তি গতি,
অগতির কারণেরি কারণ।

আ

চম

ন

আপনার র

নর-কর শিরো

ভূত প্রেত দানা

কমলাকান্তেরে কেন, পা

রামপ্রসাদী সু

যেমন কলি

কালীনামের জোর

(৯)

কালি।

মা! ॥

ব চরণারাধনে ॥

নয়ত,

হিত সাধনে।

হত বিষয়ালম্বনে, ওমা! ॥

অলসান্বিত,

মণে।

কৃপাবলোকনে ॥ (৯০)

মুলতান—জলদ তেতালা।

ভবে কত না দিয়াছি ভার, আসিয়া এবার।
এখন কামনা দুটি চরণ তোমার॥
আসি আশা হলো আশা, আশায় আশ নৈরাশ্য,
আমার আসার আশা, আশা মাত্র সার॥
বেদাগম অসম্মত, কুকর্ম্ম করেছি কত,
অপরাধ শত শত ক্ষম মা! আমার।
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি!
এইবার করুণা করি, ভবে কর পার॥ (৯১)

মুলতান—একতালা।

আরে ও শুন! ভব ভবানী ভাবনা গেল দূর।
তোমার অভয় চরণারবিন্দে, ভরসা প্রচুর॥
উঠেছিল বিষয় তরু, মা! ভাঙ্গিলে অঙ্কুর।
এখন নিতান্ত ভরসা হলো, চিন্তামণি পুর॥
কালী নামামৃত ফল, মা! শীতল মধুর।
আমায় কয়ে দিলে এ মন্ত্রণা, মাথার ঠাকুর॥

এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার,
ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥ (৯৩)

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা! ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন বলে সদাই দোলে,
প্রাণ কাঁপে মা! থাকতে গাছে॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা,
ছটা আগুন বিগুণ আছে।
কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটী উপায় আ
জন্মজরা [illegible]

এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার,

ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥ (৯৩) *

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা! ভাঙ্গে পাছে।

তরু পবন বলে সদাই দোলে,

প্রাণ কাঁপে মা! থাক্‌তে গাছে॥

বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা এই তরুতে।

তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা,

ছটা আগুন বিগুণ আছে।

কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটী উপায় [illegible]

জন্মজরা [illegible]

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কেন আর অকারণ, কিসের চিন্তা কর মন!
তুমি সাধিলে সাধিতে পার, শিবের সাধের ধন॥
এসো না বিরলে বসি, ভাবি শ্যামা মুক্তকেশী,
গয়া গঙ্গা বারাণসী, মায়ের শ্রীচরণ॥
ভাবিলে ভবানী ভবে, ভবের ভাবনা যাবে,
তোর পাপপুণ্য কোথা রবে, শমনের দমন॥
কমলাকান্তের আশা, নাম ব্রহ্ম কর্ম্ম নাশা,
সেতো কঠিন নয়, কেবল মুখের ভাষা,
সুসাধ্য সাধন॥ (৯৫)

যোগিয়া—একতালা।

...র তরণী।

সুবাতাসে যদি ভাসে, তরি না চলে উজানে।
তাহে বাদাম খাটায়ে দেরে, কুল কুণ্ডলিনী॥
কমলাকান্তের তরি, রে মন! তরিবে আপনি।
ওরে ভয় কোরোনা ভরসা বান্ধো,
ব্রহ্ম সনাতনী॥ (৯৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন! তুই কাঙ্গালি কিসে।
কালী নামামৃত সুধা, পান্ কর মন! ঘরে বোসে॥
ভবার্ণবে মায়া তরি, কত ডুব্‌ছে উঠ্‌ছে যাচ্ছে ভেসে।
ওরে! আনন্দ ধামেতে রোয়ে,
রঙ্গ দ্যাখ হেঁসে হেঁসে॥
অনিত্য ধন উপার্জ্জনে, ভ্রমণ কর রে দেশে দেশে!
তোর্ করে যে অমূল্য নিধি,
চিন্‌লি না রে! সর্ব্বনেশে॥
কমলাকান্তের মন্, সুধাভ্রম হয়েছে বিষে।
তুই অভয় চরণ, করনা স্মরণ,
ঘর পাবি আর ঘুচ্‌বে দিশে॥ (৯৭)

ঝিঁঝিট—একতালা।

যতন্ কোরে, ডাকি তোরে,
আয়্ আয়্ মন সুয়া পাখি।
কালী পাদপদ্ম পিঞ্জরে, পরমানন্দে থাক দেখি॥
সদা শুন কুমন্ত্রণা, নিত্য নূতন বিড়ম্বনা,
মায়ের নাম সুধায় ভাঙ্গ ক্ষুধা, কুসন্তানে দিয়ে ফাঁকি॥
পাইয়া পরম ধাম, সুখে ডাক মায়ের নাম,
এসো অনিত্য বাসনা ত্যজি, নিত্য সুখে হওনা সুখী॥
কমলাকান্তের মন! ত্যজ অন্য আরাধন,
এসো কালী নামে ডঙ্কা দিয়ে,
শঙ্কা ত্যজে বসে থাকি॥ (৯৮)

ইমন্—মধ্যমান তেতালা।

কেন মিছে ভ্রমে ভুলে রৈলি, মন রে!।
আপনার আপনার কর, কে তোমার কার তুমি॥
নলিনী দলগত নীর সম জীবন,
না জানি কি হইবে কখন॥

স্বজন পালন লয়, সাধিলে সকলই হয়,
সে ফল ত্যজিয়ে কেন, বিফলে ভ্রমণ।
পুরাকৃত পুণ্য, জন্য ফল মানব,
এ তনু মজালে অকারণ ॥

যাহার লাগিয়ে কত, করেছ কঠিন ব্রত,
পেয়ে সে পরম নিধি না কর যতন।
কমলাকান্ত ভ্রান্তি বশ হইয়ে,
বুঝি হেলায় হারাবি শ্যামাধন ॥ (৯৯)

গাওরা—তিওট।

সুগম্ সাধন্ বলি তোরে, ওরে!
আমার মূঢ় মন! সাধ রে।
যখন যাহাতে সুখে থাক, মন! তাতেই ভাব মারে ॥
যদি না থাকিতে পার, মন!
চিন্তামণি পুরে।
চরাচরে শ্যামা মা মোর, সকলে সঞ্চরে ॥

স্থলে অনলে শূন্যে আছে,
মা মোর, সলিলে সমীরে।
ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী শ্যামা, মারে জান না রে॥
ঘটে আছে পটে আছে,
মা মোর সকল শরীরে।
কামিনীর কটাক্ষে আছে, তেঁই জগতের মন্ হরে॥
কমলাকান্তের মন! ভয় করেছ কারে।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি, ঘটেছে তোমারে॥ (১০০)

খট্ কালাংড়া—পোস্ত।

কে রে! পাগলীর বেশে, দিগ্‌বাসে, কার রমণী।
চিকুর আলুয়েছে, হইয়াছে বিবসনী॥
নর কর কোমরে, বাম করে অসি ধরে;
দশনে চমকিত, লোল রসনা বদনী॥
ও বিধুবদনে হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি;
ঐ বেশে নিস্তারিবে, কমলেরে গো জননি!॥(১০১)

চেতা গৌরী—জলদ তেতালা।

দুটী নয়ন ভুলেছে।
ও নিবিড় ঘন রূপে॥
যার যে মরম ব্যথা, সেই তা জানে গো।
না বুঝিয়ে লোকে চরচে।
কুল শীল লাজ ভয়, কদাচ না মনে লয়,
মান অপমানে, তৃণাঞ্জলি দিয়েছে॥
কমলাকান্তের চিত, সেই হোতে উন্মত্ত;
যে অবধি কাল রূপ অন্তরে লেগেছে॥ (১০২)

টোড়ি—একতালা।

করকাঞ্চী তোমার কটিতটে, গো শ্যামা!
একি অপরূপ, নয়নে হেরিলাম॥
কতকুণ্ডলা নরমুণ্ড পরেছ গাঁথিয়ে, গো শ্যামা!
শবোপরে নাচ শ্যামা উলঙ্গ হৈয়ে।
খসিল অম্বর; বাস না সম্বর,
কালি! পাগলী হোলি বটে॥

চামর গঞ্জিয়ে, চাচর চিকুর মা!
ধরণী লম্বিত ধূলায় ধূসর।
কমলাকান্তের সভয় অন্তর,
যাইতে জননী নিকটে॥ (১০৩)

ভেটিয়ারি—খেমটা।
নব জলধর কায়।
কালরূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়॥
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়॥
হাসিতে হাসিতে কত,
দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায়॥
অতি সুশীতল, চরণ যুগল, প্রফুল্ল কমল প্রায়।
কমলাকান্তের, মন নিরন্তর,
ভ্রমর হইতে চায়॥ (১০৪)

সিন্ধু—পোস্ত।
রঙ্গে নাচে রণমাঝে, কার কামিনী মুক্তকেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি॥

কেরে! তিমির বরণী বামা, হৈয়া নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি॥
বিনাশে দনুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি।
দ্যাখ শবছলে চরণতলে, আশুতোষ পড়িল আসি॥
কেরে! ডাকিনী যোগিনী,
মায়ের সঙ্গে ফেরে অহর্নিশি।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, দিতির নন্দন নাশি॥
কমলাকান্তের মন, অন্য নহে অভিলাষি।
আমার কালরূপ অন্তরে ভেবে,
সদানন্দ সদা খুসী॥ (১০৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তারা মা! যদি কেশে ধোরে তোল।
তবে বাঁচি এ সঙ্কটে॥
আমার একুল ওকুল দুকুল পাথার,
মধ্যে সাঁতার বিষম হলো॥
সঙ্গীগুলো হ'লো ছাই, তাদের সঙ্গে ভেসে যাই,
রিতে গেলে আমায় ধরে, ডোবে ডুবায় প্রাণটা গেল।

করেছিলেম যে ভরসা, না পূরিল সে সব আশা;
ভুলালে তখন ডুব্‌লে এখন,
আর কখন কি করবে বল॥
কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর;
ওমা! চরণতরি শরণ দিয়ে,
সঙ্গে লৈয়ে দেশে চল॥ (১০৬)

পরজ কালাংড়া—জলদ তেতালা।

ওগো নিদয়া! তোরে, দয়াময়ী লোকে কয়।
তারা, জানে না পাষাণের মেয়ে, হৃদয় পাষাণময়॥
ও দুটী চরণ বিনে, অন্য কিছু যে না জানে;
এত দুঃখ তার প্রাণে, তোমার উচিত নয়॥
তুমি আপনার সুখে সুখী, পর দুখে নও দুখী,
তবে কি কারণে ত্রিভুবনে, তব আশ্রয় লয়॥
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি!
তোরে কে সেবিত, যদি না থাকিত যম ভয়॥(১০৭)

গারাভৈরবী—ঢিমাতেতালা।

মা! আর না সহে, ভব যাতনা।
অকৃতি সন্তানে দেহি, নিজপদ ছায়া॥
কি করিতে কি না হয়, মন মোর বশ নয়,
যা হইল সেই ভাল, বিষয় কামনা॥
ও পদ আনন্দময়, যে জন শরণ লয়,
ইহকালে পরকালে, কিসের ভাবনা।
কমলাকান্তের প্রতি, কেন মা বঞ্চনা অতি,
না জানি জননীর মনে,
কি আছে বাসনা॥ (১০৮)

বেহাগ—একতালা।

ও নি োর কারিণি তারা, গো!।
ত্রাহি মাম্ ভবে ভয় হারিণি॥
ওমা! পড়েছি পাথারে, না জানি সাঁতার;
জননি! হয়েছি হারা, গো! ॥
ওমা! বাঁ পাশে, ভ্রমাইলে দাসে,
মায়ের এমন ধারা, গো! ॥

এ মা সুখের ভাজন ধন পরিজন, মা!
ঐহিক বান্ধব যারা, গো!।
ওমা! কমলাকান্তের, যে দুঃখ অন্তর,
মা বিনে জানিবে কারা, গো॥ (১০৯)

বেহাগ—একতালা।

কালি! কত জাগিয়ে ঘুমাও, গো।
আমি কেমনে, তোমারে জাগাইব॥
তুমি সুমতি কুমতি, পুরুষ প্রকৃতি,
তুমি শূন্য সতেতে মিশাও।
কারে রাখ তন্ত্র মন্ত্র আরাধনে,
কারে ভ্রান্তি রূপেতে ভ্রমাও॥
কারে দেহ যন্ত্র সাধনা মন্ত্রণা, কারে যন্ত্রণা যোগাও।
কমলাকান্ত নিতান্ত অনুগতে,
নাম রসে বিরমাও॥ (১১০)

কা

যার অন্ত ... গিল ব্রহ্মময়ী,
তার বাহ্য পূজন কিছুই নয়।
অচিন্ত্য চিন্তিলে অন্য চিন্তা, আর কি মনে লয়॥
যেন কুমারী কন্যারি খেলা, নানাভাবে নানা হয়।
তাদের স্বামীর সঙ্গে মিলন হোলে, ৩৮৮
সে সব খেলা কোথা রয়॥
কি দিয়ে পূজিবে তাঁরে, সেই সর্ব্ব তত্ত্বময়।
দেখ! নির্গুণ কমলাকান্ত,
তাঁরেও করে গুণাশ্রয়॥ (১১১)

পরজ—জলদ্ তেতালা।

মা তারা!
আমার কি, এতদিনে হৃদি সরোজ প্রকাশিল।
পতিত তনয়ে কি তোর মনে ছিল॥
শ্রীচরণাম্বুজ হৃদয় অম্বুজ মাঝ,
নিরখি তিমিরচয় দূরে গেল॥

াজে,

নিরমল।

কমলাকান্ত মনোহর রূপ হেরি,

মানব জনম সফল হলো॥ (১১২)

পুরবী—একতালা।

পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে, রে!

বিবসনা সমরে, নর কর কোমরে,

অসিবর বামকরে ধরে॥

ডিমিকী ডিমিকী ডমরু বাজে,

হরহৃদি পরে শ্যামা বিরাজে,

রণ সমাজে, লা করে লাজে,

কুল রমণী বামা কে এলো রে॥

মৃদু মৃদু হাসে, চপলা প্রকাশে,

কমলেরি আশ পূরে॥ (১১৩)

ভূপালী—জলদ্ তেতালা।

অনুপমা রূপ অনুপ শ্যামা তনু,
হেরি নয়ন জুড়ায়, রে॥
সজল কাদম্বিনী জিনিয়ে কুন্তল,
তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায়॥
অঞ্জন অধরে আভসে মুকুতা ফল,
নীললোহিত ভ্রমে, অলি-কুল ধায়।
ক্ষণে ক্ষণে হাস্য কটাক্ষ কামিনী করে,
শিবের মন সহজে ভুলায়, রে॥
মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ নখ কিরণে,
রক্তোৎপল জিনি পদতল তায়।
কমলাকান্ত! অনন্ত না জানে গুণ শ্রীচরণ,
মানবে কি পায়॥ (১১৪)

যোগিয়া—ঢিমাতেতালা।

ভাল প্রেমে ভুলেছ হে ভোলা! মহাদেবা।
পাইয়ে চরণচিহ্ন, কদাচ না কর ভিন্ন,
নিরখি নিরখি কর সেবা॥

জিনি ঘনপরিবার, নিকর চিকুর ভার,
আলুয়ে পড়েছে অঙ্গে, অপরূপ শোভা।
ষোড়শী দিগম্বরী, দিগম্বর ত্রিপুরারি,
তোমার মহিমা জানে কেবা॥
আনন্দে নাহিক ওর, মদনের মনচোর,
রমণী অলসে বশ, রূপ রস লোভা।
রসনা রসিক মুখে, রমণী রময়ে সুখে,
কমলাকান্তের কমলে বা॥ (১১৫)

পরজ-কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

হায় গো আমার কি হইলো, হৃদি সরোরুহ দলে।
কালো কামিনী লুকালো॥
যখন নয়ন মুদিয়াছিলাম, তখনি ছিল,
চাহিতে চঞ্চলা মেয়ে, পলকেতে মিশাইল॥
আমরি কি সুন্দরী, অতুল পদ রাওল,
আদ্য যামে হংস যেমন অংশুতে উজ্জ্বল।

কমলাকান্তের মন! মিছে ভাব অকারণ,
যদি পাবে শ্যামা ধন;
নয়ন মুদে থাকা ভালো॥ (১১৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা! কখন কি রঙ্গে থাক, শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী।
তোমার মায়াজাল ভাল করাল,
নৃকপাল মাল বিভূষণী॥
কভু লম্ফে ঝম্ফে কম্পে ধরা, অসিকরা করালিনী।
কভু অঙ্গ ভঙ্গি অপাঙ্গে,
অনঙ্গ ভঙ্গ দেয় জননি॥
অচিন্ত্য অব্যয় রূপা, গুণাতীতা নারায়ণী।
ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা,
ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকের বাঞ্ছাপূর্ণ, কর নানা রূপ ধারিণী।
কভু কমলের কমলে নাচ,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥ (১১৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এই কথা আমারে বল।
তোমার কেবা মন্দ কেবা ভাল॥
বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান, কারে কর পরিত্রাণ,
কারে অবিদ্যা আবৃত্ত কোরে,
মোহ গর্ত্তে টেনে ফ্যাল॥
জীব মাত্র শিব বটে, একথা অনেকে রটে,
যে সদানন্দ তারে কেন,
নিরানন্দ হ'তে হৈলো॥
কমলাকান্তের কালি! মনের কথা মায়ে বলি,
কারু সুখের উপর সুখ,
কারু দুঃখে কেন জনম গেল॥ (১১৮)

ঝিঁঝিট্ খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

শ্যামা মায়ের ভব-তরঙ্গ, কেমন কে জানে।
আমি উজান্ উঠ্‌বো মন্ করি,
কে পাছু পানে টানে॥

কৌতুক দেখিব বলে, মা মোর দিয়েছে ফেলে,
এক বার ডুবি আর বার ভাসি,
হাসি মনে মনে ॥
দূর নয় নিকটে তরি, অনায়াসে ধর্‌তে পারি,
এ বড় দায় ধরিবো কি তায়,
মন নাহি মানে ॥
কমলাকান্তের মন! ইচ্ছা অতি অকারণ,
তবে তরি যদি তারা!
তার নিজ গুণে ॥ (১১৯)

ললিত যোগিয়া—একতালা।

সামান্য নহে মায়া তোমার, পার হব কিসে।
আমি করি সুধা ভ্রম, মিছা পরিশ্রম,
বিষম বিষয় বিষে, গো ॥
আগে যে ছিল না, সে শেষে রবে না,
মা! অসময় কেহ কথাও কবে না।
দুদিনের দেখা, তারে ভাবি সখা,
কেবল কর্ম্মদোষে ॥

ঐহিকের সুখ দুখ কিছু নয়,
আমি জানি গো জননি জগ মিছা ময় ;
কমলাকান্ত তথাপি ভ্রান্ত,
কেবল তোমার বশে ॥ (১২০)

মুলতান—তিওট্‌।

শিবে ! চাওগো তারা তুমি,
ওমা পাষাণের মেয়ে।
এতনু সফল কর মা ! বারেক হেরিয়ে ॥
ধরেছ বাপের রীতি, কঠিন হয়েছ অতি,
তেঁই দয়া না উপজে, গো !
দীনের মুখ চেয়ে ॥
যদি বা কুপুত্র হয়, মায়ের বৈ আর কারো নয়,
কে কোথা তনয়ে ত্যজে, জননী হইয়ে।
কমলাকান্তের ভার, বল কে লইবে আর,
কিঞ্চিৎ করুণাকর, মা !
কাতর দেখিয়ে ॥ (১২১)

যোগিয়া—একতালা।

ও জননি গো! যেন ডুবাওনা সাধের তরি মোর।
বড় ভয় পেয়েছি, কাতর হয়েছি, শরণ লৈয়েছি তোর॥
মন-বায়ু না হয় সখা, গুণ টানে কর্ম্মরেখা,
দাঁড় ধরে অনঙ্গ, তরঙ্গ অতি ঘোর॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোঝাই করি, যতনে সাজালাম তরি,
বদলে পাইব জ্ঞান, বাণিজ্য কঠোর॥
কমলাকান্তের আর, কে আছে মা! আপনার,
মা! তুমি হওগো কর্ণধার,
কাট কর্ম্ম ডোর॥ (১২২)

মুলতান—তিওট।

জানি জানি গো জননি! যেমন পাষাণের মেয়ে।
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে॥
প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে অনেক কায়া,
বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে।
কার প্রতি সুমতি, কুমতি হওমা কার প্রতি,
আপনারো দোষ ঢাক, কারে দোষ দিয়ে॥

মা! না করি নির্ব্বাণে আশ,
না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে।
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি!
তাহে বিড়ম্বনা কর, মা!
কি ভাব ভাবিয়ে॥ (১২৩)

গারাভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

আমার আর কবে এমন দিন হবে, গো জননি!
দুটি নয়নে হেরিব, তব শ্রীচরণ দুখানি॥
যে রূপ অন্তরে দেখি, দেখিবারে চায় আঁখি,
পূরাও দেখি কামনা, করুণা তবে জানি॥
কমলাকান্তের আশা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মনাশা,
তবে শ্রীনাথের ভাষা, ধন্য কোরে মানি॥ (১২৪)

গৌরী—ঢিমাতেতালা।

মা! মোরে লয়ে চল ভবনদীপার; গো তারা।
আমি অতি অকৃতি অধম দুরাচার॥

সম্বল আছিল যার, অনায়াসে হৈলো পার,
কিছু ধন নাহিক আমার, যে নাবিকে দিব মা।
প্রদোষ সময়ে, ধরম তরি বায় নেয়ে,
চেয়ে আছি চরণ তোমার, গো তারিণি॥
অজ্ঞানে হয়েছি অন্ধ, পথে নানা প্রতিবন্ধ,
ভবসিন্ধু অনিবার, কিসে পার হবো মা।।
কমলাকান্ত নিতান্ত ভরসা মনে,
তারা! মোরে করিবে নিস্তার॥ (১২৫)

ভৈরোঁ—একতালা।

লয়েছি শরণ, অভয়-চরণ,
যা ইচ্ছা তাই কর মা এখন।
ওগো করুণাময়ি! করুণাধনে,
কৃপণতা কর এ আর কেমন॥
পেলে দেবাশ্রয়, পরকালে হয়,
সুখ মোক্ষ শিবে! স্বর্গাদি গমন।
কিন্তু তব কৃপায়, ইহকালে পায়,
ভোগ মোক্ষ আর অনিমাদি ধন॥

জীব নহে জড়, সদা সচৈতন্য,
ধন্য অগ্রগণ্য, বেদে নিরূপণ।
কিন্তু তব মায়া পাশে, বিজ্ঞান বিলাসে,
মিছা ভ্রম আশে, ভ্রমি অকারণ॥
ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা, কালে বিবসনা,
সচেতনে কর অতি অচেতন।
কিন্তু কমলাকান্ত, হইলে ভ্রান্ত,
তব নামে রবে অযশ কথন॥ (১২৬)

সোহিনী—একতালা।

কেমন কোরে তরাবে তারা। তুমি মাত্র একা।
আমার অনেক গুলা বাদী, গো;
তার নাইকো লেখা জোকা॥
ভেবেছ মোর ভক্তিবলে, লোয়ে যাবে বলে ছলে;
অভক্তের ভক্তি যেনো পেত্নীর হাতের শাঁখা॥
নাম ব্রহ্ম বটে সার, সেওতো আমার অতি ভার;
মনের সঙ্গে রসনার, খাবার সময় দ্যাখা।

কমলাকান্তের কালি! হৃদে বোস উপায় বলি ;
এ বিষয়ে উচিত হয়, চৌকি দিয়ে থাকা ॥ (১২৭)

যোগিয়া—জলদ তেতালা।

কালী নামের কত গুণ, রসনা কি জানে।
জানিলে মজিত কেন ভ্রম রস পানে ॥
আর দ্যাখ ত্রিলোচন, সদানন্দ সনাতন ;
সদা সে মগন, শ্যামানাম গুণ গানে ॥
কালীনামামৃত সুধা, না রাখে বিষয় ক্ষুধা ;
নাশিয়ে সকল বাধা প্রলয় প্রধানে ॥
রসনার যেমত মত, মন তাহে অনুগত ;
অবোধে বুঝাব কত, বুঝালে না মানে।
কামাদি ছ জনা অতি, অনুকূল তার প্রতি,
কমলাকান্তের গতি, হইবে কেমনে ॥ (১২৮)

ইমন্—জলদ্‌তেতালা।

মা! আমি কি করিলাম ভবে আসিয়ে।
সফল মানব দেহ, বিফলে খোয়ালাম ॥

সবে মাত্র এই হলো, মিছে কাজে দিন গ্যালো;
আপনি পাইলাম দুঃখ, জননীরে দিলাম॥
শ্রীনাথ নিকটে নিধি, যদি মিলাইল বিধি;
পাইয়ে পরম ধন, হেলায় হারালাম।
নামের মহিমা রেখো, কমলাকান্তেরে দেখো,
অসময়ে নিকটে থেকো, এই নিবেদিলাম॥ (১২৯)

পরজ কালাংড়া—জলদ তেতালা।

নাচগো শ্যামা! আমার অন্তরে।
সদানন্দময়ি নাচ! চিদানন্দ উপরে॥
নাচগো নাচগো শ্যামা! নাচন দেখি;
তোমার দিগবাস অট্টহাস, গলিত চিকুরে।
মণিময় মন্দির, সুরতরু মূলে,
ঐধাম আবৃত, সুধা-সরোবরে॥
কমলাকান্তের এই, কামনা করুণাময়ি!
এতদ্ধু সফল কর মা! দুঃখ যাউক দূরে॥ (১৩০)

হুরট মল্লার—তিওট।

আলুয়ে পড়েছে বেণী, জিনি নব মেঘ শ্রেণী।
আর তাহে সুচঞ্চল, শ্যামা নীল সৌদামিনী॥
আরে হুহুঙ্কার গরজে, গভীর নিনাদিনী।
হরিষে বরিষে সুধা, সুধানন্দ তরঙ্গিণী॥
আরে! অতি নির্ম্মল চরণ, প্রফুল্ল নীল নলিনী।
নখর মুকুর কর, হিমকর কর জিনি॥
আরে! চরণারুণ কিরণে, আবৃত কত দিনমণি।
কমলাকান্তের হৃদি, কমল সুপ্রকাশিনী॥ (১৩১)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মনে ইচ্ছা আছে।
এবার কালী ব'লে, বাহু তুলে,
যাব শ্যামা মায়ের কাছে॥
কালীনাম সারাৎসার, নিঃসরে বদনে যার,
সেজন ভক্ত জীবন্ মুক্ত,
দোহাই দিয়ে শিব কয়েছে॥

যার কালীনাম আপ্তসার,
কালের ভয় কি আছে তার ;
তুমি এই কোরো সতর্কে থেকো,
কালোবরণ ভোল পাছে ॥
কমলাকান্তের কথা, ঘুচিল আমার মনের ব্যথা ;
এবার নাম জেনেছি, ধাম চিনেছি,
পথ বড় সুগম হয়েছে ॥ (১৩২)

ভৈরোঁ।—একতালা।

জাননা রে মন! পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হয়ে এলোকেশী করে লোয়ে অসি,
দনুজ তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥

ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কথন,
করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা,
যতনে এভব যাতনা সয়॥
যেরূপে যেজনা, করয়ে ভাবনা;
সেরূপে তার, মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে,
কমল মাঝারে করে উদয়॥ (১৩৩)

ঝিঁঝিট্—একতালা।

ভাল ভাব্ ভেবেছ, রে মন!
তোর ভাবের বালাই যাই;
তোর ভাবে ভব-ভবানী, ভবনে বসে পাই॥
ঐভাবে ভুলে থাকো, ভাবান্তর হয়ো নাকো;
মন! ভাবিলে রে! ভবের ভাবনা কিছুই নাই॥
কমলাকান্তের মন! এত যদি তুমি জান রে!
তবে কেন আমারে বঞ্চনা কর ভাই!। (১৩৪)

খাম্বাজ—একতালা।

আমার মনে কত হয়, মন যে স্ববশ নয়।
শ্রীচরণ-সুধাময়ে, স্থিরতা না রয় ॥
ঘটে না উপজে জ্ঞান, মিছা দেহ অভিমান;
তুমি কর কি নাকর ত্রাণ, শমনেরি ভয় ॥
কমলাকান্তের এই, ভাবনা গো ব্রহ্মময়ি!
পাছে তোমায় ভুলে রই, চরম সময়, (গো) ॥ (১৩৫)

মুলতান—একতালা।

তবে চঞ্চল হয়েছ আমার মন! কেন অকারণ।
কর পূর্ণ আশা, দুঃখনাশা,
মায়ের দুটি শ্রীচরণ ॥
অপার সঙ্কটে, কত বার্ বার্ পোড়েছ বটে;
যখন বিপদ ঘটে, কালী করে নিবারণ।
কমলাকান্তের মন! সদা থাক অচেতন;
তুমি বিজ্ঞান হীন, তোমার
বুদ্ধি অতি অসাধারণ। (১৩৬)

ঝিঁঝিট্‌—জলদ্ তেতালা।

তুমি কি ভাবনা ভাব, ওরে আমার মূঢ় মন!
সময় পেয়েছ ভাল, সাধনা সেই শ্যামাধন॥
সৃজন পালন লয়, সুকৃতি এই তিন জন।
তারা তোর ভাবনা ভাবে, বিধি-হরি ত্রিলোচন॥
যারে ভাব আপনার, ভেবে দেখ কে তোমার;
কেবল সুখের ভাগী, জ্ঞাতি বন্ধু পরিজন॥
কমলাকান্তের চিত, অনিত্য এই ত্রিভুবন।
নিত্য সেই নিত্যানন্দময়ীর, ছুটি শ্রীচরণ॥ (১৩৭)

সিন্ধু—পোস্ত।

মজিল মন-ভ্রমরা, কালীপদ নীল-কমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল,
কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো,
কালো কালোয় মিশে গ্যালো;
দ্যাখো সুখদুখ সমান হোলো,
আনন্দসাগর উথলে॥

কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এতদিনে ;
ন্যাথ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত,
রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥ (১৩৮)

ঝিঁঝিট্—জলদ তেতালা।

মন রে ! মরম দুঃখ কয়ো শ্যামা মারে।
অঘট ঘটনা কেন, ঘটে বারে বারে ॥
আমি ভাবি নিজ হিত, হয়ে কেন বিপরীত ;
পুরাকৃত কর্ম্ম বুঝি, দূরে গ্যালনা রে ॥
তুমিত সুকৃতি বট, কোন কাজে নহ খাট ;
সে কারণে শ্রীচরণে সঁপেছি তোমারে।
কমলাকান্তের আর, যাতায়াত কত বার ;
সাধিয়ে সুধায়ে সুখী, কর না আমারে ॥ (১৩৯)

ললিতযোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

ভুলনা বিষয়ভ্রমে, মনরে ! আমার।
শ্রীদুর্গা অমৃত-বাণী, সদা কর সার ॥

ধন জন গৃহ জায়া, এ সকল মিছা মায়া ;
ভেবে দ্যাখ নিজ কায়া, নহে আপনার ॥
পেয়েছ পরম নিধি, এসোনা যতনে সাধি ;
কমলাকান্তেরে যদি, করিবে নিস্তার ॥ (১৪০)

ভৈরোঁ।—একতালা।

কালী কেমন ধন, খেপা মন ! চিনিতে নাপারিলি।
কেবল খেয়ে শুয়ে খেলায়ে,
খেপাটা ! কাল কাটালি ॥
বাণিজ্য বাসনা করি, ভবের হাটে এলি।
কি হবে ব্যাপার, এবার বুঝি মূল হারিয়ে গেলি ॥
পুরাকৃত পুণ্যের মানব দেহ পেলি।
যদর্থে গমন ভবে, এসে তার কি করিলি ॥
কমলাকান্তের মন ! এমন কেন হলি।
মন ! আপনি কুকর্ম্মে মজে,
আবার আমারে মজালি ॥ (১৪১)

মল্লার—ঝাঁপতাল।

আমার মন রে!
যতন করি রট রে শ্রীদুর্গা নাম বদনে॥

ত্যজ রে অনিত্য কাম, ভজ রে শ্রীদুর্গানাম,
চল রে আনন্দময় সদনে॥

একে সে কঠিন কাল, তাহে বাদী রিপুজাল,
সদা চিত বিষয় আরাধনে।

অনায়াসে রট মন! পাবে রে পরম ধন,
কি কাজ কঠিন ব্রত সাধনে॥

দারা সুত আরাধনে, অতুল আনন্দ মনে;
জান না প্রবল রিপু শমনে।

কমলাকান্তের মন! নিয়ত চঞ্চল কেন,
তিলেক না রহে রাঙ্গা চরণে॥ (১৪২)

জেটিয়ার—ঠুংরি।

কালোরূপে রণভূমি আলো করেছে,
মোহিনী কে রে!
সমরে রে! কার বালা, নয়ন বিশালা;
বদন করালা, নরশির মালা পরেছে
শবাসবে ঘোর রবে শিবা নাচিছে।
তার মাঝে মায়ে অট্ট অট্ট হাসিছে॥
শিব সম শবহৃদে পদ থুয়েছে।
নিকর চিকুর জাল, আলুয়ে দিয়েছে॥
কমলাকান্তের মন, মগন হয়েছে।
অনিমিকে দুটী আঁখি, ভুলিয়ে রোয়েছে॥ (১৪৩)

সুম—ছেবকা।

বামার বাম করে অসি।
বামার অসি তিমির বিনাশী॥
শ্রীবদন নিরমল, তাহে মৃদু হাসি।
গগনে উদয় যেন, ষোল কলা শশী॥

বুঝিলাম অনুভাবে, হরের মহিষী।
কমলাকান্তের মন, চরণাভিলাষী ॥ (১৪৪)

গৌরী—জলদ তেতালা।

জলদ বরণী কেরে! ও বামা নয়ন ভুলায়, রে।
সদাশিব হৃদে চরণ দোলায় রে ॥
দিগম্বরী এলোকেশ, তথাপি মোহিনী বেশ,
নিরখিলে জীবন জুড়ায়।
কমলাকান্তের চিত, কালোরূপে অনুগত,
পাশরিলে পাশরা না যায়, রে! ॥ (১৪৫)

ঝিঁঝিট্খাম্বাজ—ঠুংরি।

আগো মা! শ্যামা শিব মনমোহিনি।
একবার করুণা নয়নে চাও গো।
হে হে শিবে! পাষাণ তনয়া,
হইয়ে সদয়া, অভয়া, অভয়ে বিলাও গো ॥
শীতল চরণ পাইয়ে, মা! সুখী ত্রিপুরারি।
যার বরণ কালো, ভুবন আলো,
রূপের বলিহারি গো ॥

কি কাজ ভ্রমণ করে, মা! গয়া গঙ্গা কাশী ;
যার অন্তরে জাগিছে, ব্রহ্মময়ী এলোকেশী ॥
কারে দিলে ইন্দ্রপদ, হেম হার মণি।
কমলাকান্তেরে দ্যাও, রাঙ্গাচরণ দুখানি ॥(১৪৬)

টোড়ী ভৈরবী—জলদ তেতালা।

যদি তারিণি তারো, ভজনবিহীনে ॥
তুমি না তারিলে বল, তরিব কেমনে, মা! ॥
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়,
বঞ্চনা উচিত হয় কি, অধীন জনে, মা! ॥
কমলাকান্তের প্রতি, কিঞ্চিত না হের যদি ;
পতিতপাবনী নাম, রাখিবে
কি গুণে, গো! ॥ (১৪৭)

পরজ বাহার—পঞ্চম সোয়ারী।

তারা! আমি কি করিব গো!
মন আমার হোলো না বশ, আশুতোষ প্রিয়ে।
স্বভাব চঞ্চল যার, তারে তুষিব কি দিয়ে ॥

এই ছিল আশ, মন বশ করি রূপ হেরি।
শ্রীচরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে গো।
কমলাকান্তের আশা, না পুরিল জননি!
জনম মোর, বৃথা গ্যালো গো! বহিয়ে॥ (১৪৮)

খাম্বাজ—জলদ তেতালা—তাল ফেরতা।

তারার বুঝি ইচ্ছা নয় মা!
তোমার বুঝি ইচ্ছা নয় গো!
এ দীন ভবে মুক্ত হয়।
নতুবা আমারে কেন বিড়ম্বনা অতিশয়॥
(জলদ্ তেতালা)
দিয়েছ দুখ আর্ বার্ দিবে,
সয়েছি মা আর্ বার্ সবে;
অকলঙ্ক তারা নামে,
লোকে পাছে কিছু কয়॥ (একতালা)
শরীর সাধন, মিছা যতন,
হয় পুরাতন আবার নূতন;

হোচ্ছে যাচ্ছে আবার আস্‌ছে,
ভ্রান্তি মাত্র কিছুই নয়।
কমলাকান্তের ঠাঁই, আর কিছু কামনা নাই;
মুদ্‌লে আঁখি যেন দেখি,
কালো বরণ সুধাময়॥
(জলদ্‌ তেতালা)॥ (১৪৯)

ঝিঁঝিট্‌—জলদ তেতালা।

চাহিলে না ওমা! কেন, একবার সুনয়নে।
পতিত পাবনী নামে তারো গো! ভজন-হীনে॥
বঞ্চিত হয়েছি আমি, ওপদ সাধনে।
অকৃতি তনয়ে হয় মা! তারিতে আপন গুণে॥
কতশত দুরাচার, অনায়াসে কর্‌লে পার;
এবারে জানিব মোরে, নিস্তার কেমনে।
কমলাকান্তেরে যদি, ত্রাণ কর ভবনদী;
তবেতো জানি তারিণি!
তার গো পতিত জনে॥ (১৫০)

স্বরট মল্লার—জলদ তেতালা।

ময়ি দীন হীন জনে, গো! কুরু কৃপা এইবার।
সুকৃতি অকৃতি সুত, মায়ের সমান প্রীত,
না ত্যজিও ভজন বিহীনে॥
বিষয় বাসনা অতি, না জানি মা! শ্রুতি স্মৃতি,
মম গতি হইবে কেমনে।
কমলাকান্তের মনে, বিতরি করুণাধনে,
নিজ গুণে যদি চাও নয়নে, গো! (১৫১)

টোড়ী-ভৈরবী—জলদ তেতালা।

তারা! তবে তোমার, ভরসা বল কে করে।
যদি আপনারি কর্ম্মফল, ফলিবে আমারে॥
যেরূপে ভ্রমাও তুমি, সেইরূপে ভ্রমি আমি;
মিছা সুখ দুঃখভাগী, কর গো! আমারে॥
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ি!
শমন-সঙ্কট যদি, না থাকিত নরে॥ (১৫২)

যোগিয়া—জলদ তেতালা।

তথাচ জননি! তব, তারা নামে তরিব।
যখন যেমন রাখ, সেই মতে রহিব॥
অঘটন ঘটনা যদি, ঘটেতো কি করিব, মা!।
পাপ করি পুণ্য করি, ঐ নামে সম্বরিব॥
কমলে বঞ্চনা কর, এই বারে তা বুঝিব।
কেমনে ত্যজিবে তুমি, আমি যে না ত্যজিব॥ (১৫৩)

হাম্বীর—জলদ্ তেতালা।

করুণাময়ি শ্যামা গো মা!
ময়ি দীনে, ক্ষতি কি হেরিলে, নয়ন কোণে॥
হেমা! হেরিলে হইব পার,
এ কোন তোমারে ভার, মহিমা জানে জগজ্জনে॥
সঙ্কট বারিণি, তারয় তারিণি!
দুর্গে দুর্জ্জয় নিবন্ধনে।
হেমা! বারে বারে যন্ত্রণা কমলাকান্তের, শ্যামা!
মা হৈয়ে গো! দ্যাখ কেমনে॥ (১৫৪)

টোড়ী—কাওয়ালি।

জননি তারিণি! ভব ঘোরে.
আমি যে ভজন বিধি না জানি॥
মহাপাপী ছুরাচারী, আমি যদি ভবে তরি,
তবে জানি তারানাম তরণী॥
ছুরাশয় দেখে মোরে, কেহ না নিস্তারে [illegible]
শুনেছি পতিতে, তারে তারিণী।
উপায় না দেখি আর, দিয়েছি তোমারে ভার,
না কর ত্রিপুর-হর ঘরণি॥
অসার করিয়ে সার, ভ্রমি ভবে বারে বার
মিছে কাজে গ্যাল দিন যামিনী।
কমলাকান্ত নিতান্ত শরণাগত,
রাখে' হের আশুতোষ রমণি॥ (১৫৫)

সুরট মল্লার—একতালা।

আর কিছু নাই সংসারের মাঝে,
কেবল কালী সার, রে।
(আমার) মন কালী, ধন কালী,
প্রাণ কালী আমার, রে॥

(কেহ) সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে,
পেয়েছে রাজ্যভার।
(আমার) দরিদ্রের ধন, দুখানি চরণ,
হৃদয়ে পরেছি হার, রে॥
এতনু ধারণে, এতিন ভুবনে, যাতনা নাহিক আর।
কিন্তু হেরিলে ওমুখ, দূরে যায় দুখ,
এই গুণ শ্যামা মার, রে॥
কমলাকান্ত হৈয়ে ভ্রান্ত, বেড়াইছে বারে বার।
(এবার), অভয় চরণ, লয়েছে শরণ,
অনায়াসে হবে পার, রে॥ (১৫৬)

লুম্ খাম্বাজ—একতালা।

দেখো ত্রাণ কর মা! এ সঙ্কটে পাষাণের বেটি।
ভেবে পেটে শুষ্ক হোলো,
প্রাণ শুখায়ে কুলের আঁটি॥
আমি অতি অভাজন, না জানি ভজন সাধন,
করি মা এক নিবেদন,
মরণ কালে হয় না যেন, যমের সঙ্গে লুটাপাটি।

আমি তোমার ক্ষেপা পাগল,
করে বেড়াই মিছে গোল,
না বল্লাম মুখে দুর্গা বোল, কমলের ভরসা কেবল,
মায়ের রাঙ্গা চরণ দুটি ॥ (১৫৭)

সুরট মল্লার—জলদ্ তেতালা।

হে গিরি নন্দিনি, ভব ভয় ভঞ্জিনি,
হর গৃহিনি শিবে পরমেশানি,
স্মরহর মনমোহিনি ॥
জগত জননি, জগদানন্দদায়িনি,
সৃজন পালন লয় কারিণি তারিণি,
বিধিহর ধরণীধর বন্দিনি ॥
ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণি, ব্রহ্মময়ি সনাতনি,
চরাচর নাগনর সুর প্রতিপালিনি।
কমলাকান্ত কৃতান্ত নিবারিণি,
ত্রিগুণ ধারিণি, ত্রিপুরে পরমাত্মনি,
কলিভব কলুষ নিচয় খণ্ডিনি ॥ (১৫৮)

পূরবী—একতালা।

নারায়ণি! সুমতি দেহি মে শিবে!
অপরাধ সম্বর হরসুন্দরি॥
ত্রিগুণ ধারিণি, শমন বারিণি,
গণেশ জননি মহেশ রাণি॥
উমে দিগম্বরি, শঙ্করি সুরেশ্বরি, ভৈরবি ভবানি বাণি॥
ত্রিপুরে বরদায়িনি, দিতিসুত কুলনাশিনি,
অভয়াসি বর নরকর শির হার ধারিণি।
শঙ্কর মনমোহিনি, শ্যামে ভীমে শিবানি,
কমলে বিমলে ত্রিনয়নি॥
কালিকে কপালিকে, শুভদে গিরিবালিকে,
শুভঙ্করি শিবে, শম্ভু-বিলাসিনি।
কমলাকান্ত পতিতে, ত্রাহি দুর্গে ভবার্ণবে,
পতিততারিণি কলুষহারিণি॥ (১৫৮)

ভৈরোঁ—কাওয়ালি।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনি গিরিজে অম্বে অম্বুজলোচনি।
ভবজননি, ভবসাগরতরণি, ভবরমণি ভয়হারিণি॥

পরমে পরমেশানি, স্মর-হর-ঘরণি,
উমে শিবানি।
ত্রিভুবন তারিণি, ত্রিপুর বিনাশিনি,
মদনদহন-মনমোহিনি ॥
বগলে বিমলে বালে, হিমকর ভালে,
উমে করালে।
মণিপুর বিবর নিবাসিনি কমলে,
কমলাকান্ত বিমোচনি ॥ (১৫৯)

টোড়ী ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

শিবসুন্দরি গো মা! স্তুতিং ন জানামি।
কর বা না কর পার, তবু তোমারি আমি ॥
তৃষ্ণা নিদ্রা ক্ষুধা মায়া, শক্তিরূপা শিবজায়া;
নির্গুণা সগুণাত্মিকা সর্ব্বস্ব রূপিণী ॥
হে কালি! ত্বং শান্তি ভ্রান্তিভয়হারিণী,
হরবধু হেরম্ব জননি, প্রণমামি ॥
সুরাসিন্ধু সরসিজে, সদানন্দ নিত্যং ভজে,
পঞ্চাশন্মাতৃকা রূপা, চন্দ্রার্দ্ধ ধারিণি, মা।

কমলাকান্ত তব মহিমা কি জানে,

তোমাময় ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডময় গো তুমি॥ (১৬০)

কালাংড়া—একতালা।

শ্যামাধন কি সবাই পায়।

অবোধ মন! বুঝনা একি দায়॥

শিবেরো অসাধ্য সাধন,

মন! মজনা রাঙ্গা পায়॥

ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ, তুচ্ছ হয় যে ভাবে তায়।

সদানন্দ সুখে ভাসে,

শ্যামা যদি ফিরে চায়॥

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, যে পদ না ধ্যানে পায়।

নির্গুণ কমলাকান্ত,

তবু সে চরণ চায়॥ (১৬১)

কানাড়া—জলদ্ তেতালা।

ভৈরবী ভবভয়হরা ভবদারা ভৈরবী ভৈরববরা॥

অমিতাঙ্গ ধরা হে গিরিনন্দিনি!
ত্রিগুণাধারা ত্রিতাপবিনাশিনী
তারা, হে নারায়ণি ওগো শ্যামা,
অসীম মহিমা গুণ, তারা॥
অসি মুণ্ড বরাভয় করা অজরা অমরা সুরেশ্বরী ত্রিপুরা।
ভুবনাকারা, ত্রিভুবনসারসারা, করুণাময়ি কুরু কৃপা,
কমলাকান্তেরো হৃদিপরা॥ (১৬২)

মল্লার—জলদ্ তেতালা।

বারে বারে শ্যামা! কত নাচ গো।
বিবসনি বাস না সম্বর, ওমা হরোপরে
নগনা হইয়ে আছ, গো॥
খরতর অসিবর বামকরে ধৃত,
কুন্তল ভার কি কারণ লম্বিত;
পদ ভরে ধরাধর থর থর কম্পিত,
অমরে আনন্দ বর যাচ, গো॥
শুভবর প্রার্থিত সুর নর মুনিগণে,
দনুজতনয়কুল কম্পিত জীবনে;

কমলাকান্ত নিবেদন শ্রীচরণে,
কাতর তনয়ে কালি ভুলেছ, গো॥ (১৬৩)

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

বল আর কার তারানাম আছে, গো জননি।
এমন নাম আর কার আছে, গো বিপদনাশিনি॥
আগমে শুনেছি নাম, পূরাও মনেরি কাম,
পঞ্চমুখে পঞ্চনাম, জপেন শূলপাণি॥
মূলাধারে সহস্রারে, কমল বিরাজ করে,
কমলাকান্তেরই হৃদে কমলবাসিনী॥ (১৬৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

দীন হীন অতি কাতর নিরাশ্রয়,
আশ্রয় তব চরণাম্বুজ রজ॥
সংসার সৃজন লয় পালন কারিণী,
শ্রীচরণে আশ্রিত যার হরি হর অজ॥
মম তনু অনুগত কৃত শত দুষ্কৃত,
সে ভয়ে সভয় করে তপন তনুজ।

কমলাকান্ত কাল ভয় দূরয়,
পূরয় নিজদাস আশ মনসিজ ॥ (১৬৫)

কেদারা—জলদ্ তেতালা।

কিঞ্চিৎ কৃপা অবলোকন কর কালি;
কালভয় হারিণি ॥
ত্বমসি গতির্ম্মম ইহ সংসারে,
সংসারার্ণবতারিণী, তারিণি ॥
কলিজ কলুষহরা, ত্রিগুণহারিণী তারা,
সৃজন পালন লয় কারণ কারিণী।
কমলাকান্ত হৃদয় তম নাশিনী,
সর্ব্বদা সদানন্দ হৃদিচারিণী ॥ (১৬৬)

ঝিঁঝিট—একতালা।

তরুণী মাঝি মেয়ে, রে! চল দেখে আসি গিয়ে।
এভব তরঙ্গ দেখে কি কর বসিয়ে ॥
দশ মহাবিদ্যা রোয়েছে ঘেরিয়ে।
তার মাঝে বসে আমার শঙ্কর যোগিয়ে ॥

বাজিছে মৃদঙ্গ মাদল, তাতা থেয়ে থেয়ে।
দেব সারি গায় কমল, অতুল ভাবিয়ে॥ (১৬৭)

সরফদরা—জলদ্ তেতালা।

কলুষ নিবারয়, গো শ্যামা!
ফিরে চাও নয়ন কোণে, ওগো হররামা॥
দীন হীন কাতরে, কুরু কৃপা শঙ্করি,
খলু ভবার্ণব তরি তব নামা॥
হরবধূ হর, তামস কমলের,
এই মানস পূরয় মনোগত অভিরামা॥ (১৬৮)

ভৈরোঁ—একতালা।

বার বার মন এবার, শমনে ভয় কি আর রে॥
একবার দিনে, যদি ভাব মনে,
শ্যামাচরণ সার, রে॥
জনমে জনমে হইয়ে দৈন্য, গতায়াত কর চরণ ভিন্ন;
যে দেখ অন্য সকল শূন্য,
কেবল অন্ধকার রে॥

কিবা নীচ জাতি কিবা দ্বিজরাজ,
প্রকাশে সকল হৃদয় মাঝ;
জ্ঞান নয়নে দেখে যেই জনে,
সে ধরে ভুবন ভার, রে॥
কমলাকান্ত করে নিবেদন,
কালীর তনয়ে কি করে শমন;
ভুলনা রে মন! অভয় চরণ,
মিনতি রাখ আমার, রে॥ (১৬৯)

খট্—জলদ্ তেতালা।

কালী কালী রট, কালী কাল নিবারিণী।
কালী জানে গতি তোর, রে মানসা॥
কলি কলুষার্ণব তারণ তরণী।
দীন জননী শরণাগত পালিনী॥
জন্ম মৃত্যু জরা, ব্যাধিহরা শিবকরা,
তারা ব্রহ্মময়ী পরা, পরমানন্দ দায়িনী।
কমলাকান্ত মানস তম নাশিনী।
ত্রাণ কারিণী জানি, ভবভয়হারিণী॥ (১৭০)

গৌরী—জলদ তেতালা।

ওরে মধুকর রে! মজিলে কি রসে।
হেরিয়ে না হের মা মোর, সুধা বরিষে॥
ত্যজিয়ে পরম রস, হইয়ে ইন্দ্রিয় বশ,
আপনার অলসে।
অচেতন মূঢ় সম, মিছা আশে সদাভ্রম,
কমলে নির্ম্মল প্রেম, রাখিবে কিসে॥ (১৭১)

বাহার—জলদ তেতালা।

মন রে! শ্যামাচরণ কর সার আরে মন!
দেখি ভাল রবিসুত কি করে॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি, শ্রীচরণে সঁপিলাম,
দেখি কিসে পদ্মাভব করে আমারে, রে!॥
রবি শশী অনল অচল অনিলে যদি,
যোজয় দিবা নিশা কাল গণনা কে করে।
দণ্ড অখণ্ড সদৃশ পরমানন্দে তোর
অন্তরে আনন্দময়ী বিহরে॥

কমলাকান্ত অলস যদি সাধনে,
অনায়াসে সারে কালীনামব্রহ্ম রটরে।
বিরমস্ত রঙ্গে সঙ্গে অণিমাদয়,
তৃণ গণি শমন সঙ্কটে রে॥ (১৭২)

খট্ যোগিয়া—জলদ তেতালা।

আমার মন উচাটন কেন হয়, মা!
স্থিরত না রহে তব শ্রীচরণে।
মাতিল মাতঙ্গ সম গো! অঙ্কুশ না মানে॥
জনমে জনমে কত, করিয়ে কঠিন ব্রত,
পেয়েছি পরম পদ, মা! পরম যতনে॥
পাইয়া অমূল্য নিধি, হেলায় হারালাম যদি,
কি কাজ ঐহিক সুখে মা! ধিক্ এজীবনে গো॥
না জানি সাধন বিধি, হৈয়েছি মা অপরাধী;
সে কারণে মম মন, চঞ্চল সঘনে।
কাতর হোয়েছি অতি, স্থির কর মম মতি,
কমলাকান্তের প্রতি মা!
হের গো নয়নে॥ (১৭৩)

খট্—জলদ তেতালা।

ও রমণী কালো এমন রূপসী কেমনে।
বিধি নিরমিল নব নীরদ বরণে॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, দশনে দামিনী খসে,
কত সুধা ক্ষরে শ্যামার ওবিধুবদনে॥
সিন্দুর বর দিনকর সম শোভা,
অম্বুজ বদন মদন মনোলোভা।
তপন দহন শশী, উদয় হয়েছে আসি,
সত্ত্ব রজ তম গুণ অরুণ নয়নে॥
নাভি সরোবর নীরজ বিহারে,
ঈষদ বিকচকমল কুচভারে॥
গলিত কুন্তল জাল, গলে নর মুণ্ডমাল,
শবশিশু শোভে মায়ের যুগল শ্রবণে॥
চারু চরণ যুগ আভরণ বৃন্দে,
নখর মুকুর কর হিমকর নিন্দে।
কমলাকান্ত হেরি, রূপ অতি মাধুরী,
শরণ লইল শ্যামার সুনির্ম্মল চরণে (১৭৪)

পরজ—জলদ্ তেতালা।

নীলকান্ত কান্তি কলেবর শ্যামা!
কুরু তাণ্ডব মম হৃদয়ে, গো মা।
সুরতরু মূল, রতন ময় ভবনে,
পরমানন্দ নিলয়ে, গো॥
নব কুসুমালয়, কুঞ্জ প্রকাশয়,
নাশয় তিমির চয়ে॥
কমলাকান্ত সফল কুরু মানস,
ত্রাণ কর এভব ভয়ে গো॥ (১৭৫)

মূলতান—একতালা।

তারা! অকিঞ্চনের ধন, তব শ্রীচরণাম্বুজ।
হেমা! চেয়েছে যেজন, পেয়েছে ওধন,
আমি তা পাব না কেন?
আমার বোলে আমি চাই,
নইলে ভার দিতাম নাই।
পিতামহ ধন, ত্যজে কোন জন,
পুরাণে একথা মান॥

কমলেরে বারে বার, বঞ্চনা না সহে আর;
এবড় প্রমাদ, শিব সঙ্গে বাদ,
সে ভয়ে কাঁপিছে প্রাণ॥ (১৭৬)

গুর্জ্জরি টোড়ী—জলদ্ তেতালা।

অভয়ে! দেহি শরণং, করুণাময়ি! কাতরে,
অনুগত জন প্রতিপালিনি, গো॥
ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে,
ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনি, গো॥
ত্রিভুবন সৃজন পালন লয় কারিণি,
শ্রুতি, স্মৃতি গতি দায়িনি।
কমলাকান্ত প্রমোদ প্রদায়িনী,
চন্দ্রচূড় হৃদি চারিণি, গো॥ (১৭৭)

খাম্বাজ—একতালা।

মা! গুণময়ি গুণময়, করুণাময়ি করুণাময়,
দীন দয়াময়ি দীন দয়াময়॥

সুরট—জলদ্ তেতালা।

করুণাময়ি কালি! করুণাধন কোথা থুলে।
দীন হীন দেখে, দয়াময়ি! দয়া পাশরিলে॥
পুরাণ সম্মত যত কলিযুগ বর্ণন,
যতনে করেছি আমি সব প্রতিপালন।
কলিজয়ী কালীনাম, চরণে পরম ধাম,
এযদি প্রমাণ তবে কেন কৃপা না করিলে॥
পেয়েছি পরম ভয়, হৈয়েছি মা নিরাশ্রয়;
খেয়েছি বিষয় মধু, রয়েছি মা ভ্রমে ভুলে।
কমলাকান্তের গতি, বুঝিলাম কঠিন অতি,
পতিত পাবনি যদি পতিতে নিদয় হৈলে॥ (৩৬০)

রামকেলী—একতালা।

কালি! কেনে করিলে একাল্ যন্ত্রণা, গো!
আশুতোষ জায়া, হইয়ে নিদয়া,
পরিহরি করুণা;
প্রকৃতি পুরুষ তুমি গো আদি,
সগুণাগুণ তুমি অনাদি;

আগমনী।

ঝিঝিট—জলদ তেতালা।

কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি

কি আনন্দ আমার।

হিমগিরি হে! জিনি অকলঙ্ক বিধু বদন উমার॥

বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে,

আধ আধ মা বলে, বচন সুধাধার

জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার

গিরিরাজ॥

ভিখারি সে শূলপাণি, তারে দিলে নন্দিনী,

আর না কখন মনে, কর একবার।

কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার।

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখর মণি,

বিলম্ব না কর আর, হে গৌরী আনিবারে

দূরে যাবে সব দুঃখ, গৌরি আনিলে।

(গিরিরাজ)॥ (১৮৩)

বেহাগ—তিওট।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে॥
এই, এখনি শিয়রে ছিল,
গৌরী আমার কোথা গেল,
হে! আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে॥
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃত রাশি সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি,
চেতনে হারালাম্ গিরি,
হে! ধৈরয না ধরে মম জীবনে॥
আর শুন অসম্ভব, চারিদিকে শিবা রব;
হে! তার মাঝে আমার উমা,
একাকিনী শ্মশানে।
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার,
হে! না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে॥
কমলাকান্তের বাণী,
পুণ্যবতী গিরিরাণি, গো!

যেরূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে।
ওপদ পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী, গো;
হর হৃদিমাঝে রাখে, অতি যতনে॥ (১৮৭)

কেদারা—একতালা।

গিরি! প্রাণগৌরী আন আমার।
উমা বিধুমুখ, না দেখি যাবেক,
এঘর লাগে আন্ধার॥
আজি কালি বলি দিবস যাবে,
প্রাণের উমারে আনিবে কবে;
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে,
একি তব অবিচার॥
সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে,
সে শোকে রোয়েছি পরাণে ধরে;
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে,
জীবনে কি সাধ আর॥
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত,
কেন্দনাকো রাণি হও গো! শান্ত;

কে পাইবে তোমার উমার অন্ত,
তুমি কি ভাব অসার॥ (১৮৫)

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

কবে যাবে বল গিরিরাজ! গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে, হে॥
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে! পাষাণ তাহে, না কর মনেতে॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি!
কেমনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে॥ (১৮৬)

পরজ কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

বারে বারে কহ রাণি! গৌরী আনিবারে।
জানত জামতার রীত, অশেষ প্রকারে॥

বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি, ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী ;
ততোধিক শূলপাণি, ভাবে উমা মারে।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদিপরে ;
সে কেন পাঠাবে তাঁরে, সরল অন্তরে।
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান ;
দারুণ বিষের জ্বালা, না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া, শীতল শঙ্কর কায়া ;
সে অবধি শিব জায়া, বিচ্ছেদ না করে॥
অবলা অলপ অতি, না জান কার্য্যের গতি,
যাব কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ ;
তার্ মা বটে মানায়ে যদি,
আনিবারে পারে॥ (১৮৭)

বিভাস—টিমাতেতালা।

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে॥
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে,
ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে॥

মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব,
আজি তনু জুড়াইব, আনন্দ সমীরে।
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,
ঘরে আসি কি কব রাণীরে॥
দূরে থাকি শৈল রাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা,
পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেমনীরে।
মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়,
উমারে আনিতে হবে ঘরে॥
প্রবেশে কৈলাসপুরী, নাভেটিল্লে ত্রিপুরারি;
গমন করিল গিরি, শয়ন মন্দিরে।
হেরিয়ে তনয়া মুখ, বাড়িল পরম সুখ,
মনের তিমির গেল দূরে॥
জগতজননী তায় প্রণাম করিতে চায়,
নিষেধ করয়ে গিরি, ধরি দুটি করে।
কমলাকান্ত সেবিত তব শ্রীচরণ,
মা! আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে॥ (১৮৮)

—

যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর!
কর অনুমতি হর, যাইতে জনক ভবনে॥
ক্ষণে ক্ষণে মম মন, হইতেছে উচাটন,
ধারা বহে তিন নয়নে॥
সুরাসুর নাগ নরে, আমারে স্মরণ করে;
কত না দেখেছি স্বপনে, যোগনিদ্রা ঘোরে।
বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
মা দুর্গা বোলে ডাকে সঘনে॥
মায়ের ছল ছল ছটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি,
কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ কব কায়,
বল প্রাণ ধরি কেমনে॥
হউক্ নিশি অবসান, রাখ অবলার মান,
নিবেদন করি চরণে।
কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ! অনুচর,
বোল্যে যাই আসিব ত্রিদিনে॥ (১৮৯)

———

ছায়ানট—তিওট।

ওগো হিমশৈল গেহিনি, গো রাণি!
শুন মঙ্গল বচন,
এলো গিরি লয়ে প্রাণ উমারে॥
কি কর কি কর রাণি! শুন গো জয় জয় ধ্বনি,
আজি কি আনন্দ গিরিপুরে॥
দেখে এলাম রাজপথে, তোমার তনয়া দাঁড়ায়ে রথে
গো! শ্রমবিন্দু মুখবরে।
বারেক সে মুখ চেয়ে, অমনি আইলাম ধেয়ে,
পুণ্যবতি! লইতে তোমারে॥
জয়া! কি বলিলে আরবার বল,
আমার গৌরী কি ভবনে এলো
গো! মরেছিলাম না দেখিয়ে তাঁরে।
কহিতে কহিতে রাণী, ধাইল যেন পাগলিনী,
কেশপাশ বাস না সম্বরে, গো! ॥
দেখিয়ে সে চাঁদমুখ, রাণী পাশরিল সব দুখ,
গো! কোলে নিল ধোরে ছুটি করে।
কমলাকান্তের বাণী, বিলম্ব না কর রাণি!
বরণ করিয়ে লহ ঘরে॥ (১৯০)

পরজ কালাংড়া—অলদ্ তেতালা।

এখনি আসিবে গো। গিরিরাজ,
আনন্দে অভয়া লয়ে।
আজি জুড়াইব আঁখি, চল সখি দেখি গিয়ে॥
মেনকা রাণীর দাসী, প্রতি ঘরে ঘরে আসি,
মনের তিমির নাশি, মঙ্গল গিয়েছে কয়ে।
তোমরা যতেক এয়ো, রাজার ভবনে যেয়ো,
বরণ বরিয়ে রাণী, লবে গো আপনার মেয়ে॥
নগর নিকটে শুনি, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি;
ধাইল যত রমণী, সবে উন্মত্তা হৈয়ে।
সম্মুখে শঙ্করী রথ, হেরিয়ে যুবতী যত;
পাশরিল মনোদুখ, বিধুমুখ নিরখিয়ে॥
হেন কালে শৈল রাণী, এলো যেন পাগলিনী;
মুখে নাহি সরে বাণী, রৈল ও চাঁদমুখ চেয়ে।
কমলাকান্তের ভাষা, পুরিল মনের আশা;
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি, বিধি দিল মিলাইয়ে॥ (১৯১)

—

বিভাস যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

এলো গিরি নন্দিনী,
লয়ে সুমঙ্গল ধ্বনি, ঐ শুন ওগো রাণি।
চল বরণ করিয়ে, উমা আনি যেয়ে,
কি কর পাষাণ রমণি, গো!॥
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে,
ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল,
অঞ্চল লোটায়ে ধরণী॥
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীয়ে,
দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি, উমামুখ শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী॥
গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী,
ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের, পুলকে অন্তর,
হেরি ও বিধুমুখ খানি॥ (১৯২)

পরজ কালাংড়া—টিমাতেতালা।

গিরিরাণি! এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবন ধন॥
কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূল ধারী,
প্রাণ উমা আনিলাম নিজপুরে॥
দেখো মনে রেখ ভয়, সামান্যা তনয়া নয়,
যাঁরে সেবে বিধি বিষ্ণু হরে।
ওরাঙ্গাচরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জ্জটি,
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে॥
তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া,
ছায়ামাত্র জীবনাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী কালীতারা নাম ধরি,
কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে॥
অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া ছেলে,
ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে।
মেনকারাণি!
কমলকান্তের বাণী ধন্য ধন্য গিরিরাণি!
তব পুণ্য কে কহিতে পারে॥ (১৯৩)

মালসী—তিওট।

এলে গৌরি! ভবনে আমার।
তুমি ভুলে ছিলে, মা বল্যে বুঝি এতাদিনে।
চিরদিনে।
মায়ের পরাণ, কান্দে রাত্রিদিন,
শয়নে স্বপনে হেরি গো।
ওমুখ তোমার।
কত কামনা করিয়ে কাননে,
আমি রতন পেয়েছি যতনে;
সচন্দন ফুলে, নব বিল্বদলে,
পুজেছিলাম গঙ্গাধরে, গো! হৈয়ে নিরাহারি॥
গিরিপুর রমণী চারিপাশে,
কত কহিছে হাস পরিহাসে।
তরু মূলে ঘর, স্বামী দিগম্বর,
তা নহিলে আর কতদিন হইত তোমার॥
তুমি পুণ্যবতী গিরিরাণি!
শুন কমলাকান্তের বাণী।

জগত জননী, তোমার নন্দিনী,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন গো! চরণ যাহার॥ (১৯৪)

খট যোগিয়া—জলদ্ তেতালা।

শরত কমল মুখে, আধ আধ বাণী! মায়ের॥
মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখ ঈষদ হাঁসি,
ভবের ভবনসুখ ভণয়ে ভবানী॥
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর,
মা। জিনি কত সুধাকর,
শত দিনমণি।
বিবাহ অবধি আর, কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী॥
শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয়,
মা! তোমার অধিক ভাল বাসে সুরধুনী।
মোরে শিব হৃদে রাখে,
জটাতে লুকায়ে দেখে,
কার কে এমন আছে সুখের সতিনী॥

কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজ রাণি !
কৈলাস-ভূধর ধরাধর চূড়ামণি।
তা যদি দেখিতে পাও,
ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক ভবগৃহে, ভূধর রমণি॥ (১৯৫)

সিন্ধু মুলতান—জলদ তেতালা।

শুনেছি মা ! মহিমা তোমার, ওগো প্রাণ গৌরি !
তুমি ত্রিভুবন জননী॥
মোর মনে ভ্রান্তি, অভয়া নিজ নন্দিনী, মা !
কি জানি কুলকামিনী॥
পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, তুমি তমোরজঃ সত্ত্ব,
মাগো ! তুমি গুণময়ী গুণ রূপিণী।
নিগু'ণ নীরূপ নিরঞ্জন বিভু তারে মা !
তব গুণে সগুণ গণি॥
অবিদ্যা অপরা পরা, বিদ্যা তুমি পরাৎপরা,
মা গো ! তুমি বিশ্বময়ী বিশ্বকারিণী।

যে জনা যে রূপে ভজে, মা তার হৃদয়াম্বুজে,
সেইরূপে গতি দায়িনী ॥
অসংখ্য তপের ফলে,
তোমাধন পেয়েছি কোলে,
মা গো! তুমি দয়াময়ী দুঃখহারিণী।
কমলাকান্তের গতি, হেমা! তব নাম,
ভব জলনিধি তরণী ॥ (১৯৮)

খট যোগিয়া—জলদ—তেতালা।

রাণী বলে জটিল শঙ্কর, কেমন আছো গো! হর,
চন্দ্রশেখর শূলপাণি, গো! ॥
যে অবধি নয়নে, হেরিলাম ত্রিলোচনে,
আমি তোমার অধিক তাঁরে জানি গো! ॥
তাঁর পরিধান বাঘছাল, আভরণ হাড়মাল,
মুকুট ভূষণ শিশুফণী।
যিনি রজতাচল, অতিশয় সুনির্ম্মল,
ভস্ম ভূষিত তনুখানি ॥

আমার শপথ তোরে, স্বরূপে কহ না মোরে,
প্রবল সতিনী সুরধুনী।
স্বামীর সোহাগে ভাষে, সে তোরে কেমন বাসে,
তাই ভাবি দিবস রজনী, গো! ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি!
আশুতোষ দেবচূড়ামণি।
না জানে আপনার পর, যে আসে তাহারি ধর,
সুখে আছে তোমার নন্দিনী গো! ॥ (১৯৭)

বেহাগ—জলদ তেতালা।

আজু মন্দিরে ওমা! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে।
পূজয়ে ভকত বৃন্দ, জবা সুচন্দন দিয়ে ॥
আনন্দিত নর নারী, সবে পুলকিত হিয়ে।
মগন ভকতগণ, সদা ডাকে মা বলিয়ে ॥
সুরাসুর নাগ নর, নাচে উল্লাসিত হৈয়ে।
দিবা নিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে ॥
মহাপাপী দুরাচারী, নিস্তারিল নাম লয়ে।
পতিত কমলাকান্ত, রহিল শ্রীচরণ চেয়ে ॥ (১৯৮)

পরজ কালাংড়া—জলদ তেতালা।

ওরে নবমীনিশি! না হৈওরে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত;
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরই প্রাণ॥
প্রফুল্ল কুমুদ বরে, সচন্দন লয়ে করে,
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমায়, চরণে করিব দান।
ঘোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি ভয়,
যেন নাসহিতে হয়, দেরে! শিবের বচন বাণ।
হেরিয়ে তনয়ামুখ, পাশরিলাম সব দুখ;
আজি সে কেমন সুখ, হতেছে স্বপন জ্ঞান।
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি!
লুকায়ে রাখ না যারে, হৃদয়ে দিয়ে স্থান॥ (১৯৯)

খট—জলদ তেতালা।

কি হলো নবমীনিশি, হৈলো অবসান, গো!
বিশাল ডমরু, ঘন ঘন বাজে,
শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ, গো॥

কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ,
মায়ের মলিন হয়েছে অতি, ওবিধু বয়ান।
ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহে তা দিতে পারি;
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান।
কেজানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত,
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত, হয়েছি পাষাণ, গো।
পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠান যায়;
মিছে আকিঞ্চন কেন, করে ত্রিলোচন।
কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে;
হর, আপনি রাখিলে রহে,
আপনার মান, গো!॥ (২১৭)

কালাংড়া—সলর তেতালা।

ওগো উমা! আজ্ কি কারণে পোহাল যামিনী।
এত অনুচিত কেন, গো, করে শূলপাণি॥
আমি উমার লাগিয়ে, অনেক কেলেশ পেয়ে,
এতদূর সফল করি মানি।

হেরিয়ে ও চাঁদমুখ, পাশরিলাম সব দুখ,
আজ্ কেন কান্দিছে পরাণি॥
আমি তোমারে পাইয়ে, সকল দুঃখ বিস্মরিয়ে,
নাহি জানি দিবস রজনী।
আজ্ বিধি বিড়ম্বিল, মনের আশা না পূরিল,
এখন আমি কি করি নাজানি॥
সতত আমার মনে, ভয় সয় তোমা বিনে,
জল বিনে যেন চাতকিনী।
অতি নিদারুণ হর, পাগল সে দিগম্বর,
কেনে দিলাম তাহারে নন্দিনী॥
আমার মনের আগুন, দ্বিগুণ উথলে কেন, মা।
বুঝি গিরি পাঠাবে এথনি।
কমলাকান্তের, নিবেধ নামানে প্রাণ,
নাছাড়িব চরণ দুখানি॥ (২০১)

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

জয়া বলগো! পাঠান হবে না,
হর মায়ের বেদন কেমন জানেনা॥
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার,
ওকথা আমারে বোলোনা॥
ওগো হৃদয় মাঝারে, রাখিব বাছারে,
প্রহরী এছুটী নয়ন।
যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া!
তখনি ত্যজিব জীবন।
সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ,
তিন দিন যদি রয়না।
তবে কি সুখ আমার, এছার ভবনে,
এদুঃখে প্রাণ আমার রবেনা॥
যাতনা কেমন, নাজানে কখন,
বিশেষে রাজার কুমারী।
আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া!
হর যে জনম ভিখারী॥

ওগো! শ্মশানে মশানে, লৈয়ে যায় সে ধনে,
আপনার গুণ কিছু জানেনা।
আবার কোন লাজে হর, এসেছেন লইতে,
জানেনা যে বিদায় দেবে না॥
তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি!
উপদেশ কহি তোমারে।
কত বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ওই পদ,
তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে।
কমলাকান্তের, নিবেদন ধর,
শিব বিনা শিবা পাবেনা।
যদি জামাতা শঙ্করে, পার রাখিবারে,
তবে তোমার গৌরী যাবে না॥ (২০২)

পরজ কালাংড়া—ঢিমে তেতালা।

আমার গৌরীরে লয়ে যায়, হর আসিয়ে।
কি কর হে গিরিবর! রঙ্গ দেখ বসিয়ে॥

বিনয় বচনে কত, বুঝাইলাম নানামত;
শুনিয়া না শুনে কাণে,
ঢোল্যে পড়ে হাসিয়ে॥
একি অসম্ভব তায়, আভরণ ফণিহার;
পরিধান বাঘছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।
আমি হে রাজার নারী,
ইহা কি সহিতে পারি,
সোনার পুতলি দিলে পাথরে ভাসায়ে॥
শুনি গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়,
অণিমাদি আছে যার, চরণে লোটায়ে।
কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখর রাণি!
পরম আনন্দে গো!
তনয়া দেহ পাঠায়ে॥ (২০৩)

বিজয়া।

মূলতান—জলদ তেতালা।

ফিরে চাও, গো উমা! তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে, কোথা যাও, গো!।
রতন ভবন মোর, আজি হৈলো অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে এছার জীবন।
এই খানে দাঁড়াও উমা! বারেক দাঁড়াও মা।
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও, গো॥
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ পানে।
বোলে যাও আসিবে আর, কতদিনে এভবনে।
কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও।
বিধুমুখে মা বলিয়ে মায়েরে বুঝাও, গো॥(২০৪)

শিবসঙ্গীত।

বেহাগ—জলদ তেতালা।

যোগী শঙ্কর আদি মহেশ।
পুরুষ পুরুষ-প্রধান ত্রিলোকবাস॥

ত্রিপুর দহন ত্রিনয়ন ত্রিগুণেশ।
ত্রৈলোক্যপাবন ত্রিকাল ত্রিপুরেশ॥
কমলাকান্ত ত্রিতাপবিনাশ।
দাতা দিগম্বর, ভো! আশুতোষ॥ (২০৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মন! ভার ভোলারে।
যা ইচ্ছা কর দিতে পারে॥
ত্রিপুরারি দয়াময়, কখন ভুলিবার নয়; মনরে।
পুরাকৃত পাপ যত, হর বিনে কেবা হরে॥
শুন মন! দুরাচার, শিবনাম সারাৎসার;
দেখ ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জটার ভিতরে॥
কমলাকান্ত বলে, পোড়্যে কালীর পদতলে;
মনরে! সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্ত্রী, ঘরণী যার ঘরে॥
(২০৬)

সোহাগ—জলদ তেতালা।

মন্মথ মথনং ভূতেশ সদা, শশি শেখরং ভজে।
ত্রিগুণাকরং ত্রিলোচন সুন্দরং হরং,
গঙ্গাধরং গুরুং গিরিজাবরং ভজে॥

প্রমথাধিপং পরমানন্দ প্রকাশকং।
পরমার্থদং পরং পরমেশ্বরং ভজে।
কমলাকান্ত ত্রিতাপ বিনাশনং,
বৃষভাসনং বিভুং শিবশঙ্করং ভজে॥ (২০৭)

ভৈরোঁ—কাওয়ালী।

ভৈরোঁ আইল, মায়া পলাইল,
ত্রিশূল ডমরু হাতে।
ঘোরদল পরদল, ভৈগেল সমফল,
মিলিব জননীর সাতে॥
ভৈরোঁবালা, জগমন আলা,
নর শিরমালা সোহে।
সঙ্কট বঙ্কট, বিকট কপট নট,
পরশু দেখাইল মোহে।
জটাজূট আর, সিন্দূর ভালে,
বম্‌বম্ গাল বাজাইল।
তাকর পিছে, অম্বা নাচে,
কমল অমলপদ পাইল॥ (২০৮)
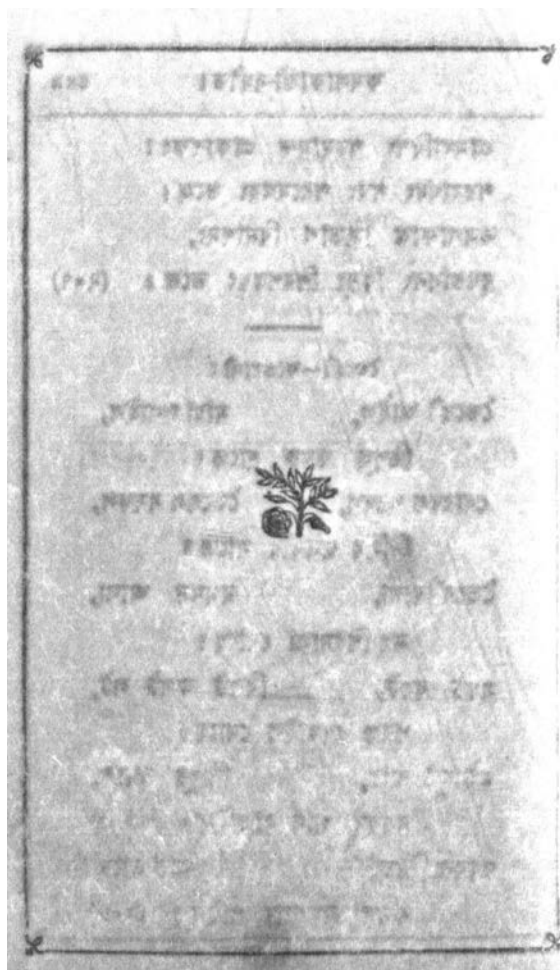
জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত

কালীকচ্ছ

নিবাসী

দেওয়ান রায় রামদুলালনন্দী

(মুন্সী) মহাশয়ের

সঙ্গীত।

ত্রিপুরার দেওয়ান মহাশয়ের সঙ্গীত।

গৌরী—একতালা।

পরম পরম পরমকারণ।
পরমব্রহ্ম পরাৎ চিন্তামণি রূপিণ।
তেজমধ্যে চণকাকার,
প্রকৃতি পুরুষ জগদাধার,
একই কায়, যে যেই চায়।
তাহা সেইরূপে কর পূরণ॥
শৈব আদি ভাবুকগণ,
শিব আদি রূপে পায় দরশন।
সাধনহীন, অতিশয় দীন,
শ্রীরামদুলালে প্রণমে চরণ॥ (১)

বাহার—আড়া।

মা মনে যত আশা করি তবে পূর্ণ হয়।
বাণী তুল্য পাই বিদ্যা, শিব তুল্য হয় সিদ্ধা,
পিতামহ সম আয়, ধনেশের ধন হয়॥

মা মনে যত আশা করি, হয় না হয় কর্ত্রী করি,
কি করি কি করি দয়াময়।
শ্রীরাম দুলালে কয়, মানবে কি ইহা হয়,
দিচ্ছেন আত্ম-পরিচয় মন মহাশয়॥ (২)

———

ললিত—আড়া।

কি কুহক তারা তোমার,
ত্রিলোকে কেহ না জানে।
বলে ক্ষিপ্ত লোকে তারে যে থাকে ঐ সন্ধানে॥
দ্বিধা ভাবে এক শক্তি, জননী রমণী উক্তি।
ঐক্য করে ক্ষেপাব্যক্তি,
অনৈক্য হয় ভ্রান্তিজ্ঞানে॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি;
কুহকে কুহক দিয়ে, মায়ায় মায়া আচ্ছাদিয়ে,
চাহ মা সদয় হয়ে, শ্রীরামদুলাল পানে॥ (৩)

———

সোহিনী বাহার—ষৎ।

ওগো জেনেছি জেনেছি তারা
তুমি জান ভোজের বাজি।
যে তোমায় যেমনি ভাবে,
তাতে তুমি হও মা রাজি॥
মগে বলে ফরাতরা,
লার্ড বলে ফেরিঙ্গী যারা।
খোদা ব'লে ডাকে তোমায়,
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী॥
শাক্তে তোমায় বলে শক্তি,
শিব তুমি শৈবের উক্তি।
সৌর বলে সূর্য্য তুমি,
বৈরাগী কয় রাধিকাজি॥
গাণপত্য বলে গণেশ,
যক্ষে বলে তুমি ধনেশ।
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা,
বদর বলে নায়ের মাঝি॥

শ্রীরাম দুলালে বলে, বাজি নয় এ জেন ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে,
মন আমার হয়েছে পাজি ॥ (৪)

—

শঙ্করাভরণ—একতালা।

দেখরে মায়েরে ঘট ঘটান্তরে সর্ব্বঘটে ব্যাপিনী।
সে যে অকথ্য অদ্বৈত অনিত্যরহিত অনন্তরূপধারিণী ॥
মনুজে দনুজে জলজে স্থলজে,
স্বেদজে আর ভুজঙ্গে, আছে মাতঙ্গে পতঙ্গে,
বিহঙ্গে কুরঙ্গে অনঙ্গ অরি মোহিনী ॥
শ্যাম শ্যামা হর, ধাতা পুরন্দর,
কিবা দিবাকর চক্রধর।
সকলি জগতে, তাঁহার অংশেতে,
ব্যক্ত সর্ব্ব শাস্ত্রেতে ॥
কহে ঋক্ যজু সাম, মতান্তরে নাম,
অন্তে এক ভবান্তক।
সর্ব্ব ভূতেতে সমান, হেরে জ্ঞানবান্,
শ্রীরাম দুলালের এই বাণী ॥ (৫)*

গৌরী—একতালা।

তিমিরে তিমির বিনাশে,
ভবোপরে এসে কার মহিষী।
একি অপরূপ দেখ ওহে ভূপ,
অসিত বরণ অসিত নাশি॥
রণের তরঙ্গে নাচিছে উলঙ্গে,
রুধির বহিছে নীরদ অঙ্গে।
কিবা শোভা তায়, যেন ভেসে যায়,
যমুনা সলিলে কিংশুক রাশি॥
দুলাল বলে একি, অপরূপ দেখি,
সামান্য মেয়ে কি করাল মুখী।
ভাবাতীতা যেই, মেয়ে হয় সেই,
শুম্ভকে কৃতার্থ করিল আসি॥ (৬)

ঝিঁঝিট—আড়া।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি।
তবে কেন মতভেদ হও গো জননি॥

কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত,
কেহ হিংসাপরায়ণ কেহ তত্ত্বজ্ঞানী ॥
সর্ব্ব স্বরূপিণী তারা, সর্ব্বে সর্ব্ব রুচিকরা,
সর্ব্ব ভাবে ব্রহ্ম সারা দুলালের বাণী ॥ (৭)

ঝিঁঝিট—আড়া।

হেন কৃপাময়ে তারা সাধন হীনে।
কে লবে দীনের ভার ঈশানী বিনে ॥
পাতক দেখিয়ে ভারি, ভয় ক'র না ভয়ঙ্করি,
কৃপাসিন্ধু শুকাবে না কণিকা দানে ॥
কলুষেতে পূর্ণ আমি, কলুষ নাশিনী তুমি,
তাই মা তারিতে হবে দুলালে ভণে॥ (৮)

ললিত—আড়া।

কি কর পামর মন ঘুমায়ে রহিলে কেন।
প্রায় দিবা অবসান মহানিদ্রা আগমন ॥
মহানিশি জাগরণে, কালী কালী বদনে,
ডাকরে সঘনে যদি মুক্ত হবে এ জীবন ॥

ঘুরেমে পাড়ায়ে ঘুম, তুল কালী নামের ধুম,
শ্রীরাম দুলালের এই মিনতির নিবেদন ॥ (৯)

মূলতান—আড়া।

ধনাশা জীবন আশা গেল না, সকলি গেল। (মা)
কৌমার যৌবন গত জরা আগমন হল ॥
ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ।
তা দিলে মা দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তাতে হৈল বাড়া,
(এখন) ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা হয় সে ভাল ॥
সমান বয়সী যত, প্রায়শঃ হইল হত,
ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব।
আপনি পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি সবে,
তবু চিরজীবী ভাবে ভ্রান্তি রহিল ॥
অক্ষির গেল মা জ্যোতিঃ, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
মনের গেল মা স্মৃতি, চরণে গতি।
আছে কান্তাঅভিলাষ, অদর্শনে আ'সার আশ,
দরশনে জরা বলে কি দায় হল ॥

তোমার মায়ার গুণে, পদ্মযোনি পঞ্চাননে,
ক্ষীরোদশায়ীর সনে ভ্রান্তে ভ্রমিল।
শ্রীরাম দুলালে ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর এসে সেই সে মঙ্গল॥ (১০)

বেহাগ—আড়া।

সর্ব্ব-স্বরূপিণী করণ কারণ।
তুমি সে কর ত্রিলোক সৃজন পালন॥
জনক জননী তুমি, স্বরগ পাতাল ভূমি,
ত্রিভুবনে অন্য রূপা সকলি আপন॥
আর শুনেছি অধিক, করেছ পুণ্য পাতক,
স্বর্গ নরক তবে তাহা নাহি মানি,
যাহা নাহি হও আপনি,
তবে কি হবে তাহা ভোগের কারণ॥
শ্রীরাম দুলালে ভণে, কিবা লীলা ভুবনে,
কর মা কখন—কি কহিবে জ্ঞানহীনে॥
বেদে নাহি ভেদ জানে,
তাহে আমি দীন হীনে, না জানি ভজন॥ (১১)

গারা—আড়া।

মন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলেকি ভুলিতে নার।
ভুলে মূল হারাবে পাছে মুলেরি সন্ধান কর॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, পরিজন আছে যত।
যাকে অতি ভাল বাস, সেরূপ ভাব মায়ের॥
নিত্য বস্তু পরমাণু, যার চয়ে হয় তনু,
সংযোগ হইলে ধ্বংস, ভেবে দেখ কেবা কার!
শ্রীরাম ভুলালে বটে, সদা ফেরে মাঠে ঘাটে,
ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, ভাব তুমি সেই সার॥ (১২)

আলাইয়া—আড়া।

নাহি ধন না হইবে বিশ্বঅর্চ্চনা।
ঘরে দাক্ষায়াণী পূজা করিব স্ববাসনা॥
অষ্টোকণ মণ্ডপেতে, রতন বেদি উপরে,
সিংহাসনে প্রেত শিরে, আছে বামা স্থাপনা
বপুস্থ পঞ্চ দ্রব্যেতে।
পঞ্চ উপহার দিয়ে পূজিব তাহায়,

পুষ্পেন্দ্রিয় মালাদানে, কামাদি বলি প্রদানে,
শ্রীনাথ দ্বারায় পূজা করিব শবাসনা॥ (১৩)

আলাইয়া মিশ্র—একতালা।

আহা মরি মরি কি রূপমাধুরী,
কাঞ্চন জিনি স্বরূপা সুন্দরী।
ভুজঙ্গিনী জিনি, শোভিছে ত্রিবেণী,
মহেশমোহিনী॥
ভালে ইন্দু শোভিছে ভাল,
নয়ন খঞ্জনে অঞ্জন মিশান,
নাসা তিলফুল জিনিয়ে।—
আস্যে হাস্য চঞ্চলা চপলা,
দশন পাঁতি মুকতা ভাতি
অধর পক্ব বিম্ববরণী॥ (১৪)

আলাইয়া মিশ্র—একতালা।

ত্বং নমামি অপাদ গামিনী।
অবাণী, সর্ব্বদায়িনী, অচক্ষে হেরিণী,
অকর্ণে শ্রবণী সর্ব্ব আত্মারূপিণী॥

সগুণা নিগুর্ণা তুমি ত্রিলোচনা,
কৃষ্ণ কৃষ্ণা বেদে নাহি সীমা,
তুমি সকলে সর্ব্বমঙ্গলে;
শ্রীরাম দুলালে মনকুতূহলে,
নিবেদয়ে বাণী চরণকমলে।
যে রূপা হও তুমি, সে রূপে প্রণমি,
রূপের সীমা না জানি॥ (১৫)

খাসাইয়া—আড়া।

তারিবে কি না তারিবে ভাবিয়াছ কি?
শ্রীনাথ চরণে তোমার শরণ লয়েছি॥
স্বকর্ম্মফলে রাখিবে, তারা নাম কিসে রবে,
তাই ভেবে দিবানিশি ভীত হয়েছি॥
ঘরে ছয় জন আছে নাচিয়া ফিরে,
জ্ঞান দ্বার পাপের কপাটে রোধ করে।
মুক্তি করা না জানিয়ে শ্রীনাথ সহায় নিয়ে,
স্বকর্ম্ম ছাড়িয়া ভার তোমায় দিয়াছি॥ (১৬)

রামপ্রসাদী-ছটা।

চল মন সুদর্বারে।
যথা কোর্ট্নামি কারও খাটেনারে॥
দেওয়ান যথা ভস্মমাথা কপট ভক্তি জানেনারে,
সেথা লেংটা গেলে আদর আছে
ধন কড়ি তায় লাগেনারে॥
দুলাল বলে কোন ফের টাকাদিয়ে মিলেনারে,
তথায় হাজির বাসী জানাইলে
দয়াময়ী দয়া করে॥ (১৭)

ললিত—আড়া।

প্রবোধ অবোধ মন না মান প্রবোধ কেন।
হবে কি সুবোধবুধ কর বুধ-আচরণ॥
বালকে যেমন খেলাকালে জনক জননী বলে,
তেমনি মোহেতে র'লে নানারূপে কর ধ্যান॥
এক ব্রহ্ম নাই আর, কেন ভ্রান্ত বারম্বার,
প্রকৃতি পুরুষে মন, কেন কর ভেদ।
বেদে নাহি ভেদ রয়, যে অভেদে অভেদ হয়;
শ্রীরাম দুলালে কয় সর্ব্ব ঐক্য কর মন॥ (১৮)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর,
লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব পদ,
কারে কর অধোগামী॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি,
তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারে সার তুমি॥
* * * *।
* * * *॥ (১৯)

ভৈরবী—মধ্যমান।

কিবা করুণাসিন্ধু চরণে ধারণ।
মরি অভাজনে হল দয়াবারি বিতরণ॥
নাহি ভজন পূজন, জপন মনন ধ্যান,
নাহি কীর্ত্তন শ্রবণ সদা ধ্যায়ী পরিজন॥

ক্রমে শেষ হল দিন, বয়স গেল পঞ্চান্ন,
ভীতিতে করে উত্তীর্ণ রাখিলি যশঃ যোবণ॥
হ'ল স্থগিত আমার নয়নখঞ্জন!
দশ দিক্ নিরখিয়ে না হেরে মনোরঞ্জন॥
কে নিল কি কব কারে, ভাবে বুঝিলাম অন্তরে,
সকলি কপালে করে, কারে করিব গঞ্জন॥
শ্রীরাম দুলালে বলে, নয়ন সারাও কলে,
সে মনোলোভায় সতত কর নয়ন অঞ্জন॥ (২০)*

* ইহাই দেওয়ান মহাশয়ের শেষ সঙ্গীত। তিনি অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী গান মাত্র আমরা প্রকাশ করিলাম।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত

চুপীগ্রাম

নিবাসী

দেওয়ান নন্দকুমার রায়ের

সঙ্গীত।

দেওয়ান নন্দকুমারের সঙ্গীত।

মূলতান—একতালা।

কালী পদ সরোজ রাজে সহজে ভৃঙ্গ হওনা মন।
পদে মত্ত হও মকরন্দে মজে সদানন্দে রওনা মন॥
মধুরধারা বহিছে তাঁর চরণে স্মরণ লওনা রে মন।
পদে লিপ্ত হও ত্বরায় যাও উদর পূরিয়া খাওনা মন॥
শিরসি পদ্মে পাদপদ্মে পদ্মে পদ্ম বিকসিত।
তাহে রিপু ছ'জন করি দমন ষট্‌পদ হও ত্বরিত॥
উড়িতে শক্তি নাই যদ্যপি তত্ত্ব পথে ধাও না রে মন॥
ঈষৎ উড়ে উদে মায়ের পদে
পড়ে গুন্ গুন্ গুন্ গা[illegible] মন।
যুগ্ম পদ্ম ত্যজিয়ে বদ্ধ মায়া [illegible] ফুলেতে।
তাতে কেবল ধ্বজ গন্ধ মাত্র অন্ধ তত্ত্ব রেণুতে।
জড়িত পঙ্ক কন্টকে মন তথায় বিরস হওনা রে মন॥
কি সুখে রও নীরস পুষ্প কি রস পাও কওনা মন।

বিষয় শিমূল মুকুলে মন ব্যাকুল চিত্ত,
হয়েছে ব্যর্থ অর্থ চিন্তা সতত নিত অর্থ ভুলেছ।
কুমার বলে ওরে ভৃঙ্গ দুরাশা ভঙ্গ হলো
মায়ের পাদ পদ্মে আশাবাসা করত যাওনা, মন। (৯)

ভৈরবী—ঠেকা।

ভুবন ভুলাইলি গো ভুবন মোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণা বাদ্য বিনাদিনী॥
শরীরে শারীরীযন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে।
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী॥
আধারে ভৈরবাকারে ষড়দলে শ্রীরাগ আর।
মণিপুরে [illegible]র বসন্তে হৃৎ প্রকাশিনী॥
বিশুদ্ধ [illegible] [illegible]রে কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে।
তান মান লয় সুরে, ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী॥
মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর অনায়াসে।
তত্ত্বলয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী॥

শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাঁকি সুখে আহ্লাদিনী॥ (২)

বাগেশ্রী—ঠেকা।

ভাব রে বসে মদনান্তক রমণী মন মানসে।
না হয় নাই পর্য্যটনশ্রম,
প্রেমগন্ধ ভাব কুসুম,
তেজ ধূপ দীপ প্রাণ আছেরে তব পাশে॥
সহস্রারামৃতে পাদ্য অর্ঘ্য দেহ মন,
ভাবরূপ নৈবেদ্য কররে অর্পণ।
কাম আদি ছয়জন, বলির এই নিরূপণ,
জ্ঞান কৃপাণে ছেদন কর অনায়াসে॥
হোম কুণ্ড কর শ্রদ্ধা সমিধ সমাধি,
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বাল তায় মন এই বিধি।
হোতা হও ত্যজ কর্ম্ম, দার্ঢ্য ঘৃতে রাখি মর্ম্ম,
আহুতি দেও ধর্ম্মাধর্ম্ম মনরে হেসে॥ (৩)

ভৈরবী—ঠেকা॥

কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।
অহং তত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশতত্ব।
সর্ব্বতত্বাতীত তত্ব, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞান তত্ব ক্রিয়া তত্বে, পরমাত্মা আত্ম তত্বে,
তত্বহবে পরতত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে॥
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান, ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চ ময় তঞ্চ।
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিখা শিবযোগ, বিনাশিবে ভব রোগ,
দূরে যাবে অন্ত ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয়ে জীবনে।
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমাদে হেরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শিব শক্তি আরাধনে॥ (৪)

বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত

চুপীগ্রাম

নিবাসী

দেওয়ান রঘুনাথ রায়

মহাশয়ের

সঙ্গীত।

বৰ্দ্ধমানের দেওয়ান মহাশয়ের

পদাবলী।

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

পড়িয়ে ভব সাগরে ডুবে মা, তনুর তরী।
"মায়াঝড়, মোহতুফান" ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি॥
একে মনমাঝি আনাড়ি,
তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি।
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি॥
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল,
ছিঁড়ে পড়্‌ল শ্রদ্ধার পাল,
নৌকা হ'ল বানচাল, বল কি করি।
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গানামের ভেলা ধরি॥ (১)

সুরট-মল্লার—আড়াঠেকা।

কে রণ রঙ্গিণী, যোগিনী সঙ্গিনী,
হয়ে উলঙ্গিনী, নাচিছে সমরে।
পদতল নব প্রভাকর কর,
দশ সুধাকর, শোভিছে নখরে॥
কিবা জীমূতাঙ্গী জ্যোতিঃ তমহরঃ,
চরণে পতিত শব রূপে হর;
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ও পদে, সঁপিছে অমরে॥
কুন্তলজাল বিনি কাদম্বিনী;
আরক্ত নলিনী দল ত্রিনয়নী;
লোল রসনা করাল বদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে॥
দম্ভে কম্পে ধরণী সঘনে,
করে হুহুঙ্কার পাবক নিস্বনে;
ঝরে ইরম্মদ নয়নেরি কোণে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে॥
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়,

কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়, ;
অকিঞ্চনে কয় সামান্য ত নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে ॥ (২)

বেহাগ—ঠেকা।

সুরতরুমূলে বিহরে বামা,
একাকিনী বিবসনী হ্রীংরূপিণী।
গলিত চিকুর ভার, ভালে বাল সুধাকর,
গলে নরশির হার অসি ধারিণী ॥
শ্রমজল মুখে ঝরে, চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে,
লোল রসনা কালী করাল বদনী।
(বামার) চরণ পঙ্কজে,প্রতি দলে (কত) বিধু সাজে
নাশে অকিঞ্চন মন তিমির শ্রেণী ॥ (৩)

বেহাগ—একতালা।

কি রূপ অনুপমা মা মহেশ মনমোহিনী।
কলঙ্ক রহিত, পরিণত শত, বিধুনিন্দিত বদনী॥
যে রূপ কিরণে হয় হীরকান্তি রত্ন ভূষণে ভূষণী।
মঞ্জীর চরণে বাজে রুণু ঝুনু মণি মুকুতা গাঁথনী॥
দশকরা, বিবিধাস্ত্র ধরা,
সদলে দনুজবিনাশ করা।
পদভরে কাঁপে ধরা দেব দেবী দেয় জয় ধ্বনি॥
আদ্যাশক্তি তুমি ভগবতী,
কে জানে মা তব স্তুতি।
অকৃতি কুমতি অকিঞ্চন প্রতি, প্রসীদ বিশ্বজননি॥(৪)

খাম্বাজ—একতালা।

এমন যাতনা সব কত দিন।
হয়ে প্রসন্না সদয়া, মা হয়ে প্রসন্না সদয়া,
হের মহামায়া, করেছ আমায় জ্ঞান হীন॥

দয়াময়ী নাম শুনি সুপ্রকাশ আছে গো সাংস পীন।
এমা সতত গুণাবলম্বনে, প্রপয়ে নওগো তুমি কঠিন ॥
সদা কুসঙ্গে ধাবিত, সাধন রহিত,
দুষ্কৃতি মতি মলিন।
এমা হের মহামায়া, দেহি পদ ছায়া,
জানি অকিঞ্চনে দীন ॥ (৫)

খাম্বাজ—একতালা।

মা কত কর বিড়ম্বনা।
অজ্ঞানান্ধে রাখি আর দিও না যন্ত্রণা ॥
অনিত্য সুখে ভুলায়ে, দুঃখার্ণবেতে ডুবায়ে,
মা হয়ে সন্তানে কত কর বিড়ম্বনা।
(ভাল রহিত করুণা) ॥
যাগযজ্ঞ পূজনাদি, বিবিধ বিধান বিধি,
দুর্গে তব কৃপা বিনা না হয় ঘটনা।
অকিঞ্চন প্রতি কৃপান্বিতা হয়ে ভগবতী,
দুর্গতি নাশিনী যশঃ প্রকাশ কর মা ॥ (৬)

আড়ানা বাহার—আড়া।

(মা) কে বিহরে সমরে কাল কামিনী।
বিবসনা ত্রিনয়নী অম্বুদ বরণী॥
ঘন হুহুঙ্কার ধ্বনি, বিকট ব্যাপ্তাননী,
মহাঘোরে ঘোর নিনাদিনী।
শব শিশুকুণ্ডল, লোল শ্রুতি মূল,
দনুজ মুণ্ডমালে আপদ লম্বিনী॥
হর হৃদি পঙ্কজোপরি, চরণ সরোজ হেরি,
অকিঞ্চনে কৃতার্থ কারিণী॥ (৭)

মোহিনী—আড়া।

আর কত যন্ত্রণা দিবি গো আমারে।
সহেনা জঠর ব্যাধি জননী গো বারে বারে॥
নিজ দোষেতে দূষিত, হয়ে আছি জ্ঞান হত,
কৃতান্ত ভয়জনিত, এ দুস্তারে কে নিস্তারে।
ভবাংঘ্রি কমলে, নাহি মতি গো বিমলে,
ত্রাহি অকিঞ্চনে ডাকে মা,
ভবঅন্ধ কূপেতে পড়ে॥ (৮)

ললিত বিভাস—আড়া।

ঘন রুচি এলোকেশী নাচিছে কে রণে।
নাচিছে কে রণে বামা নাচিছে কে রণে॥
হুহুঙ্কার ঘোরময়, বিনাশিছে সৈন্যচয়,
এ বামা সামান্য নয়, হয় যে অনুমানে।
অব্যক্তা হইয়া ব্যক্তা, হইবে সুরহিসক্তা,
এ রণে জীবন ত্যক্তা, হবে দৈত্যগণে॥
শ্যামাঙ্গে রুধির চিহ্ন,
প্রত্যঙ্গে শোভিছে ভিন্ন,
যেন জবাদল ছিন্ন, যমুনা জীবনে।
কিবা হাসির হিল্লোলে,
মেঘ কোলে তারা খেলে;
ওরূপ হৃদি কমলে স্থাপে অকিঞ্চনে॥ (৯)

—

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কেরে বামা নিবিড় নীরদ বরণী।
বল হারিণী, প্রতিপদ বিহরণে কম্পিত ধরণী,
এতো নয় (নয়) সামান্য রমণী॥

বিগলিত কেশী, উন্মত্তবেশী,
মুখে অট্ট অট্ট হাসি,
দশনে চমকে যেন তড়িত শ্রেণী।
অকিঞ্চনে এই কয়, কটাক্ষে দনুজ ক্ষয়,
অপাঙ্গে দনুজকুল বল হারিণী॥ (১০)

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

হরগৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়ে কে বিহরে।
কাঞ্চনে জড়িত যেন হীরক মণি শোভা করে॥
আধ মৌলে জটা পরিবেষ্টিত ফণী,
কুলু কুলুধ্বনি তায় করিছে মন্দাকিনী,
চাঁচর চিকুর বেণী কি শোভে আধ শিরে॥
কিবা লোহিত বরণ এক নয়ন ঢল ঢল,
অপরলোচন খঞ্জন জিনি চর্চ্চিত কাজল,
গলে অক্ষ মালা দোলে, মণি মুকুতা হারে॥
রতন কঙ্কণ বলয় অঙ্গুরি বামভুজে,
অঙ্গুলী দলে নখর ছলে কত বিধু সাজে,
অঙ্গকর শোভিতেছে বিশাল ডম্বুরে॥

কিবা নীলপট অজিন পরিধান অতিসুন্দর,
বাম পদ কমলে বাজিছে ঘুঙ্গুর মঞ্জীরে।
দক্ষিণ চরণে নৃত্য করি তাল ধরে॥
আধ ভালেতে কিবা ঝলকিছে বালক ইন্দু,
প্রকাশিছে অরুণ কিরণ আধ সিন্দূর বিন্দু,
অকিঞ্চন ভাবে সদা ঐ রূপ অন্তরে॥ (১১)

আড়ানা বাহার—আড়া।

গিরীশ গৃহিণী গৌরী গিরিনন্দিনী।
গণপতি জননী গীর্ব্বাণগণ পালিনী॥
বিমলা বগলাউমে, বিশাল নয়নী ধুমে,
বিবিধ বরণী বিশ্বজন বন্দিনী।
সতী প্রজাপতি কন্যা, সর্ব্বস্বরূপিণী ধন্যা,
সদাশিব শিব মান্যা, সুখ শালিনী॥
অর্পণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা স্মৃতা,
অনাথ অকিঞ্চন শেষাঘ বারিণী॥ (১২)

সিন্ধু—মধ্যমান।

বল কি হবে মা ছুরাশয় তনয়ের উপায়।
রিপু ছয় আমারে ভুলায়॥
আজন্ম কুবাসনায়, কাল গেল মত্ততায়,
নিকট হইল যম যন্ত্রণা দায়।
শুনি এই বেদে কয়, দুর্গানামে দুঃখ ক্ষয়,
ডাকি গো তারিণি তোমায় সেই ভরসায়॥
যদি নাম মহিমায়, অকিঞ্চন ত্রাণ পায়,
বিশেষ যশঃ প্রকাশে তারিলে আমায়॥ (১৩)

———

বসন্ত বাহার—আড়া।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে।
জননী গো জ্বালামুখী গিরি দুহিতে॥
লোম কূপে ধরাধর, ব্রহ্মময়ী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণু,
তুমি গো মা রাম রূপিণী তুমি অসিতে॥ (১৪)

———

টোড়ী—আড়া।

হের মা এ দীনে, প্রপন্ন অধীন জনে,
তোমা বিনে কে আছে তারিণি ত্রিভুবনে॥
দুর্গে দুর্গতিনাশিনী অম্বে,
জগদানন্দ দায়িনী জননী জগদম্বে।
তনয়ে তার কৃপাবলম্বনে॥
উমা পুরন্দর-জায়া, স্মর-হরপ্রিয়া,
অসীম মহিমা কে তব জানে।
অমল কমলে, শশধর ভালে,
গৌরী গিরীশ গৃহিণী গিরিবালে,
ভব জঞ্জালে ত্রাহি অকিঞ্চনে॥ (১৫)

লুম-ঝিঝিট—একতালা।

ঘণরঙ্গিণী রণরঙ্গিণী তরল তরঙ্গিণী।
শ্যামা হর মনোমোহিনী, ওকে ভীমভঙ্গিনী॥
ডাকিনী যোগিনী সবে, উন্মত্ত হুহুরবে,
করে ধরি যোগায় সুধা, হয়ে সঙ্গিনী।

অদ্ভুত লীলা তোমার, কখন কিরূপ ধর,
ধ্যাপ্তি জ্ঞান হলে পর, হ্রীংময়ী উলঙ্গিনী॥
ভবতত্ব দূঢ় অতি, না জানি মা মূঢ়মতি,
অকিঞ্চন প্রতি হও করুণাপাঙ্গিনী (১৬)

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কবে সে দিন হবে, তারিণী মোরে তারিবে।
অনন্ত শরণ জনে চরণে রাখিবে শিবে॥
রসনায় বলিবে তারা, নাম মধুরাক্ষরা।
তারা নাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে॥ (১৭)

পরজ—আড়া।

কার বামা রণে নাচিছে।
সুধাপানে ঢল ঢল ঢুলে পড়িছে॥
একেত নীরদ কায়, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তায়,
কালিন্দী সলিলে যেন জবা ভাসিছে॥ (১৮)

আড়ানা—আড়া।

জানিতেছি তোমা বিনে গতি নাহি আর তারা।
তবে কেন জেনে শুনে ভুলি ওগো ত্রিপুরা॥
মাতৃগর্ভে অন্ধকারে,
জ্ঞানদীপে আলো করে,
রবি শশী মহাঘোরে, হেথা এসে পথহারা॥ (১৯)

—

বেহাগ—কাওয়ালী।

শঙ্করী সুরেশী শুভঙ্করী সর্ব্বাণী সর্ব্বেশ্বরী।
সুর শরণী, শিশু শশধর, শির সুশোভিনী,
শরণাগত জনে সকল সম্পদ দায়িনী॥
সিংহবাহিনী, শূলশক্তি ধারিণী,
শত সৌদামিনী জিনি, সুন্দর বরণী,
সারদা সুখদা সদানন্দ স্বরূপিণী।
সকৃৎ অকিঞ্চনে, সদয় হও নিজগুণে;
শিবে শমন দমন কারিণী॥ (২০)

—

ঝিঁঝিট্‌খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী সমরে।
অম্বর করেছে আলো নাচে এলো চিকুরে॥
বয়সে বামা ষোড়শী, মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
উদয় হয়েছে শশী, আসি পদ নখরে।
বাম করে অসি ধরি, রণমাঝে দিগম্বরী,
নাচে অসুর সংহারি, মগ্না হয়ে রুধিরে॥ (২১)

যোগিয়া—একতালা।

মা যোগমায়া, যোগেশ জায়া, যোগযুক্ত বিনে।
কে হয় যোগ্য বল, দুর্গে ত্রিতত্ব সাধনে॥
আমি দীন মূঢ় হইয়ে মত্ত, কুসঙ্গে ভ্রমণ করি সতত,
না জানি তব তত্ত্ব, শ্রুতি হারাইয়ে;
অজ্ঞানান্ধ কূপেতে মগন।
যদি স্বীয়গুণে, অকৃতি দুর্জ্জনে,
প্রসন্না হও মা কৃপাবলম্বনে,
তবে অকিঞ্চন পায় পরিত্রাণ,
নিজ দুষ্কৃতি ভব বন্ধনে॥ (২২)

টোরী—কাওয়ালী।

কিবে রূপ জগতমোহিনী।

জগদম্বে প্রপন্ন-জনভয়-বারণ-কারণ হলে মহিষমর্দ্দিনী।

সৌদামিনী জিনি উজ্জ্বল বরণী,

বদনে অলকে কত বেসর মণি,

বিবিধ আয়ুধ করে পদভরে কাঁপিছে ধরণী।

(এমা) এক রূপে কতগুণ প্রকাশ করেছ তারা,

মহেশমনোহরা রিপুগণ ত্রাসকরা,

সুরভয় ভঞ্জিনী সাধকজন-মন-উল্লাসিনী।

অনন্ত মহিমা বেদে শুনি কহে অকিঞ্চন,

তৃণ মহিষ নাশিতে এত আড়ম্বর কেন,

কটাক্ষেতে বিশ্ব লয় হয় গো তারিণী॥ (২৩)

—

খাম্বাজ—একতালা।

ভবসিন্ধু মাঝে কি শোভেরে তারিণী,—

পদযুগল বিচিত্র তরণী।

যদি হবি পার এ অপার সংসার-

পারাবার কর সার চরণ দুখানি।

শুন ওরে মূঢ় মন, বলি তোমায় পুনঃ পুনঃ;
বৃথা কেন ভ্রমিছ অমনি ;
অকিঞ্চনে বিস্তার বিচার করে নিস্তার
তারা কর্ণধার স্বরূপিণী ॥ (২৪)

গান্ধার—আড়া।

মৃগরাজোপরে বিহরে কে সমরে।
দশকরে বিবিধ আয়ুধ ধরে অরিপ্রাণ হরে ॥
তপ্ত হেম বরণী, ত্রিভুবন মোহিনী,
সুরগণে অভয় বিতরে।
অসংখ্য যোগিনী বেড়িয়ে করে ধ্বনি,
মাঝে চন্দ্রাননী রূপে দিক্ আলো করে,
অকিঞ্চনে কহে এই, হয়েছো মা রণজয়ী,
বিশ্রাময় আমার অন্তরে ॥ (২৫)

বাহার—আড়া।

ত্রিপুরা ত্রিলোকতারা ধরাধর নন্দিনী।
হাস্যযুত পূর্ণেন্দুবদনী হরমোহিনী ॥
প্রকৃতির পরা বিশ্বেশ্বরী সুরবন্দিনী।

ভবহৃদিচরা বরা ধরাধর বরণী ॥
দশকরা নানা অস্ত্র ধরা রিপু ভয়ঙ্করা,
অজরা অমরা মম বরাভয় দায়িনী ॥ (২৮)

সিন্ধু—কাওয়ালি।

সিংহ-বাহিনী ত্রিশূলধারিণী,
হসিতবদনী ত্রিনয়নী, মহিষমর্দ্দিনী।
রূপে জগত মোহিত, ত্রিভুবন প্রকাশিত,
একত্র উদিত শত, স্থির সৌদামিনী ॥
গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচারণ, পুটাঞ্জলি দেবগণ,
ভয়েতে পাইয়ে ত্রাণ করে জয়ধ্বনি ॥
দাস অকিঞ্চনের আশ, নাশ মম ভবের পাশ,
তবে সে বিশেষ যশঃ প্রকাশে তারিণী ॥(২৭)

সোহিনী—কাওয়ালী।

শৈলসুতে স্মরহর দয়িতে মা।
শিশু শশধর শিরসি শোভিতে ;
শমন-সদন-গমন বারণ কারণ স্মরণ তোমার মা ॥

সুরাসুর শুভাশুভ দায়িনী,
শিবে সাধক শরণাগত সম্পদবর্দ্ধিনী,
সর্ব্বেশ্বরী শ্যামা সুন্দরী,
শঙ্করী, অকিঞ্চনে তার মা॥ (২৮)

ইমন—তিওট।

মা, তব চরণ দুখানি, শোভে বিচিত্র তরণী,
দুস্তর ভবার্ণব হইতে (গো) পার।
মনন স্মরণ এ তরণীর বাহকগণ,
শ্রীগুরুচরণ ভবকর্ণধার॥
যতনে যে জন ইহাতে করে দৃঢ়মন,
অনায়াসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার।
ভবান্ধ কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন,
কৃপা বিনা গতি নাহি আর॥ (২৯)

ইমন—আড়া।

কেমনে হব পার, গো, ভবজলধি,
তোমার করুণা বিনা তারিণি এবার।

বিবিধ পাপেতে অতি ভার মম কলেবর,
নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে কর গো উদ্ধার ॥
অষ্টাঙ্গ যোগ সাধিয়ে, বিবেক নির্ম্মল হিয়ে,
হয় যায় সেকি আর, দিবে তোমায় ভার।
অজ্ঞান নির্গুণ দীন, ক্রিয়াহীন অকিঞ্চন,
তার তারে তবে জানি মহিমা তোমার ॥ (৩০)

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

চিন্ময়ী সনাতনী, নির্গুণা চৈতন্যরূপিণী,
কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব অতি গহনা।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর করি ধ্যান
না পায় সন্ধান অহমাদি কি গণনা ॥
সগুণরূপ সাধন, আগম নিগম প্রমাণ,
হরমন্মোহিনী রূপ হৃদয়ে ভাবনা।
করিয়ে অবলম্বন, লভিয়ে নির্ম্মল জ্ঞান,
হবে প্রাপ্তি অন্তে, অকিঞ্চনের যে কামনা ॥ (৩১)

ভৈরবী—একতালা।

রিপুবশে কুরসাভিলাষে গো মুগ্ধ হয়েছে মন আমার।
(মন) হিতাহিত কিঞ্চিৎ না করয়ে বিচার।

মত্ত করীবর যেন, কুপথে ভ্রময়ে মন;
বিবেক অঙ্কুশ বিনা উপায় নাহিক আর॥
দুর্ম্মতি দুর্গতি হরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা;
তব কৃপাকটাক্ষ কিরণে, নাশে অজ্ঞান আঁধার।
কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণাগুণে;
ঘোষে ত্রিভুবনে মা,
অসীম মহিমা তোমার॥ (৩২)

সিন্ধু—আড়া।

একি মা করুণার রীত।
মম প্রতি না হয় উচিত,
মায়ায় মুগ্ধ রাখি আমায় ঘটাও হিতাহিত॥
বিনে তব প্রসন্নতা, কিসে হয় অজ্ঞান দূরতা,
বিশ্বমাতা স্বীয় গুণে যে কর বিহিত॥
যদি উত্তম দেহ দিলে, কি হবে আর ভ্রমাইলে,
বিতরণ করমা দুর্গে, করুণা কিঞ্চিৎ।
তব কৃপা লেশে হয়, মমাশুভচয় ক্ষয়,
অকিঞ্চনে কৃপাদানে ক'র না বঞ্চিত॥ (৩৩)

টোরি—কাওয়ালি।

মনমথ মথন মোহিনী।

পরিণত কলানাথ শত নিন্দিত হসিতবদনী॥

শতদল জিনি তব চরণ দুখানি, সাধকজন মনোরঞ্জিনী,

অপার সংসারপারাবার, দুস্তর তারিণী।

প্রণতপালিনী, প্রপন্ন-জনগণ সহায়িনী॥

পার্ব্বতী-প্রকৃতি পরা, পরমানন্দ দায়িনী, পরম ঈশানী।

ভ্রান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত কুপথ গত,

সদা অকিঞ্চন মন না হইও ভীত,

এমন দুর্জনে, তোমা বিনে, উদ্ধারে কে তারিণী॥ (৩৪)

—

ভাঁয়রো—কাওয়ালি।

সিংহোপরি বিকসিত পদ্মাসনে, জগদ্ধাত্রী দুর্গা বিহরে।

চরণ কমলে প্রতিদলে শশী নখছলে,

হেরিয়ে ভুলে মধুপ চকোরে॥১॥

পরিণত বিধুশত নিন্দিত বদনী,

বিচিত্র বসন কি বা উরগ পরিধিনী,

কুসুম রচিত চঞ্চল চিকুরবেণী, দোলনে স্মরহর-মনোহর॥

বিবিধ রতন ভূষণ চতুর্ভুজ সাজে,
ঘুঙ্গুর নূপুর পদপরে কি মধুর বাজে,
প্রসন্ন হইয়ে গো গিরিজা এরূপে কর স্থিতি
অকিঞ্চন হৃদয় সরোজে ॥ (৩৫)

যোগীয়া—তেতালা।

মহিষমর্দ্দিনী রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল।
অমল কমল দল, নিন্দিত চরণ তল,
শশধর নিকর নখর ছলে প্রকাশিল।
রতন নূপুর সাজে, কটিতটে কিঙ্কিণী বাজে,
বিরাজে যোগিনীমাঝে করি কুতূহল।
মৃদুহাস সুধাভাষ, সুর নর ত্রাস নাশ,
এই অকিঞ্চন আশ, দেহি শ্রীচরণে স্থল ॥ (৩৬)

ঝিঁঝিট—পোস্ত।

রঙ্গভূমে উলঙ্গী হয়ে নাচে কার মেয়ে।
অর্দ্ধেন্দু ভালে কেশ দোলে পদে লোটায়ে ॥
কাল রূপে আলো করা বয়, দশ দিকে চায়,
পদভরে সুমেরু মহীদেহ কাঁপায়ে।

শুম্ভ কহে নিশুম্ভরে চিত্ত শঙ্কায়,
সংগ্রামে কায নাই, চল যাই প্রাণ বাঁচায়ে ;
বিধু গণানন্দ মনা অভয় পায়ে,
অনিমেষে অকিঞ্চন আছে চরণ চেয়ে ॥ (৩৭)

ইমন—একতালা।

হর উরোপরে কে বিহরে ললনা,
তিমিরবরণা দিগ্‌বসনা।
করে করবাল, ভালে শশী শোভে শিরে,
লোল রসনা, অতি বিস্তৃত বদনা।
অসংখ্য দনুজ দল, সমূলে বিনাশে বল,
শোণিত হিল্লোলে, মহী প্রায় যে মগনা।
মম হৃদি পদ্মাসনে বিশ্রামহ শ্যামা,
অকিঞ্চন দীনের এই নিতান্ত কামনা॥ (৩৮)

সোহিনী—আড়া।

সমরে রমণী কার কামিনী নাচে উলঙ্গিনী।
বিকট অট্ট হাস নাহি লাজ ভয় লেশ,
একি বেশ এলোকেশ, রণ-উন্মাদিনী॥

নারীর এমন সাজ, অসম্ভব মহারাজ,
যুদ্ধে নাহি কায, বুঝি হবে সর্ব্বসংহারিণী।
কহে অকিঞ্চনে, কি ভাব যে দৈত্যগণে,
যে ভব ভাব মনে, সেই ভব ভাবিনী॥ (৭৯)

টৌরী-বাগেশ্রী—তেতালা।

বিবসনী কায় বামা, নবজলধর-বরণী শ্যামা;
করালবদনী, ভয়ঙ্করনাদিনী,
বিশালনয়নী, কে ভীমা।
আপাদলম্বিত কেশী, সমরে উন্মত্তবেশী,
শব শিব উরসি, নৃত্যতি অবিরামা;
ব্রহ্মময়ী কালীরূপা, কুরু অকিঞ্চনে কৃপা,
নির্গুণা অনন্ত গুণধামা॥ (৮০)

কেদারা—আড়া।

কে রণতরঙ্গে উলঙ্গী ভীমভঙ্গিনী!
কুরঙ্গনয়নী-নীরদাঙ্গী শবচারিণী॥
পদভরে কাঁপে ধরা, করে অসি মুণ্ড ধরা,
প্রত্যঙ্গে রুধির ধারা, নরশিরহারিণী॥

একা রণ অসহনে, করিছে ক্ষয় রিপুগণে;
বিকটদশন বদনাতিবিস্তারিণী।
রূপ হেরি অকিঞ্চন, চরণে সঁপেছে মন,
দীনে কুরু কৃপা কালী কালী কলুষনাশিনী॥ (৪১)

বাগেশ্রী—একতালা।

জলদবরণী কেরে এ কেরে!
বামা ঘন হুহুঙ্কারে দনুজ সংহারে॥
বাম কর দ্বয়, শব-শির ভয়, অন্য অভয় বরে,
শশী খণ্ড ভালে রিপুমুণ্ডমালে, বিশাল রূপ ধরে॥
কেরে লোলরসনা, বিকটদশনা,
রুধিরাসনে নিয়ত মগনা;
বিবসনা অতি ভীষণা ভয়ে তনু শিহরে॥
অকিঞ্চন এই কহে, ব্রহ্মময়ী-জয়ী হয়ে সমরে;
প্রসন্ন হইয়ে কৃপা বিতরিয়ে, বস মম অন্তরে॥ (৪২)

সিন্ধু—ঠেকা।

সুরশাখিমূলে ত্রিপঞ্চারে বিহরে কার বামা।
সহাস্যবদনা সুধাপানে সদা মগনা,
কালরূপে দিক্ আলো করে শ্যামা॥

ইন্দ্রাদি বিবুধগণ, গন্ধর্ব্বসিদ্ধ চারণ,
পুটাঞ্জলি হয়ে স্তুতি করে অবিরাম।
চিন্ময়ী নির্গুণ স্বগুণরূপ দরশনে
হয় অকিঞ্চন সিদ্ধকামা॥ (৪৩)

দেশ—ঠুংরি।

কি রূপে অনুপমা, নীলাজবরণী শ্যামা।
নগ্না সমরে মগ্না হ্রীশূন্যা কার বামা॥
ব্যাপ্তাননা ত্রিনয়না,
বিলোল রসনা ভীমা।
বিনাশি দৈত্যগণ অমরে করে সিদ্ধকামা॥
কালরূপ কালকামিনী
কে জানিবে মহিমা।
কালভয়ে অকিঞ্চনে, সকরুণে নিস্তার উমা॥ (৪৪)

পরজ—আড়া।

অজ্ঞান তিমিরান্ধ হইয়ে ভ্রমি অবনী;
জ্ঞানাঞ্জনদানে হৃদি প্রকাশয়ে তারিণী॥

প্রকৃতির ক্রিয়া মান,　পুণ্য কর্ম্ম সাধারণ,
বদ্ধ হেতু নিজে জীব কৃতি অভিমানী।
হিতাহিত কর্ম্মে কেন,　হয় মা মম বন্ধন,
বুদ্ধীন্দ্রিয় মনের নিয়ন্ত্রী তুমি ;
জানি অকিঞ্চনে প্রসন্না হইয়ে, মহার্ণবে
নিস্তার গো তব প্রদায়িনি ॥ (৪৫)

পয়াকরবা—আড়া।

হে ভগবতী ভূতপতি ভাবিনী ॥
ভয়ঙ্করী ভীমে ভীষণ ভয় ভঞ্জিনী ॥
প্রকৃতির পরা, পরমানন্দ প্রদায়িনী,
পার্ব্বতী পাষাণী সুতা পতিত পাবনী।
বাসবাদি বিবুধ বরদা বিশ্ববন্দিনী,
বিশালাক্ষী বিমলা বিমল বদনী।
মহিষমর্দ্দিনী মন্মথ মোহিনী,
মারা মোহিতাকিঞ্চন মায়া মথনী ॥ (৪৬)

সিন্ধু—তিওট।

কি শোভা মহিষ মৰ্দ্দিনী।

হেরি ত্রিভুবন জন, আনন্দিত মন,

পুলকে করে জয় ধ্বনি॥

দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে,

কটিতে বাজিছে কিঙ্কিণী॥

পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,

অঞ্চলে দোলে গজমুক্তা শ্রেণী।

শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে,

মণিতে গ্রথিত সুবেণী।

অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর,

চরণ গুণ গো এমনি;

অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ,

ভবাব্ধি তরণে তরণী॥ (৬৭)

সমাপ্ত।

513

সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

সঙ্গীত	পৃষ্ঠা।
অবতরণিকা	১
শক্তি	৩
শাক্ত	৬
বেদাচার	৯
বৈষ্ণবাচার	৯
দক্ষিণাচার	৯
বামাচার	১০
সিদ্ধান্তাচার	১০
কৌলাচার	১১
চলিয়াপন্থী	১১
কররারী বা কাপালিক	১২
ভৈরব ও ভৈরবী	১২

ষট্‌চক্রভেদ ১২
দশমহাবিদ্যা ১৫
সর্ব্বানন্দ ঠাকুর সর্ব্ববিদ্যা ১৫
সর্ব্ববিদ্যার বংশাবলী ৪৪
রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও রামপ্রসাদ সেন ... ৪৬
রামপ্রসাদ সেন প্রণীত কালীকীর্ত্তন ... ৬২
আজ্ঞা কর ত্রিনয়ান ৮৯
উপনীত মন্দাকিনী ৮৫
এমন রূপ যে একবার ভাবে ৯১
কে রে কুঞ্জর গামিনী ৮৩
কোন্ জন বুঝে মায়া ৬৯
গালবাদ্য ঘন ৬৬
গিরীশ গৃহিণী ৯০
জগদম্বা কুঞ্জবনে ৯৭
জগদম্বা যবপুরে বেণু ৮৯
জয়া বলে আমি সাধে ৮১
জয়া বলে এ বদনে ৭৩
জয়া বিজয়া সঙ্গে ৮২

প্রথম ভাগ।

তখন রত্ন সিংহাসনে … …	৬৪
তনয় মৈনাক ছিল … …	৬৮
তাল ভৈরব বেতাল রে … …	৮৪
দয়াময়ি আইস … …	৩৮
দর দর ঝরত লোর … …	৭০
নিরখি নিরখি বদন ইন্দু … …	৭০
পশুপতি কান্তা … …	৯৫
পূজে বাঞ্ছা বৃষকেতু … …	৩৫
প্রভাত সময় জানি … …	৬২
প্রেয়সীর খেদ গানে … …	৮৪
বন্দে শ্রীগুরু দেবকি চরণং … …	৬১
ব্রত অনশন … …	৬৬
মা ডাকিছে রে … …	৯২
যদি বল অনূঢ়া কালের … …	৮৬
রাণী বলে আমি … …	৭৯
রাণী বলে ওগো জয়া … …	৭১
রাণী বলে ওগো জয়া কুস্বপনে …	৭৩
রাহুগ্রাস করে … …	৭৪

শঙ্করী কহেন প্রভু ৮৮
শিব স্বস্ত্যয়নে ৭৪
হয় নয় অন্তরে গো রোয়ে ৭৩
হিমগিরি সুন্দরী ৭৫

রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও রামপ্রসাদ সেন প্রণীত

বিবিধ বিষয়ক সঙ্গীত।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী ১১৬
অপরা জন্মহরা জননী ১৪৭
অপার সংসার নাহি পারাপার ... ১৭৩
অভয়পদ সব লুটালে ১২৪
অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি ১২৭
আছি তেঁই তরুতলে বসে ১৯৮
আপন মন মগ্ন হ'লে মা ২৩৮
আমার অন্তরে আনন্দময়ী ২০৬
আমার সনদ দেখে যারে ১৮৮

আমায় ছুঁও না রে শমন ২০১
আমায় দেও মা তবিলদারি ১০১
আমায় ধন দিবি ১৪৫
আমি এত দোষী কিসে ১৬৪
আমি কি এমতি রব ২১৭
আমি ক্ষেমার ১৩৯
আমি কবে কাশীবাসি হব ১১৪
আমি কি দুঃখেরে ডরাই ১২১
আমি তাই অভিমান করি ১৩২
আমি নই পলাতক আসামী. ... ২৩০
আয় দেখি মন চুরি করি ১১৯
আয় দেখি মন তুমি আমি ২০৪
আয় মন বেড়াতে যাবি ১৯৭
আর কাজ কি আমার কাশী ১৫০
আর তোমায় ডাকব না কালী ... ২৩৪
আর বাণিজ্যে কি বাসনা ১৭০
আর ভুলালে ভুলব না গো ... ১৮৩
এই দেখ সব মাগীর খেলা ২১৭

এই সংসার ধোকার টাটি ২১২
একবার ডাকরে কালী তারা বলে ... ১৭৭
এবার আমি বুঝব হরে ১৫৪
এবার আমি করব কৃষি ১৯৪
এবার আমি ভাল ভেবেছি ... ১৬৯
এবার কালী কুলাইব ১৩২
এবার কালী তোমায় খাব ১৬১
এবার বাজি ভোর হইল ১০৮
এবার ভাল ভাব পেয়েছি ২৩৩
এমন দিন কি হবে তারা ১৯৬
এলোকেশী দিগম্বরা ২৪৫
এ শরীরে কাজ কিরে ভাই ... ২০২
এ সংসারে কারে ডরি ২১৯
ও জননি! অপরা জন্মহরা ১১৩
ও মা! তোর মায়া কে বুঝ্‌তে পারে ... ২৩৭
ও মা! হর গো তারা মনের দুঃখ ... ১৬২
ওরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম ... ১৩৫
ওরে মন কি ব্যাপারে এলি ... ১৯১

ওরে মন চড়কি চড়ক ঘোর	...	১৮১
ওরে মন বলি ভজ কালী ...	...	১৯২
ওরে শমন কি ভয় দেখাও	...	১৮৯
ওরে সুরাপান করিনে আমি	...	১৭৬
করুণাময়ী কে বলে তোরে	...	২৩৮
কাজ কি আমার কাশী ...	...	১৪৯
কাজ কি মা সামান্য ধনে ...	...	২০৭
কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী	...	১৫১
কাজ হারালেম কালের বশে	...	১০৯
কার বা চাকরি কর ...	...	১৭২
কাল মেঘ উদয় হল ...	...	১৬৭
কালী কালী বল রসনা ...	...	১২৩
কালী কালী বল রসনা রে ...	...	২২৪
কালী গো কেন লেংটা ফের	...	২৩৯
কালী তারার নাম জপ মুখে রে	...	২২১
কালী নাম জপ কর ...	...	২০০
কালী পদ মরকত আলানে ...	...	১৩৮
কালীর নাম বড় মিঠা ...	...	১৮০

কালীর নামে গণ্ডী দিয়ে ১৪৮
কালী সব ঘুচালে লেঠা ১৮৩
কে জানে গো কালী কেমন... ... ১০৬
কেন গঙ্গা বাসী হব ১৫২
কেবল আসার আশা ১৪৩
কে রে বামা কার কামিনী ২৩৬
গেল না গেল না দুঃখের কপাল ... ২১৮
ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা ১৯৭
ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী ... ২০৩
জগত জননী তুমি গো মা তারা ... ২২০
জননি! পদ পঙ্কজং ১৪৬
জয় কালী জয় কালী বল ২১০
জয় কালী জয় কালী বলে ১৩২
জানি গো জানি গো তারা ২০৮
জানিলাম বিষম বড় ১৪০
জাল ফেলে রয়েছে বসে ২১৫
ডাক রে মন কালী বলে ২৪০
ডুব দে মন কালী বলে ১২৭

তাই কালরূপ ভাল বাসি ২৩২
তাই বলি মন জেগে থাক ১৫৯
তারা আর কি ক্ষতি হবে ১৪৪
তারা নামে সকলি ঘুচায় ১৩৫
তারার তরী লাগ্‌ল ঘাটে ১৯৩
তাহার জমি আমার দেহ ১৩৯
তিলেক দাঁড়াও রে শমন ২১৩
তুই যারে কি করবি শমন ১৮৭
তুমি এ ভাল করেছ মা ১৩৩
তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন ... ২২২
তোমার সাথী কেরে ও মন ২৪০
ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ ১৭৮
থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে ২৪৩
দিবা নিশি ভাব রে মন ২১১
দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে ২০৯
দুঃখের কথা শুন মা তারা ২৩৩
দূর হয়ে যা যমের ভটা ১৮৮
দেখি মা কেমন করে ১৮৫

নটবর বেশে বৃন্দাবনে কালী ১১৭
নীতি তোরে বুঝাবে কেটা ... ১৫৮
পতিতপাবনী তারা ১৩৬
পতিতপাবনী পরা ১৪৭
পূরল না কো মনের আশা ২৪২
বড়াই কর কিসে (গো মা) ১৯২
বল ইহার ভাব কি ২৪৪
বল মা আমি দাঁড়াই কোথা ১০২
বল মা আমি দাঁড়াই কোথা ১৫৫
বসন পর মা ১০৩
বাসনাতে দেও আগুন জেলে ... ১১১
ভবে আর জন্ম হবে না ২৪৩
ভবের আশা খেলব পাশা ১২১
ভাব কি ? ভেবে পরাণ গেল ... ২১৬
ভাবনা কালী ভাবনা কিবা ৯৪
ভাল নাই মোর কোন কালে... ... ১৭৭
ভাল ব্যাপা । মন কর্ত্তে এলে... ... ২২৫
ভূতের বেগার খাটিব কত ১৬৭

মা আমি কি আটাসে ছেলে ... ... [illegible]
মা আমি পাপের আসামী ... ... [illegible]
মা গো আমি অই খেদে খেদ করি ... [illegible]
মা গো আমার কপাল দোষী ... ১
মা গো আমার খেলা হল ২২
মা গো তারা ও শঙ্করী ১৫
মা তোমারে বারে বারে ১৯৬
মা বসন পর ১০৪
মা বিরাজে ঘরে ঘরে ২২৯
মা মা বলে আর ডাকিব না ... ১০৫
মায়ের চরণ তলে স্থান লব ২৩৭
মায়ের নাম লইতে অলস ১৬৭
মায়ের এম্নি বিচার বাট ২০৭
মায়ারে পরম কৌতুক ১৫৩
মা হওয়া কি মুখের কথা ১৮৬
মুক্ত কর মা মুক্ত কেশী ২২২
যদি ডুবল না ২১৯
যাও গো জননি জানি তোরে ... ১১০

সূচীপত্র।

...রে শমন যা রে ফিরে ১৯০
...য় কালী কালী বল ১৭৫
... কালী নাম রটরে ১২৫
... আমার পথ ঘুচেছে ২১৬
...নি রে আছি দাঁড়ায়ে ২২৭
...মা মা উড়াচ্ছেন ঘুঁড়ি ১২৩
...ময় ত থাক্‌বে না গো মা ২০১
সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গে না ... ২২৭
সামাল ভবে ডুবে তরী ২৩৫
সামাল সামাল ডুবল তরী ১৮৪
সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে ... ২১২
সে কি শুধু শিবের সতী ২১৪
হয়েছে মা জোর করিয়াদি ১৪১
হৃৎকমল মঞ্চ দোলে ১২২

মৃত্যুর প্রাক্কালের সঙ্গীত।

কালীগুণ গেয়ে বগল বাজায়ে ... ২৪৭
তারা তোমায় আর কি মনে আছে ... ২৪৮

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয় ... ২১২
মন আমার যেতে চায় গো ২৪১
মন কর কি তত্ত্ব তারে ১১৮
মন কর না দ্বেষাদ্বেষি ১৩৭
মন কর না সুখের আশা ১৫৭
মন কালী কালী বল ১৬৬
মন কি কর ভবে আসিয়ে ১৮৪
মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া ১৬৩
মন কেন রে পেয়েছ এত ভয় ... ১২১
মন কেন ভাবিস এত ১২৮
মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি ১৮১
মন গরিবের কি দোষ আছে ২২৮
মন্ জান কি ঘটবে লেঠা ২০৫
মন তুই কাঙ্গালী কিসে ১২৯
মন তুমি কি রঙ্গে আছ ২২৪
মন তুমি দেখ রে ভেবে ২০৮
মন তোমার এই ভ্রম গেল না ... ১৯৮
মন তোর এত ভাবনা কেনে ... ১৩০

মন তোরে তাই আমি বলি ... ২৩১
মন ভুল না কথার ছলে ১৭৪
মন ভেবেছ তীর্থ যাবে ১৫১
মন যদি মোর ঔষধ খাবা ২১১
মন রে আমার এই মিনতি ... ১৬৫
মন রে আমার ভোলা মামা ... ১৭২
মন রে কৃষি কাজ জান না ১১০
মন রে তোর চরণ ধরি ২৩৫
মন রে তোর বুদ্ধি একি ১৬৯
মন রে ভাল বাস তারে ২০৪
মন রে শ্যামা মাকে ডাক ২০০
মন হারালি কাজের গোড়া ১০৭
মরলেম ভূতের বেগার খেটে ... ১৫২
মরি গো এই মনের দুঃখে ২৪২
মা আমায় ঘুরাবি কত ১১৯
মা আমায় [illegible]বে কত ১২০
মা আমার [illegible]ন্তরে আছ ১৪২
মা আমার বড় ভয় হয়েছে ২২৩

নিতান্ত যাবে দিন ২৪৬
বল্ দেখি ভাই কি হয় মলে ... ২৪৫

ষট্‌চক্র বর্ণন।

আমার মনে বাসনা জননী ২৪৮

ষট্‌চক্র ভেদ।

তারা আছে গো অন্তরে ২৪৯

শব সাধনা।

জগদম্বার কোটাল ২৫২

সমর বিষয়ক সঙ্গীত।

অকলঙ্ক শশীমুখী ২৬১
আরে ঐ আইল কেরে ২৫৪
এলোকেশে কে শবে ২৬৪
এলো চিকুর নিকর ২৮০
এলো চিকুর ভার ২৮১
ও কার রমণী সমরে নাচিছে ২৬৯

ও কে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি ২৫৭
ও কে রে মনমোহিনী ২৭৬
কামিনী যামিনী বরণে রণে ২৭৫
কুলবালা উলঙ্গ ২৭০
কে মোহিনী ভালে শশী ২৭৪
কে রে কাল কামিনী ২৫৭
কে হরহৃদি বিহরে ২৬৭
চিক্কণ কালরূপা সুন্দরী ২৬৫
ঢল ঢল জলদবরণী ২৫৯
ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে কে আসে ২৫৩
নব নীলনীরদ তনুরুচি ২৮২
নলিনী নবীনা মনোমোহিনী ... ... ২৭[illegible]
বামা ও কে এলোকেশে ২৫৬
মরি ও রমণী কিরণ করে ২৬০
মা কত নাচ গো রণে ২৭৯
মোহিনী আশা বাসা ২৬৩
শঙ্কর পদতলে ২৬৮
শ্যামা বামা কে ২৬৬

শ্যামা বামা গুণধামা ২৭১
শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে ... ২৬২
সদাশিব শবে আরোহিণী... ... ২৬৩
সমর করে ও কে রমণী ২৬৭
সমর করে কাল কামিনী··· ... ২৭২
হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে ... ২৫৮
হের কার রমণী নাচেরে··· ... ২৭৭

আগমনী।

আজ শুভনিশি পোহাইল··· ... ২৮৬
আমার উমা সামান্য মেয়ে নয় ... ২৮৫
ও গো রাণি! নগরে কোলাহল ... ২৮৭
গিরি এবার আমার উমা এলে ... ২৮৯
গিরিবর! আর আমি পারি নে ... ২৮৪

বিজয়া সঙ্গীত।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর ২৮৯

পরিশিষ্ট।

আমার কপাল গো তারা... ... ২৯২

মন যদি মোর ভিয়ান করিস ... ২৯২
শ্রীদুর্গা নাম ভুলনা ২৯১

শিবসঙ্গীত।

বম বম বম ভোলা ২৯৫
হর ফিরে মাতিয়া ২৯৩

531

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় ভাগ।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ভূমিকা	২৯৯
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৩০০
দেওয়ান রায় রামদুলাল নন্দী ...	৩০৫
দেওয়ান নন্দকুমার রায় ও দেওয়ান রঘুনাথ রায় ...	৩০৬

সঙ্গীত।	পৃষ্ঠা।
কমলকান্তী সঙ্গীত	৩১১—৪৫৯
অনুপমারূপ	৩৮৯
অভয়ে দেহি শরণং	৩৪০
অভয়ে দেহি শরণং	৪৩১
আয়গো শ্যামা গো	৩৩৮
আনন্দময়ী! তার	৪৩৪
আয়গো মা শ্যামা	৪১০

আচার বিচার নিত্যনয় ৩৫৭
আপনারে আপনি দেখ ৩৬২
আদর করে হৃদে রাখ ৩৫০
আমার অসময় কে আছে ... ৩১২
আমার আর কবে এমন দিন হবে ... ৩৯৬
আমার মন উচাটন ৪২৮
আমার মন রে ৪০৮
আমার মনে কত হয় ৪০৪
আমার মনে ইচ্ছা আছে ৪০১
আমার মন ভুলনা ৩৮০
আর কিছু নাই ৪১৩
আলুয়ে পড়েছে বেণী ৪০১
আর কিছু নাই শ্যাম ৩৫৩
আরে শুন ৩৭৩
ইন্দীবর নিন্দি তনু ৩১৪
উমে! ত্রাণ দেমা শিবে ৩৩৩
এই কথা আমারে বল ৩১২
এ ছার দেহের কি ভরসা ... ৩১৫

এত চঞ্চল হইয়াছ তারা ৩৩৪
এত দিনে জানিলাম ৩২৭
ওগো তারা সুন্দরী ৩১৯
ওগো নিদয়া! তোরে দয়াময়ী ... ৩৮৪
ও জননী গো ৩৯৫
ও নব রূপসী ৩২৪
ও নিস্তার কারিণী ৩৮৫
ও রমণী কালো ৪২৯
ও রে মধুকর রে ৪২৭
কত রঙ্গ জান গো শ্যামা... ... ৩১৮
করকাঞ্চী তোমার কটিতটে ... ৩৮১
করুণাময়ী, কালি! ৪৩৩
করুণাময়ী, দীন অকিঞ্চনে ... ৩৪৭
করুণাময়ী! দীন অকিঞ্চনে ... ১৫২
করুণাময়ী শ্যামা ৪১৫
কলুষ নিবারয় গো শ্যামা... ... ৪২৫
কালি! আজু নীল কুঞ্জ··· ... ৩৩৭
কালি! কত জাগিয়ে ঘুমাও ... ৩৮৬

কালী কালী রট ৪২৬
কালী কেনে করিলে ৪৩৩
কালী কেমন ধন ৪০৭
কালী জয় কালী জয় ৩২৯
কালীর ইচ্ছা যেমন ৩৪৪
কালি ! তুমি কামরূপা ৩৫১
কালী নামের কত গুণ ৩৯৯
কালী বলে ডাক রে মন... ... ৩৪৫
কালি ! সব ঘুচালি লেঠা... ... ৩৭৪
কালোরূপে রণভূমে ৪০৯
কি আগো শ্যামা সুন্দরী... ... ৩১৩
কি হইল মোর অন্তরে ৩৬৭
কিঞ্চিৎ কৃপা অবলোকন কর ... ৪২৪
কেন আর অকারণ ৩৭৬
কেন মন ভুলিল ৩১৩
কেন মিছে ভ্রমে ৩৭৮
কেন রে আমার শ্যামা মা রে ... ৩৩৫
কেমন কোরে তরাবে তারা ... ৩৯৮

কেমনে তরিব বল	... ...	৩২১
কেমন বেশ ধরেছ জননী	...	৩৭১
কে রে বামা, হর হৃদিপরে	...	৩২৮
কেরে পাগলীর বেশে ...	...	৩৮০
কেহ কি আপনার আছে রে	...	৩১৫
কেহ না সম্ভাষে	... ...	৩৩৬
চরণ দুটী তোর	.. ...	৩৩৬
চাহিলে না ও মা	... ...	৪১৩
জননি তারিণি !	... ...	৪১৬
জলদ বরণী কেরে !	... ...	৪১০
জাননা রে মন !	... ...	৪০২
জানি গো দারুণ শমনে ...	...	৩৫৬
জানি জানি গো জননি !	...	৩৯৫
তথাচ জননী	... ...	৪১৫
তনু তরি ভাসিল আমার	...	৩১৬
তবে কেন হইল মানব দেহ	...	৩৫৮
তবে চঞ্চল হয়েছে আমার মন	...	৪০৪
তরণী মাঝি মেয়ে রে ...	...	৪২৪

তারা! অকিঞ্চনের ধন ... ৪৩০
তারা আমি কি করিব ৪১১
তারা চরণ কর সার ৩৩৮
তারা বল কি অপরাধে ৩৪৯
তারা বল কি হবে ৩২৫
তারার বুঝি ইচ্ছা নয় ৪১২
তারা মা যদি কেশে ধোরে ... ৩৮৩
তারিণী আমার কেমন ৩৪৩
ত্বাং প্রণমামি শিবে ৩৭২
তুমি কার ঘরের মেয়ে ৩১৭
তুমি কি ভাবনা ভাব ৩৬৩
তুমি কি ভাবনা ভাব রে মন ... ৪০৫
তুমি আর কেন কর বিষয় বাসনা ... ৩২১
তুমি মিছা ভ্রমণ করোনারে ... ৩৫৮
তুমি যে আমার নয়নের নয়ন ... ৩৭০
তোমা বিনে কে আছে ৩২৬
তোমার গলে জবা ফুলের মালা ... ৩৫৪
তোমার গুণ তুমি জান ৩১৮

তোমার ভাল চিন্তা সদা ৩৫৫
তেঁই শ্যামারূপ ভাল বাসি ... ৩৫০
দয়াময়ী করুণাময়ী ৩৪০
দীন, গো জননি! ৩৪৭
দীন হীন অতি ৪২৩
দীনে তারিতে, দয়াময়ী ... ৩১১
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী ৪১৯
দুটী নয়ন ভুলেছে ৩৮১
দেখ না সময় আলো করে ... ৩২৩
দেখো ত্রাণ কর মা ৪১৭
নব জলদ কায় ৩৮২
নয়ন 'ক দেখ বাহিরে ৩২২
নারায়ণি! সুমতি দেহি মে শিবে ... ৪১৯
নাচ গো শ্যামা! আমার অন্তরে ... ৪০০
নিশি জাগিয়ে পোহাও ৩৩১
নীলকান্ত কান্তি ৪৩০
পরের কথায় আর কি ভুলি ... ৩৬১
পাগলীর বেশে ৩৮৮

বঞ্চনাতে তোর ৩৩০
বল আর কার তারা নাম ... ৪২৩
বামার বাম করে অসি ৪০৯
বার বার মন এবার ৪২৫
বারে বারে শ্যামা ৪২২
মজিল মন ভ্রমরা ৪০৫
মন গরীবের কি দোষ আছে ... ৩৬০
মন চল শ্যামা মার নিকটে ... ৩৫৭
মন তুই কাঙ্গালি কিসে ৩৭৭
মন পবনের নৌকা বটে ... ৩৬৪
মন প্রাণধন সরবস ৩১৫
মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে ... ৩৬২
মন ভ্রম কেন মিছে ৩২২
মন ভ্রমে ভুলেছো কেনে ... ৩৫৯
মনরে মরম দুঃখ ৪০৬
মনরে শ্যামা চরণ ৪২৭
মনের বাসনা কত দূর ৩৪৮
ময়ি দীন হীন জনে ৪১৪

মা আমারে তাএতে হবে ... ৩১২
মা আমি গো তোমারি ৩২৭
মা আমি কি করিলাম ৩৯৯
মা আর না সহে ৩৮৫
মা কখন কি রঙ্গে থাক ... ৩৯১
মা গুণময়ী গুণময় ৪৩১
মানব দেহ পেয়েছিলাম ... ৩৪২
মা তব চরণাম্বুজ ৩৪২
মা তারা! ৩৮৭
মা মোরে লয়ে চল ৩৯৬
যখন যেমন রূপে রাখিবে ... ৩৪৪
যতন কোরে, ডাকি তোরে ... ৩৭৮
যন্ত্রণা কত সব ৩৫১
যদি পার যাবি মন ৩৭৬
যদি তারিণী তারো ৪১১
যার অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী ... ৩৮৭
যেমন কলি তেমনি উপায় ... ৩৭১
নাচে রঙ্গে রণ মাঝে ৩৮২

লয়েছি শরণ, অভয় চরণ... ... ৩৯৭

শঙ্কর মন মোহিনী তারা... ... ৩৭০

শঙ্করি শিবে শ্যামা ভীমে... ... ৩৪১

শিখেছো যতনে যত চাতুরী ... ৩৪৬

শিব সুন্দরী গো ৪২০

শিবে! চাও গো তারা তুমি ... ৩৯৪

শুকনা তরু মুঞ্জরে না ৩৭৫

শ্যাঁমা আজু ধীর ৩১৫

শ্যামা আমার কালো কে বলে ... ৩২১

শ্যামাধন কি সবাই পায় ৩২১

শ্যামা নামের মহিমা ৩২০

শ্যামা ভাল ভেবেছ মনে... ... ৩৬৯

শ্যামা মা নয়নে নিরখ ৩১৫

শ্যামা মায়ের ভব তরঙ্গ ৩৯২

শ্যামা যদি হের নয়নে ৩৩৩

শ্যামারূপে নয়ন ভুলেছে... ... ৩২৮

সদানন্দময়ী কালী ৩৪৯

সামান্য নহে মায়া তোমার ... ৩৯৩

ক[illegible] বাসনা কর [illegible]র কদিন ... ৩৬৬
সু[illegible]ম সাধন বলি [illegible]রে··· ... ৩৭৯
সংসার জলনিধি ৩২০
হায় গো আমার কি হইল ... ৩৯০
হে গিরি নন্দিনি ৪১৮

আগমনী।

আজু মন্দিরে উমা ৪৫০
আমার গৌরীরে লয়ে যায় ... ৪৫৫
আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে ... ৪৩৬
এখনি আসিবে গো ৪৪৩
এলো গিরি নন্দিনী ৪৪৪
এলো গৌরি! ভবনে আমার ... ৪৪৬
ওগো উমা! আজ্ কি কারণে ... ৪৫২
ওগো হিমশৈল গেহিনি ৪৪২
ওরে নবমী নিশি ৪৫১
কবে যাবে বল গিরিরাজ ... ৪৩৮
কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি ... ৪৩৫

কি হলো নবমী নিশি ... ... [illegible]

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর ৪৪১

গিরি! প্রাণ গৌরী আন আমার ... ৪৩৭

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে ... ৪৩৯

গিরিরাণি এই নাও ৪৪০

জয়া বল গো পাঠান হবে না ... ৪৫৪

বারে বারে কহ রাণি ৪৩৮

রাণী বলে জটিল শঙ্কর ৪৪৯

শরত কমল মুখে ৪৪৫

শুনেছি মা! মহিমা তোমার ... ৪৪৮

বিজয়া।

ফিরে চাও গো উমা ৪৫৭

শিব-সঙ্গীত।

আমার মন ভাব ভোলারে ... ৪৫৮

ভৈরো আইল ৪৫৯

মন্মথ মথনং ভূতেশ ৪৫৮

যোগী শঙ্কর আদিমহেশ ৪৫৭

দেওয়ান রায় রামতুলাল নন্দীর

সঙ্গীত ৪৬১—৪৭৫

আহা মরি মরি কিরূপ মাধুরী ... ৪৭১
ওগো জেনেছি জেনেছি তারা ... ৪৬৪
কি কর পামর মন ৪৬৭
কি কুহক তারা তোমার... ... ৪৬৩
কিবা করুণা সিন্ধু ৪৭৪
চল মন সুন্দর বারে ৪৭৩
তারিবে কি না তারিবে... ... ৪৭২
তিমিরে তিমির বিনাশে... ... ৪৬৬
ত্বাং নমামি অপাদ গামিনী ... ৪৭১
দেখরে মায়েরে ঘট ঘটান্তরে ... ৪৬৫
ধনাশা জীবন আশা গেল না ... ৪৬৮
নাহি ধন নাহি হবে বিশ্ব অর্চ্চনা ... ৪৭০
পরম পরম পরম কারণ ৪৬২
প্রবোধ অবোধ মন না মান ... ৪৭৩
মন কি ভুলে ভুলিয়াছ ৪৭০

মা মনে যত আশা করি ... ৪৬২
সকলি তোমার ইচ্ছা ৪৭৪
সকলের প্রাণ তুমি ৪৬৬
সর্ব্বস্বরূপিণী ৪৬৯
হের কৃপা নয়নে ৪৬৭

দেওয়ান নন্দকুমার রায়ের সঙ্গীত

৪৭৭—৪৮২

কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে ... ৪৭৯
কালী পদ সরোজ রাজে ৪৮২
ভাব রে মসে মদনান্তক রমণী ... ৪৮১
ভুবন ভুলাইলি গো ভুবনমোহিনী ... ৪৮০

দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের সঙ্গীত ৪৮৩-৩১২

অজ্ঞান তিমিরান্ধ ৫১০
আর কত যন্ত্রণা দিবি ৪৯০
একি মা করুণার রীত ৫০৪
এমন যাতনা সব কত দিন ... ৪৮৮
কবে সে দিন হবে ৪৯৬

কার বামা রণে নাচিছে ৪৯৬
কিবে রূপ জগত মোহিনী ... ৪৯৯
কিরূপ অনুপমা মা ৪৮৮
কিরূপে অনুপমা ৫১০
কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী ৫১২
কে বিহরে সমরে ৪৯০
কেমনে হব পার ৫০২
কে রণ তরঙ্গে উলঙ্গী ৫০৮
কে রণ রঙ্গিণী ৪৮৬
কে রে বামা নিবিড় নীরদ বরণী ... ৪৯১
গিরীশ গৃহিণী গৌরী ১২৩
ঘন রুচি এলোকেশী ৪৯১
চিন্ময়ী সনাতনী ৫০৩
জলদ বরণী কে রে ৫০৯
জানিতেছি তুমি বিনে গতি নাহি ... ৪৯৭
তারা তুমি কত রূপ জান ... ৪৯৪
ত্রিপুরা ত্রিলোক তারা ৫০০
নবাম্ভ বরণী কার কামিনী ... ৫০৭

নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী ... ৪৯৮
পড়িয়ে ভবসাগরে ৪৮৫
বল কি হবে মা ৪৯৪
বিবসনী কার বামা ৫০৮
ভব সিন্ধু মাঝে কি শোভে ... ৪৯৯
মন্মথ মথন মোহিনী ৫০৫
মহিষমর্দ্দিনী ৫০৬
মৃগরাজোপরে বিহরে ৫০০
মা কত কর বিড়ম্বনা ৪৮৯
মা তব চরণ দুখানি ৫০২
মা যোগমায়া যোগেশ জায়া ... ৪৯৮
রঙ্গভূমে উলঙ্গী হয়ে ৫০৬
রণ রঙ্গিণী রণরঙ্গিণী ৪৯৫
রিপুবশে কুরসাভিলাষে ৫০৩
শঙ্করী সুরেশী ৪৯৭
শৈলসুতে স্মরহর দয়িতে... ... ৫০১
সিংহবাহিনী ৫০১
সিংহোপরি বিকসিত পদ্মাসনে ... ৫০৫

সুরতরুমূলে বিহরে ৪৮৭
সুরশাখি মূলে ৫০৯
হর উরোপরে ৫০৭
হরগৌরী মিলিতাঙ্গ ৪৯২
হে ভগবতী ভূতপাতি ভাবিনী ... ৫১১
হের মা এদীনে ৪৯৫

549

৪। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত জামদো নিবাসী নরচন্দ্র রায়ের গীত।

৫। দাশুরায় বা দাশরথি রায়ের গীত।

৬। রসিকচন্দ্র রায়ের গীত।

৭। নিধু বাবু বা রামনিধি রায়ের গীত।

৮। ত্রিপুরা, শ্যামগ্রাম নিবাসী ভুবনচন্দ্র রায়ের গীত।

৯। কলিকাতানিবাসী শিবচন্দ্র সরকারের গীত।

১০। ছাতু বাবু বা আশুতোষ দেবের গীত।

১১। গড়পারনিবাসী নীলমণি ঘোষের গীত।

১২। বোদপুরবাসী বিপ্রদাসতর্কবাগীসের গীত।

১৩। মৃর্জা হসন আলীর গীত।

১৪। সৈয়দ জাফরের গীত।

১৫। শ্রীহট্ট বেজুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকুমার নন্দী মজুমদারের গীত।

তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ ব্যক্তির রচিত সঙ্গীত ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

সাধক-সঙ্গীত।

চতুর্থ ভাগ।

১। ঋগ্বেদান্তর্গত—

শ্রীশ্রীদেবীসূক্ত ; মূল ও অনুবাদ।

২। চণ্ডী হইতে সংকলিত স্তব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের রচিত :—

৩। শ্যামা বিষয়ক বিবিধ সঙ্গীত।

৪। দশমহাবিদ্যার সঙ্গীত।

৫। বিশ্বমাতার বিশ্বসৃষ্টি গীত।

৬। ষট্‌চক্র ভেদ (বৃহৎ ও সংক্ষিপ্ত)।

৭। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সঙ্গীত।

৮। মোহমুদ্গর সঙ্গীত।

৯। শিব সঙ্গীত।

১০। অন্যান্য সঙ্গীত।